INEE

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

শিক্ষার ন্যূনতম মান

প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা

অভীষ্ট লক্ষ্য

INEE এমন একটি উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যেখানে অনুশীলনকারী এবং নীতিনির্ধারণকারীরা দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনকল্পে সকল মানুষের মানসম্মত শিক্ষার অধিকার এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে।
www.ineesite.org

INEE Coordinator for Minimum Standards and Network Tools
c/o UNICEF-Education Section, 7th floor
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA

minimumstandards@ineesite.org
www.ineesite.org
www.ineesite.org/toolkit

INEE

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

শিক্ষার ন্যূনতম মান

প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা

The Inter-Agency Network For Education in Emergencies (INEE) এমন একটি উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক যেখানে অনুশীলনকারী এবং নীতিনির্ধারণকারীরা দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনকল্পে সকল মানুষের মানসম্মত শিক্ষার অধিকার এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে। INEE-এর স্টিয়ারিং গ্রুপ এই নেটওয়ার্কের নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিচ্ছে। কেয়ার, চাইল্ড ফান্ড, ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC) রিফিউজি এডুকেশন ট্রাস্ট, (RET), সেভ দ্যা চিলড্রেন, ওপেন সোসাইটি ইন্সটিটিউট (OSI), ইউনেস্কো (UNESCO), ইউএনএইচসিআর (UNHCR), ইউনিসেফ (UNICEF) এবং বিশ্বব্যাংক (World Bank) হলো এই স্টিয়ারিং গ্রুপের সদস্য।

INEE ন্যূনতম মানের কার্যনির্বাহী দলের সদস্যরা শিক্ষার ন্যূনতম মান: প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। INEE কার্যনির্বাহী দলে ১৯টি সংগঠন রয়েছে। এদের সবারই দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে শিক্ষা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। একাডেমী ফর এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট (AED), এ্যকশন এইড, আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ (AIR), বেসিক এডুকেশন ফর আফগান রিফিউজিস (BEFARe), দি ফোরাম ফর আফ্রিকান ওমেন এডুকেশনালিষ্ট (FAWE), জিটিজেড (GTZ), দি ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC), মাভিক্যালেস সোশ্যাল অ্যাসিসটেন্স অ্যান্ড চ্যারিটি এসোসিয়েশন, নরওয়ে এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট (NORAD), নরওয়ে রিফিউজি কাউন্সিল (NRC), অক্সফ্যাম নভিব, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দ্যা চিলড্রেন, ইউনেস্কো, ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড, ওয়ার্ল্ড এডুকেশন, ZOA রিফিউজি কেয়ার এই ১৯টি সংস্থা নিয়ে INEE'র কার্যনির্বাহী দল গঠিত। INEE ৪১ টিরও বেশি এজেন্সি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ। এরা INEE'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। INEE সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন: **www.ineesite.org**

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি ও সংগঠন শিক্ষার বাস্তবায়ন, সহায়তা ও প্রচার চালিয়ে থাকেন তাদের জন্য INEE উন্মুক্ত। আগ্রহী ব্যক্তিগণ সদস্য হওয়ার জন্য INEE'র ওয়েবসাইটে দরখাস্ত (Sign up) করতে পারেন **www.ineesite.org/join**। সদস্য হতে কোন বাধা নেই অথবা সদস্য হওয়ার জন্য কোন ফি দিতে হয় না। আরও বিস্তারিত জানার জন্য আপনি ভিজিট করতে পারেন **www.ineesite.org** অথবা আপনি যোগাযোগ করতে পারেন INEE Coordinator for Minimum Standard এর সঙ্গে। যোগাযোগের ঠিকানা **minimumstandards@ineesite.org.**

প্রথম সংস্করণ : INEE (C) ২০০৪

পুনঃমুদ্রণ : INEE (C) ২০০৬

পুনঃমুদ্রণ : INEE (C) ২০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : INEE (C) ২০১০

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত। তবে শিক্ষামূলক কাজের জন্য যে কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে। এ ধরনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমতির প্রয়োজন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দ্রুত অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রতিলিপি, অন্য প্রকাশনায় পুনঃব্যবহার, অনুবাদ অথবা অভিযোজন করার জন্য স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট থেকে অবশ্যই পূর্বানুমতি নিতে হবে।

নকশা: Creatrix Design Group, Canada

প্রচ্ছদের ছবি: The International Rescue Committee, Save the Children, Oxfam Novib.

সূচিপত্র

শিক্ষার ন্যূনতম মানের পরিচিতি: প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা ২

অধ্যায় ১: ভিত্তিমানের পরিসর ২০

কমিউনিটির অংশগ্রহণ

মান এক : অংশগ্রহণ ২৪

মান দুই : সম্পদসমূহ ৩০

সমন্বয়

মান এক : সমন্বয় ৩৩

পর্যালোচনা

মান এক : নিরূপণ ৩৭

মান দুই : সাড়াদানের কৌশল ৪৩

মান তিন :পরিবীক্ষণ ৪৭

মান চার : মূল্যায়ন ৫০

অধ্যায় ২ : অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ ৫২

মান এক : সমান অভিগম্যতা ৫৫

মান দুই : সুরক্ষা এবং কল্যাণ ৬০

মান তিন : সুযোগ-সুবিধা এবং সেবাসমূহ ৬৬

অধ্যায় ৩ : শিক্ষণ ও শিখন মান ৭২

মান এক : শিক্ষাক্রম ৭৫

মান দুই : প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন এবং সহায়তা ৮১

মান তিন : শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া ৮৪

মান চার : শিখন ফলাফল নিরূপণ ৮৬

অধ্যায় ৪ : শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী ৮৮

মান এক : নিয়োগ ও নির্বাচন ৯১

মান দুই : কাজের শর্তাবলী ৯৪

মান তিন : সহায়তা ও তত্ত্বাবধান ৯৭

অধ্যায় ৫: শিক্ষানীতি ১০

মান এক : আইন ও নীতি প্রণয়ন ১০৩

মান দুই : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ১০৮

পরিশিষ্টসমূহ ১১১

পরিশিষ্ট ১ : শব্দকোষ ১১১

পরিশিষ্ট ২ : আদ্যক্ষর ১২০

পরিশিষ্ট ৩ : কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১২১

পরিশিষ্ট ৪ : মতামত প্রদানের ফরম ১২২

শিক্ষার ন্যূনতম মান এর পরিচিতি: প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কি?

শিক্ষা সকল মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার। সংঘাতে ও দুর্যোগে কোটি কোটি শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা কখনোবা পুরোপুরিই ভেঙ্গে পড়ে ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

'জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা' বলতে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সব বয়সীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধা চালু রাখা বোঝায়। এর মধ্যে শৈশব, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উপানুষ্ঠানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরি, উচ্চতর এবং বয়স্ক শিক্ষা সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষা শারীরিক, মনো-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সুরক্ষা প্রদান করে যা জীবন বাঁচাতে ও টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা, শিখনের নিরাপদ জায়গা প্রদানের মাধ্যমে মর্যাদা এবং টিকে থাকার নিশ্চয়তার পাশাপাশি শিশু কিশোরদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো চিহ্নিত করে সহায়তা দিতে পারে। সংকটময় পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা বিপদ এবং শোষণ থেকে শারীরিক সুরক্ষা প্রদান করে জীবন বাঁচায়। যখন একজন শিক্ষার্থী নিরাপদ শিখন পরিবেশে থাকে তখন তার যৌন নিপীড়ন বা অর্থনৈতিক শোষণ অথবা অন্যান্য ঝুঁকি যেমন- জোর করে বিয়ে অথবা বাল্য বিবাহ, সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল বা অন্য কোনো অপরাধমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। মোট কথা শিক্ষা মানুষকে যে কোনো সংকটময় পরিবেশ থেকে নিজেকে টিকিয়ে রাখার কৌশল অর্জনে সহায়তা করে। যেমন: ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বোমা বা মাটিতে পুঁতে রাখা মাইন থেকে আত্মরক্ষার কৌশল, যৌন হয়রানি থেকে নিজেকে রক্ষা, এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং কিভাবে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া যায় প্রভৃতি।

শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শৃংখলাবোধ, স্থিতিশীলতা, কাঠামোগত ব্যবস্থা এবং আগামী ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে তৈরি মনোসামাজিক সংকটকে কমিয়ে আনা যায়। শিক্ষা সমস্যা সমাধান এবং খাপ খাইয়ে চলার দক্ষতাকে শক্তিশালী করে শিক্ষার্থীদেরকে বিপজ্জনক পরিবেশে নিজেদের ও অন্যান্যদের যত্ন ও বেঁচে থাকার জন্য বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এটি মানুষকে রাজনৈতিক বার্তা এবং পরস্পর বিরোধী তথ্য উৎস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র শিক্ষা প্রদান ছাড়াও সুরক্ষা, পুষ্টি, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যসেবায় জরুরি সহায়তা প্রদানে প্রারম্ভিক ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার্থীবান্ধব নিরাপদ জায়গা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা, সুরক্ষা, আশ্রয়, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য এবং মনো-সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মানসম্মত শিক্ষা সরাসরি অবদান রাখে। এটা সামাজিক বন্ধন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত সমাধানের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহিংস দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী যদি শিক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুযোগ থাকে, আবার অনেক সময় এটা শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। তবে যদি সবার জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ না থাকে, আর সেটা অসমতা এবং সামাজিক অবিচার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় অথবা শিক্ষাক্রম বা শিক্ষণ ব্যবস্থা পক্ষপাতমূলক হয় তাহলে শিক্ষা আবার দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংঘাতকালীন সময়ে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হতে পারে অথবা ছাত্র-শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে আক্রান্ত হতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সমাজকে টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য জরুরি অবস্থার পরপরই সুপরিকল্পিত শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

সংকট অনেক সময় সমাজ পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরির সুযোগ করে দেয়। যৌথ উদ্যোগে সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরির মাধ্যমে এটা ঘটতে পারে। যারা প্রায় সময় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে যেমন: ছোট শিশু, বালিকা, কিশোর কিশোরী, প্রতিবন্ধী শিশু, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তি এসময় শিক্ষার্জনের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হতে পারে। সংকটের ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনপদ পেতে পারে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ। সংকট কমিউনিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সকল সদস্যকে নতুন দক্ষতা ও মূল্যবোধ যেমন- একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব, অংশগ্রহণ ও সহিষ্ণুতা, সংঘাত নিরসন, মানবাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ প্রশমন প্রভৃতি শেখার সুযোগ করে দেয়। জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত শিক্ষা যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এটি অবশ্যই মৌলিক সাক্ষরতা এবং গণনা দক্ষতা শিক্ষা দেবে, শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক এবং সুক্ষ্ম চিন্তা সহায়ক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করবে। আপদ সম্পর্কে শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা নিরাপত্তা ও দুর্যোগে টিকে থাকার শক্তি তৈরির জন্য বিদ্যালয়গুলোকে কমিউনিটির দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কেন্দ্র হিসাবে তৈরি করতে পারে এবং শিশু ও নবীনদের দুর্যোগ প্রশমনে নেতৃত্বদানের জন্য ক্ষমতায়িত করতে পারে।

শিক্ষা কিভাবে মানবিকতার সাড়াদানের সাথে সম্পৃক্ত?

সংকটের সময় কমিউনিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়। বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্র যা দাঁড়িয়ে থাকে ভবিষ্যত প্রজন্মের সুযোগের প্রতীক এবং সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে। শিক্ষাকে ঘিরে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের অনেক প্রত্যাশা থাকে। এটা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিকসহ সমাজিক জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করার সক্ষমতা বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি।

এতোদিন মানবিক সাহায্য বলতে খাদ্য, আশ্রয়, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যসেবাকে বোঝাতো। পূর্বে শিক্ষাকে জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয় সাড়াদানের অংশ হিসেবে না দেখে বরং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হিসাবে গণ্য করা হতো। যাইহোক, জীবনকে চালু

রাখা ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত এবং মানবিক সাহায্য হিসাবে একীভূত শিক্ষাকে গভীর বিবেচনায় রাখা হয়।

মানবিক সাড়াদান পরিকল্পনায় ও প্রস্তুতিতে শিক্ষা একটি অপরিহার্য অনুসর্গ যা কখনো কখনো শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ত্রাণ কার্যক্রমের চাহিদা থেকে বেশি হতে পারে। ফলপ্রসূ সাড়াদানের জন্য শিক্ষা এবং অন্যান্য জরুরি খাতের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন যা সকল শিক্ষার্থীদের অধিকার ও প্রয়োজনকে তুলে ধরে। স্ফিয়ার INEE Companionship Agreement and the work of the Inter–Agency Standing Committee (IASC)'s Education Cluster এ এটা প্রতিফলিত হয়। (১৬ পৃষ্ঠার অন্যান্য মানের সাথে সম্পর্ক দেখুন)।

পূর্ব প্রস্তুতি, প্রাথমিক সাড়াদান এবং প্রারম্ভিক পূনর্বাসনের সকল কার্যক্রমই মানবিক সাড়াদানমূলক চলমান প্রক্রিয়ার অংশ। তবে মারাত্মক অস্থির পরিস্থিতিতে এটা নাও হতে পারে। যাইহোক, এটা পর্যালোচনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার কাজ করতে পারে।

INEE'র ন্যূনতম মানসমূহ কি?

INEE ন্যূনতম মানের হ্যান্ডবুকে ১৯টি মানের উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেকটি মান আবার করণীয় ও নির্দেশিকা দিয়ে সাজানো। এই হ্যান্ডবুকের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টার গুণগত মান বৃদ্ধি করা, নিরাপদ ও প্রাসঙ্গিক শিখন সুযোগ সুবিধার অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা এবং এইসব সেবা প্রদানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

The Inter-Agency Network For Education in Emergencies (INEE) ২০০৪ এ এই হ্যান্ডবুক তৈরির জন্য পৃথিবীব্যাপী একটি পরামর্শ প্রক্রিয়ার আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন জাতীয় কর্তৃপক্ষ, অনুশীলনকারী, নীতি নির্ধারক, শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নানা পেশাজীবি ও অন্যান্য শিক্ষকদের যুক্ত করা হয় এবং ২০১০ সালে তা হালনাগাদের সময় একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় (নিচে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। প্রাকৃতিক আপদ থেকে সৃষ্ট দুর্যোগ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধীর ও দ্রুত সংঘটিত পরিস্থিতি, গ্রাম ও শহরের জরুরি পরিস্থিতির মতো সংকটকালীন সময়ে সাড়াদানের জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটি মানবিক সাড়াদানের গুণগত মান সমন্বয়ের নিশ্চয়তার উপর আলোকপাত করে: এই হ্যান্ডবুকটি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে তাদের চাহিদা ও শিক্ষার অধিকার পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করে। শিক্ষা মানবিক সাহায্য এবং উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে, অস্থির পরিস্থিতিতে মানবিক সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মানবিক ও উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ শিক্ষাকে সহায়তা করার জন্য একযোগে কাজ করে। শিক্ষাকে কার্যকরভাবে সহায়তা করার জন্য বিশেষ করে মানবিক সাহায্য থেকে উন্নয়মূলক সহায়তায় উত্তরণ না ঘটা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে সহযোগিতা ও

সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। মানসম্মত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন, ভবিষ্যত প্রস্তুতির মানোন্নয়ন, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়াদান করতে হবে এবং প্রস্তুত হতে হবে সে সম্পর্কে এই হ্যান্ডবুকটিতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। উন্নয়ন পর্যায়ে ও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করতে এই হ্যান্ডবুকটি ভূমিকা রাখবে।

কিভাবে INEE ন্যূনতম মানসমূহ তৈরি হয়েছিলো?

স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ প্রক্রিয়া ও অনলাইন আলোচনা, INEE তালিকাভূক্ত ও সম্মিলিত পর্যালোচনার মাধ্যমে ২০০৩-২০০৪ সালে INEE ন্যূনতম মান প্রণীত হয়। INEE নির্দেশনা নীতিমালায় সহযোগিতা, স্বচ্ছতা, ব্যয়-সংকোচন, আলোচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। INEE ন্যূনতম মানসমূহের প্রথম সংস্করণ তৈরিতে ৫০টিরও বেশি দেশের ২,২৫০ জনেরও বেশি মানুষ অবদান রেখেছেন। এই বইটি যারা ব্যবহার করেছে তাদের পর্যালোচনা মূল্যায়ন এবং পরামর্শের ভিত্তিতে ২০০৯-২০১০ সালে এই বই হালনাগাদ করার কাজ শুরু হয়।
হ্যান্ডবুকটিতে যে বিষয়গুলোর সংযোজন নিশ্চিত করা হয়েছে:

- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা চালু রাখার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে সব নতুন বিষয় ও চর্চার বিকাশ ঘটেছে তার প্রতিফলন;
- পূর্বে যারা নিজ নিজ প্রেক্ষাপটের সাথে মানগুলো মিলিয়ে ব্যবহার করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা ও ভালো অনুশীলনগুলোর সন্নিবেশ ঘটানো;
- ২০০৪ সালের সংস্করণের চেয়ে এই হ্যান্ডবুকটি আরও বেশি ব্যবহার উপযোগীকরণ।

INEE শিক্ষার সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত, মানবিক ও উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১০ সালে INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটি হালনাগাদ করা হয়। এই বইটি হালনাগাদ করার কাজে সারা বিশ্বের ১,০০০ এর বেশি মানুষ জড়িত ছিলেন। হ্যান্ডবুকটির উপর মতামতের বিশ্লেষণ, অনলাইন আলোচনা, বিশেষজ্ঞদলের আলোচনার মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে শক্তিশালীকরণ, প্রতিটি মানকে একীভূতকরণ, সম্মিলিত পর্যালোচনা এবং নেটওয়ার্ক তালিকাভূক্ত INEE সদস্যদের অনলাইন পর্যালোচনার মাধ্যমে হালনাগাদের কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি মানবাধিকার কাঠামো

মানবাধিকার, মানবিকতার সনদ এবং শরণার্থী আইন হলো আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত চুক্তি এবং মাননির্ধারকের মানদণ্ড, যা শান্তি ও দুর্যোগ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সৃষ্টি হওয়া সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেয় ও প্রতিবিধান করে। INEE ন্যূনতম মানের ধারণাটি মানবাধিকারের ধারণা থেকে এসেছে, বিশেষ করে শিক্ষা অধিকার থেকে যা মূল মানবাধিকার দলিলে স্থান পেয়েছে।

১৯৯০ সালের জমতিয়েন ঘোষণা (Jomtien Decleration), ২০০০ সালের বিশ্ব শিশু ফোরামের সবার জন্য শিক্ষা কর্ম পরিকল্পনা (World Education Forum Framework for Action Promoting Education for All) এবং ২০০০ সালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রায় এগুলো আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে না, তবুও এগুলো সুবিন্যস্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকারকে আরও স্পষ্ট করেছে। এই ঘোষণাগুলো অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও শরণার্থীসহ সংকটের শিকার সকল জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এসব ঘোষণা ও পরিকল্পনাসমূহ শৈশবকালীন শিক্ষা, নবীন এবং বয়স্কসহ সকলের শিখন কার্যক্রমে অংশ নেয়ার সমান সুযোগ এবং বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে।

INEE ন্যূনতম মানসমূহ স্ফিয়ার প্রজেক্টের মানবিকতার সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ বিতরণে *বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের* আচরণবিধি এবং আন্তর্জাতিক মানবিকতার আইন ও শরণার্থী আইনের নীতি ও ধারার উপর ভিত্তি করে INEE ন্যূনতম মানসমূহ গড়ে উঠেছে। মানবিকতার সনদ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আক্রান্ত সকল মানুষের সুরক্ষা এবং সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারসহ নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মৌলিক শর্ত নিশ্চিত করে। এই সনদ মনে করে যে রাষ্ট্র ও মানুষের সুরক্ষা ও সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার আইনী দায়িত্ব বর্তায়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হলে মানবিক সংগঠনগুলোকে এই ধরনের সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানের অনুরোধ তাদের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। দেখুন **www.sphereproject.org** (উল্লেখ্য স্ফিয়ারের বাংলা সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন ডিজাস্টার ফোরাম: **bdpf.sr@gmail.com**

INEE র ন্যূনতম মানসমূহ যেসব আইনী দলিলের উপর নির্ভরশীল

Universl Declaration of Human Rights (1948) (Articles 2, 26)

Fouth Geneva Convention (1949) (Articles 3, 24, 50) and Additional Protocol (1977) (Article 4.3 (a))

Convention Relating to the Status of Refugees (1951) (Articles 3, 22)

International Covenant on Civil and Political Right (1966) (Article 2)

International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (1966) (Article 2, 13, 14)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) (Article 10)

Convention on the Rights of the Child (1989) (Articles 2, 22, 28,29, 30, 38, 39)

Rome Statute of the International Criminal Court (1998) (Article 8 (2) (b) (ix) and 8 (2) (e) (iv))

Guiding Principles on International Displacement (non – binding) (1998) (Paragraph 23)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) (Article 24)

জরুরি পরিস্থিতিতে কি শিক্ষার অধিকার আছে?

হ্যাঁ আছে। মানবাধিকার সর্বজনীন এমনকি জরুরি পরিস্থিতিতেও তা কার্যকর। শিক্ষার অধিকার হলো মানবাধিকার এবং শিক্ষা পাওয়ার অধিকার। শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছাতে এবং অন্য অধিকারগুলো যেমন - জীবন এবং স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে চর্চা করতে দক্ষতা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি মাইন বিষয়ে সতর্ক বাণী পড়তে পারে তবে সে ভূমি মাইনের এলাকা এড়িয়ে চলতে পারে। মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কেও জানতে সহায়তা করে। এটি চিকিৎসকের নির্দেশাবলী পড়তে এবং ওষুধের বোতলে উল্লেখিত নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করতে মানুষকে সক্ষম করে তোলে।

সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে জাতীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের। জরুরি পরিস্থিতিতে অন্যান্য বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ (স্টেকহোল্ডার), বহুজাতিক সংগঠনসমূহ যেমন- জাতিসংঘ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসমূহ শিক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে যেখানে যথাযথ স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা অনিচ্ছুক সেখানে বহুজাতিক সংগঠনসমূহ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব নিতে পারে। INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদেরকে) মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য ভালো উদ্যোগ ও চর্চার একটি নীতি কাঠামো প্রদান করে।

'মানসম্মত শিক্ষা' বলতে সেই শিক্ষাকে বুঝায় যা সহজপ্রাপ্য, গ্রহণযোগ্য, সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে এবং স্থানীয়ভাবে খাপ খাওয়ানোর যোগ্য। শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে INEE ন্যূনতম মানসমূহ মানবাধিকার আইনের লিখিত ভাষ্য ও মর্ম উভয়ই গ্রহণ করেছে। এগুলো অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা, বৈষম্যহীনতা এবং আইনী সুরক্ষার নীতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে।

INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটির ব্যবহার ও

INEE ন্যূনতম মানের সূচিপত্র কি?

INEE ন্যূনতম মানসমূহ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো হলো-

ভিত্তিমানের পরিসর: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করতে ভিত্তিমানের পরিসর সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। সামগ্রিক ও মানসম্মত সাড়াদানের জন্য সকল অধ্যায়ে এই মানসমূহ প্রয়োগ করতে হবে। প্রকল্প চক্রের সকল ধাপ ভালোভাবে নির্ণয় করতে, প্রেক্ষাপট ভালোভাবে বুঝতে এবং অধ্যায়গুলোতে দেওয়া মানসমূহ আরো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে এই ভিত্তিমানের পরিসর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

সকলের জন্য সমান সুযোগ (অভিগম্যতা) ও শিখনের পরিবেশ: এই অধ্যায়ের মানসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ এবং প্রাসঙ্গিক শিখন সুযোগ সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত করে

দেয়া। বর্ণিত মানগুলো অন্যান্য খাত যেমন- স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পুষ্টি, আশ্রয় ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র তুলে ধরে যা শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মনো-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শিক্ষণ ও শিখন: এই মানসমূহ অতি গুরুত্বপূর্ণ যা শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহায়তা, শিক্ষা প্রদান ও শিখন প্রক্রিয়া এবং শিখন ফলাফল নিরূপণসহ কার্যকর শিক্ষণ ও শিখনকে উন্নত করার উপর গুরুত্ব দেয়।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী: এই অধ্যায়ের মানসমূহ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং মানব সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে। এর মধ্যে নিয়োগ, নির্বাচন, কাজের শর্তাবলী, তদারকি ও সহায়তা অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষানীতি: এই অধ্যায়ের মানসমূহ নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

এই হ্যান্ডবুকটির প্রতিটি শাখা একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম বর্ণনা করে। এর প্রতিটি মান একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। মানসম্মত শিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র প্রদান করতে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে নির্দেশিকা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মানসমূহ ও অন্যান্য অধ্যায়ের নির্দেশিকার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসমূহকে চিহ্নিত করে।

২০১০ সালে সংস্করণকৃত ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটিতে নতুন কি আছে?

২০০৪ সালের হ্যান্ডবুক এর সাথে যারা পরিচিত তারা বর্তমান সংস্করণকৃত হ্যান্ডবুক সূচিপত্রে বেশিরভাগ বিষয়ের সাথে পরিচিত থাকবে। যে বিষয়গুলোর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো:

- **প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা এবং মূল ইস্যুকে শক্তিশালীকরণ:** সুরক্ষা, মনো-সমাজিক সহায়তা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রশমন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, শৈশবকালীন উন্নয়ন, জেন্ডার, এইচআইভি এবং এইড্স, মানবাধিকার, একীভূত শিক্ষা, আন্তঃখাত সংযোগ (স্বাস্থ্য; পানি; পয়ঃনিষ্কাশন; স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন; আশ্রয়; খাদ্য ও পুষ্টি) এবং নবীন। এই মূল ইস্যুগুলোর বাস্তবায়নে সাহায্য পেতে দেখুন **www.ineesite.org/toolkit.**
- মানগুলো অর্জনের জন্য মূল নির্দেশিকার চেয়ে মূল করণীয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি (পরবর্তী পৃষ্ঠার বক্স দেখুন);
- ২০০৪ সালের সংস্করণে প্রথম অধ্যায়ের নাম ছিল "সকলের জন্য একই ন্যূনতম মান" যা ২০১০ সালের সংস্করণে পরিবর্তন করে "ভিত্তিমানের পরিসর" করা হয়েছে, এখানে সকল শিক্ষা কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে এই মানসমূহ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, এছাড়া সকল শিক্ষা কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে "শিক্ষানীতি" অধ্যায় থেকে "সমন্বয়" মানকে পৃথক করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

মানবিকতার সাড়াদানে এবং হালনাগাদকৃত INEE ন্যূনতম মানসমূহের মূল বিষয় হচ্ছে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী। সম্পদ ও ক্ষমতার অসম নিয়ন্ত্রণের কারণে দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানুষের ওপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। বিপদাপন্নতা হলো এমন একটা বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা যা দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আক্রান্ত মানুষকে অধিক সংবেদনশীল করে তোলে। সামাজিক, প্রজন্মগত, শারীরিক, প্রতিবেশগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেগুলোর মধ্যে মানুষ বসবাস করে সেগুলো বিপদাপন্নতা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। বিপদাপন্ন দলের মধ্যে আছে নারী, প্রতিবন্ধী মানুষ, শিশু, বালিকা, যে সমস্ত শিশু সশস্ত্র বাহিনী অথবা দলের সাথে যুক্ত এবং এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সমাজ অথবা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, গুণাবলী এবং সহজপ্রাপ্য সম্পদের সমন্বয়ই হচ্ছে সক্ষমতা।

বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা কিভাবে প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে সেটা বুঝতে হলে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদেরকে) প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের সময় প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিস্বত্তা, শ্রেণি অথবা বর্ণ, স্থানচ্যুতি অথবা ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে মানুষ আরও বেশি বিপদাপন্ন হতে পারে। এই বিষয়গুলো মানসম্মত শিক্ষাসেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মানবিক সাড়াদানকে ফলপ্রসূ করার জন্য সক্ষমতা, বিপদাপন্নতা এবং

মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। ভিত্তিমানের পরিসর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নির্দেশিকাগুলোকে বিবেচনায় রাখে, হ্যান্ডবুকের সর্বত্র নির্দেশিকাকে মূলধারার মধ্যে রাখা হয়েছে।

সংকটকালীন সময়ে মানুষের বিপদাপন্নতা কমাতে তাদের মধ্যে আগের অবস্থায় ফিরে আসার গুণাবলী ও সক্ষমতা তৈরি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সাড়াদানকে বুঝতে ও সহায়তা করতে এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সক্ষমতা তৈরিতে জোর দিতে হবে। ভিত্তিমানের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনাকে শক্তিশালী এবং মূল বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে ২০১০ সালের হ্যান্ডবুকটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করতে এবং সক্ষমতা, বিপদাপন্নতা ও প্রেক্ষিত পর্যালোচনাকে আরও সুস্পষ্ট করতে একটি কাঠামো প্রদান করে।

মান, করণীয় এবং নির্দেশিকার মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রতিটি মান একই কাঠামো অনুসরণ করে, প্রথমত *ন্যূনতম মানসমূহ* নির্ধারিত হয় সেসব নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে যেগুলো দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আক্রান্ত মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা ও নিরাপদ থাকা এবং মানসম্মত ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই এগুলো স্বাভাবিকভাবে গুণবাচক, সর্বজনীন ও সকল প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য।

কতিপয় *করণীয়* ধারাবাহিকতার মাধ্যমে মানসমূহকে অনুসরণ করে। এটা মান অর্জনের একটি উপায়। সব প্রেক্ষাপটে সকল করণীয় প্রযোজ্য নয়; সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে যারা এ কাজের সাথে যুক্ত আছেন তাঁরা প্রয়োজনে মান অর্জনের জন্য বিকল্প করণীয় উদ্ভাবন করতে পারবে।

সবশেষে, *নির্দেশিকা* ন্যূনতম মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সময় ভালো উদ্যোগসমূহের উদাহরণ এবং যেখানে প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দরকার আছে সে বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখে। কোন কাজটা আগে করতে হবে, সমস্যা নিরসনের জন্য কি করা দরকার সেসব বিষয়েও নির্দেশিকা আলোকপাত করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংজ্ঞা প্রদান করে।

INEE ন্যূনতম মান কাদের ব্যবহার করা উচিত?

সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যারা জরুরি পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রশমনসহ শিক্ষা প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টার সাথে জড়িত তারা অবশ্যই এই ন্যূনতম মান, করণীয় ও নির্দেশিকা ব্যবহার ও উন্নীত করবে। নিরাপদ এবং মানসম্মত শিক্ষার অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) একত্রিত করতে তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও ভালো অনুশীলন কাঠামো প্রদান করে।

- স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ;
- জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ;

- দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক দাতা সংস্থাসমূহ;
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ; শিক্ষক অভিভাবক সংঘসহ অন্যান্য কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা;
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষক ইউনিয়ন;
- শিক্ষা সমন্বয় কমিটি ও শিক্ষা ক্লাষ্টার;
- শিক্ষা উপদেষ্টা;
- গবেষক এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি;
- মানবাধিকার ও মানবিকতার পক্ষে যারা কথা বলে।

কিভাবে INEE ন্যূনতম মানসমূহ স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায়?

মানবাধিকারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সর্বজনীন মানসমূহ এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োগে সমস্যা রয়েছে। এই মানসমূহ সর্বজনীন ধারণা অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষাকে সমানভাবে সকলের নাগালের মধ্যে রাখার বিষয় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তবে করণীয়গুলি প্রতিটি পদক্ষেপের নির্দিষ্ট মান অর্জনের কথা বলে। যদিও প্রতিটি প্রেক্ষাপট আলাদা, তবুও স্থানীয় অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এই হ্যান্ডবুকের 'করণীয়গুলো' ব্যবহার করতে হবে। যেমন সুনির্দিষ্ট অনুপাতের ক্ষেত্রে 'করণীয়' নির্দেশ করে যে, সঠিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নিশ্চিত করতে বেশি শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে (শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ১, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ৯৩ দেখুন)। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে ৬০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক গ্রহণযোগ্য হতে পারে, দীর্ঘকালীন সংকটে অথবা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে ৩০ বা ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক হতে পারে। স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা, যেমন সম্পদের পরিমাণ এবং দুর্যোগকালীন অবস্থা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

আদর্শগতভাবে জরুরি পরিস্থিতিতে আপদকালীন শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির অংশ হিসাবে প্রাসঙ্গিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। INEE ন্যূনতম মান ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে কোনো অংশগ্রহণমূলক ও সহযোগিতামূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বেশি কার্যকর। এই মানগুলো পূরণের জন্য যেখানে শিক্ষা সমন্বয় কমিটি এবং শিক্ষা ক্লাষ্টার একটি আদর্শ ফোরাম সেখানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক, সুসংগঠিত, বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা যায় (for guidance on contextualisation of the INEE Minimum Standards, go to INEE Toolkit; **www.ineesite.org/ toolkit**)।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বিষয়গুলো মনে করিয়ে দেয় যে, ন্যূনতম মান ও মূল কার্যক্রমসমূহ স্বল্প সময়ে অর্জন সম্ভব নয়। যখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন হ্যান্ডবুক ও বাস্তব

জীবনের ন্যূনতম মান ও মূল কার্যক্রমের ব্যবধানের প্রতি দৃষ্টি দেয়াটা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমস্যাগুলো পরীক্ষা করতে হবে এবং মান অনুযায়ী পরিবর্তন কৌশল চিহ্নিত করতে হবে। এরপর কর্মসূচি এবং নীতির উন্নয়ন করা যায় ও ব্যবধান কমানোর জন্য এডভোকেসী করা যায়।

INEE ন্যূনতম মান বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিকরণের সহায়ক টুলস

INEE ন্যূনতম মানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও প্রয়োগে সহায়তা করার উপকরণ INEE ওয়েব সাইটে রয়েছে। INEE website**: www.ineesite.org/standards.**

INEE ন্যূনতম মানের অনুবাদঃ
www.ineesite.org/translations

২০০৪ সালের INEE ন্যূনতম মানের সংস্করণটি ২৩টি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান সংস্করণটি আরবী, ফরাসী, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ এবং অন্যান্য ভাষায় আনুবাদ করা হয়েছে।

INEE Toolkit
www.ineesite.org/ toolkit

INEE Toolkit এ রয়েছে INEE ন্যূনতম মানের হ্যাণ্ডবুক, প্রশিক্ষণ এবং প্রচারণামূলক উন্নয়ন উপাদান (সকল অনুবাদ এর অন্তর্ভুক্ত), সেই সাথে আছে নির্দেশিকাগুলিকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ও সংগতিপূর্ণ করে মানসম্মত করার বাস্তবসম্মত টুলস। এই টুলগুলো হ্যান্ডবুকের প্রতিটি অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের ‘করণীয়’র সাথে যুক্ত। Toolkit এ আছে বিভিন্ন ধরনের INEE টুলস যা INEE ন্যূনতম মানসমূহের পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। যেমন- নিরাপদ স্কুল নির্মাণ নির্দেশিকা, শিক্ষকদের ভাতা নির্ধারণ নির্দেশিকা, শিক্ষণ ও শিখন নির্দেশিকা, একীভূত শিক্ষা পকেট গাইড এবং জেন্ডার পকেট গাইড।

INEE Minimum Standard Reference Tool:
www.ineesite.org/MSreferencetool.

এই টুলটি সকল মানের তালিকা, করণীয় নির্দেশিকাসমূহ সহজে পাঠ করার মতো করে তৈরি একটি রেফারেন্স গাইড যা এক পলকে দেখার ভাঁজ পত্র বলা যায়।

INEE ন্যূনতম মান প্রাতিষ্ঠানিকরণ চেকলিষ্টঃ
www.ineesite.org/institutionalisation.

বিভিন্ন সংগঠনের (জাতিসংঘ, এনজিও, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সরকার, দাতা, শিক্ষা সমন্বয় কমিটি এবং শিক্ষা ক্লাস্টার) সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এটা তৈরি করা হয়েছে, এই চেকলিস্ট বিভিন্ন কার্যক্রমকে সন্নিবেশিত করে যাতে অভ্যন্তরীণ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কাজের ন্যূনতম মানকে সুসংহত করতে পারে।

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা অধিকার এবং চাহিদা পূরণে মানবিক জবাবদিহিতাকে উন্নত করার মাধ্যম হিসেবে INEE ন্যূনতম মান তৈরি করা হয়েছে। সংকটে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনাই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। কোনো হ্যান্ডবুকই এককভাবে এটা অর্জন করতে পারে না- কিন্তু যারা দুর্যোগে সাড়া দিচ্ছেন তাঁরা পারবেন। INEE -২০১০ সংস্করণের উপর মতামত অবস্থান করছে, যা ভবিষ্যতে নতুন সংস্করণের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এই জন্য হ্যান্ডবুকের পেছনে সংযুক্ত মতামত ফরম ব্যবহার করুন অথবা **www.ineesite.org/feedback** দেখুন।

INEE ন্যূনতম মানসমূহ কিভাবে ব্যবহার করা উচিত?

অন্যান্য অধ্যায়ে মানগুলো প্রয়োগ করার সময় সবসময়ই ভিত্তিমান ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন অধ্যায়গুলো হলো: অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ, শিক্ষণ ও শিখন, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষানীতি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পড়তে হবে যা ঐ অধ্যায়ের প্রতিটি প্রাসঙ্গিক বিষয় অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ভালো অনুশীলনের টেকনিক্যাল টুলস মান বাস্তবায়নে সাহায্য করে। INEE Toolkit জানতে দেখুন: **www.ineesite.org/toolkit**.

মানবিক সাড়াদানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটি তৈরি করা হয়েছে (নিচে উদাহরণ - ১ দেখুন)। এই বইটার ব্যবহার আরও ফলপ্রসূ হবে যদি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা এই বইটির সাথে আগেই পরিচিত থাকে অথবা জরুরি সাড়াদানে ব্যবহারের আগেই যদি এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে (নিচে উদাহরণ - ২ দেখুন)। সক্ষমতা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকা হিসাবে INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবিকতা এবং সম্পদের যোগান সম্পর্কে আলোচনার সময় এটা এডভোকেসি টুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে (নিচে উদাহরণ -৩ দেখুন)। দুর্যোগ প্রস্তুতি, আপদকালীন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই হ্যান্ডবুকটি উপকারী।

INEE ন্যূনতম মানসমূহ অর্জন সম্ভব

২০০৪ সাল থেকে INEE ন্যূনতম মান হ্যান্ডবুকটির যাত্রা শুরু হয়েছে; জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার জন্য এই হ্যান্ডবুকটি ৮০টিরও বেশি দেশে ফলপ্রসূ একটি টুলস হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। ন্যূনতম মানসমূহ একটি সাধারণ কাঠামো প্রদান করে এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের যেমন - সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যদের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা প্রদান করে। INEE ন্যূনতম মানসমূহের ব্যবহারকারীরা এই হ্যান্ডবুকটি নিচের কাজগুলো করতে সাহায্য করে বলে জানিয়েছেন :

- জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে;
- শিক্ষা নিরূপণ ও সাড়াদানে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় করে;

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে;
- উন্নত সেবা প্রদানে অবদান রাখে;
- জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা এবং উন্নয়নে শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করে;
- উচ্চ মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সক্ষমতা তৈরি করে;
- শিক্ষা খাতে দাতাদের বিনিয়োগকে দিক নির্দেশনা দেয়।

INEE ন্যূনতম মানসমূহ শিক্ষাসেবাদানকারীদের জন্য মূল জবাবদিহিতামূলক টুলস হিসেবে কাজ করে। দাতাসংস্থাসমূহ শিক্ষা প্রকল্পের ভালো এবং গ্রহণযোগ্য কাঠামো হিসাবে এগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে এবং সহযোগিতা করছে। ন্যূনতম মানসমূহ কিভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১. ইরাকে বিদ্যালয় পুনর্বাসন: ইরাকে যুদ্ধকালীন সময়ে মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফালুজা শহরের পাঁচটি সরকারি বিদ্যালয়ের পুনর্বাসনের জন্য INEE ন্যূনতম মানসমূহ ব্যবহার করা হয়েছিল। ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষকদের মধ্যে যুদ্ধকালীন সময়ে যাঁরা এলাকাতেই ছিলেন এবং যাঁরা পরবর্তীতে ফিরে এসেছিলেন উভয়ই ২০০৭ সালে স্কুল পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা সবাই ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে কোন বিষয়গুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা নির্ধারণ করেছিলেন। কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান এবং অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মানের উপর ভিত্তি করে নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং শ্রেণিকক্ষ তৈরিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল এবং একটি কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এই কার্যক্রমের মহিলা কর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মা এবং কিশোরী মেয়েদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কেন কম তা নির্ণয় করেছিলেন। মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে মেয়ে শিক্ষার্থীদের একসাথে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া অথবা একজন পাহারাদারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বিদ্যালয়ে কর্মরত একজন পুরুষ শিক্ষক একা কাজ করতে অস্বস্তিবোধ করলে কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি বিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়াতে কাজ করে। এটি পরিবারগুলোকে আশ্বস্ত করে যে শিশুদের জন্য দায়িত্বপূর্ণকাজে শিক্ষকদের বিশ্বাস করা যায় এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানোর ব্যাপারে তাঁরা ভূমিকা রাখতে পারে।

২. ভারত মহাসাগরীয় সুনামির পর বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়: ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়াতে সুনামী এবং ভূমিকম্পে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আচেহ প্রদেশে ৪৪,০০০ ছাত্র ২,৫০০ শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী এই দুর্যোগে নিহত হয়েছিল এবং বেঁচে যাওয়া ১,৫০,০০০ শিক্ষার্থী যথাযথ শিক্ষা সুবিধা হারিয়েছিল। সাড়াদান পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন টুল হিসেবে INEE ন্যূনতম মান ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল, জরুরি পরিস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় এবং উন্নত অনুশীলন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা

করেছিল। সমন্বয়ের উপর ন্যূনতম মান ব্যবহার করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহ একটি 'শিক্ষা সমন্বয় কমিটি' গঠন করেছিল, যা বান্দা আচেহ তে নিয়মিত বৈঠক করতো। ইন্টার এজেন্সি মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড ওর্য়াকিং গ্রুপ INEE ন্যূনতম মান ব্যবহার, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ভালো কাজের অনুশীলনের জন্য সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এই হ্যান্ডবুক দ্রুত ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং তাদের আচেহ প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এখান থেকে কর্মীরা চরম দুর্যোগে কিভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কৌশল চালু রাখা যায় সে শিক্ষা অর্জন করেছিল। এ ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কিভাবে সমন্বয় উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে নতুন কর্মীদের ওরিয়েন্টেশনের সময় INEE ন্যূনতম মানের ওপর একটি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে তাদের কাজের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল।

৩. দাতাদের নীতিমালাকে সুসংহত করা: পাঁচটি দাতা সংস্থার মধ্যে নরওয়ে অন্যতম যারা শিক্ষাকে তাদের অন্যতম মানবিক নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা INEE এবং ন্যূনতম মানসমূহের সহায়ক ছিল। ২০০৭ সালে নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট (NORAD) জরুরি শিক্ষা দল গঠন করেছিল যা নরওইজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট (NORAD), মিনিষ্ট্রি অফ ফরেন এফেয়ার্স (MFA) এবং তাদের সহযোগী সংগঠন দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে তারা INEE ন্যূনতম মানসমূহ নিয়মমাফিক ব্যবহার, বাস্তব প্রয়োগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। জরুরি শিক্ষা দল NORAD ও MFA কে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি অনুদান প্রদানে পরামর্শ দেয় এবং INEE বুলেটিনের প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ তার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে বলে। এই মর্মে সুপারিশ করা হয় যে, যে সকল সংস্থাসমূহ NORAD এর কাছে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছে তারা অবশ্যই INEE ন্যূনতম মানসমূহ ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিবে। ২০০৮ সালে ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ দক্ষিণ সুদানে যে বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে INEE ন্যূনতম মানসমূহ টার্মস অফ রেফারেন্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে NORAD এর সহযোগী দাতা সংগঠন এবং দক্ষিণ সুদানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা INEE ন্যূনতম মানসমূহের ব্যবহার ও প্রাতিষ্ঠানিকরণকে ত্বরান্বিত করেছিল, যার দায়িত্ব ছিল শিক্ষাখাতের পুনঃনির্মাণ। NORAD ন্যূনতম মানের প্রাতিষ্ঠানিকরণের ক্ষেত্রে INEE নরওয়ে ভিত্তিক বিভিন্ন সদস্য সংগঠনের সহায়তা পেয়েছিল। জরুরি শিক্ষা দল নরওয়ের অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে মানসমূহ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। নরওয়ে সরকার INEE জন্য সহায়তা দিচ্ছে এবং শিক্ষা, শিক্ষক, জেন্ডার এবং জরুরি পরিস্থিতির ওপর বৈশ্বিক আলোচনা ও বিতর্কে INEE ন্যূনতম মানসমূহ ব্যবহার করছে।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে INEE ন্যূনতম মানের প্রয়োগ এবং প্রভাবের উদাহরণ জানতে হলে দেখুন: **www.ineesite.org/MScasestudies**

অন্যান্য নূন্যতম মানের সাথে সম্পর্ক

মানবিক কর্মকাণ্ডে INEE ন্যূনতম মান এবং স্ফিয়ার এর ন্যূনতম মানের মধ্যে সম্পর্ক কি?

কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জোট, রেডক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন এর মতো সংগঠন যারা মানবিকতা নিয়ে কাজ করে, তাদের হাত ধরে ১৯৯৭ সালে স্ফিয়ার প্রজেক্টের মানবিকতার সনদ এবং দুর্যোগ সাড়াদানে ন্যূনতম মানসমূহের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ মানবিক সাহায্য আশা করতে পারে এবং সে অধিকার তাদের আছে এ ভাবনাকে তারা তাদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুক মানবিকতার সনদ এবং পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ); খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি; আশ্রয়, আবাসন ও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মান নিয়ে আলোচনা করেছে।

INEE ন্যূনতম মান স্ফিয়ার প্রজেক্টের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। সকলেই বিশ্বাস করে যে, চরম দুর্দশা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আক্রান্ত মানুষের দুঃখ কষ্ট কমানোর জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং আক্রান্ত মানুষের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। ২০০৮ সালের অক্টোবরে স্ফিয়ার প্রজেক্ট এবং INEE একটি পারস্পারিক সম্পৃক্ততার চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেখানে স্ফিয়ার প্রজেক্ট INEE ন্যূনতম মানসমূহের গুণগত মান এবং যে পরামর্শমূলক পদ্ধতিকে (যেটা অনুসরণ করে এটা তৈরি হয়েছে) স্বীকৃতি দেয়। স্ফিয়ার প্রজেক্ট মানবিকতার সনদ এবং দুর্যোগে সাড়াদানের সময় যে ন্যূনতম মান মেনে চলার কথা বলেছে সেখানে INEE ন্যূনতম মানসমূহ অনুপূরক ও পরিপূরক মান হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে মত দেয়। পারস্পারিক সম্পৃক্ততার চুক্তিতে স্ফিয়ারের অন্তর্ভুক্ত খাত সমূহের সাথে দুর্যোগের সময় শিক্ষা খাতে যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের মানসম্মত সাহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগে প্রস্তুতি এবং মানবিক সাড়াদানে যে সমস্ত ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

INEE হ্যান্ডবুকের এই সংস্করণে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের প্রাসঙ্গিক পরিচালনা সহায়িকাগুলো রেফার করা হয়েছে। একইভাবে স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের ২০১১ এর সংস্করণেও INEE শিক্ষা নির্দেশনাগুলো যুক্ত করা হয়েছে। স্ফিয়ার হ্যান্ডবুকের পাশাপাশি একই সাথে INEE ন্যূনতম মানগুলো ব্যবহার করা হলে বিভিন্ন খাতের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে খাতগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ হবে এবং তারপর যৌথ পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি সার্বিক সাড়াদান সম্ভব হবে।

দুর্যোগ সাড়াদানকালে ন্যূনতম মানসমূহ এবং স্ফিয়ার মানবিকতার সনদ সম্পর্কে আরও জানতে হলে দেখুন: **www.sphereproject.org** (উল্লেখ্য স্ফিয়ারের বাংলা সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন ডিজাস্টার ফোরাম: bdpf.sr@gmail.com.

INEE ন্যূনতম মান এবং IASC এডুকেশন ক্লাষ্টারের মধ্যে সম্পর্ক

ইউনিসেফ এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন যৌথভাবে পৃথিবীব্যাপী এডুকেশন ক্লাষ্টারের নেতৃত্ব দিচ্ছে, জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কি ঘটতে পারে তা জেনে প্রস্তুতি ও সাড়াদানের জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে এডুকেশন ক্লাষ্টার প্রধান সমন্বয় কৌশল হিসাবে যৌথভাবে কাজ করে। INEE ন্যূনতম মানসমূহ হলো একটি ভিত্তি টুল যা ব্যবহার করে মানসম্মত শিক্ষা সাড়াদান নিশ্চিত করার জন্য এডুকেশন ক্লাষ্টার একটি কাঠামো প্রদান করে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের এডুকেশন ক্লাষ্টার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে মানগুলো ব্যবহার করে। এগুলো হলো -

- ক্লাষ্টারের সমন্বয়ের মান উন্নয়ন, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা এবং একই লক্ষ্যের নিরিখে উদ্দেশ্য নির্ধারণ।
- যৌথ চাহিদা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুতি, ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।
- কর্মী এবং অংশীদার সংগঠনসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সক্ষমতা তৈরিতে সহযোগিতা।
- তহবিল গঠনের কাঠামো তৈরি।
- বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা এবং ক্লাষ্টার সদস্য, দাতা এবং অন্যান্য বিভাগের মধ্যে এডভোকেসি।

আরও জানতে দেখুন: **http://oneresponse.info/GlobalClusters/Education**

INEE ন্যূনতম মান সম্পর্কে সচরাচর যেসব প্রশ্ন করা হয়।

কিভাবে আমরা নিশ্চিত হবো যে INEE ন্যূনতম মানসমূহ সরকারের বিদ্যমান শিক্ষা মানসমূহকে শক্তিশালী করে?

অনেক দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষা বিভাগের মানকে উন্নত করেছেন। শিক্ষা আইন ও নীতি সংজ্ঞায়িত করতে এবং দেশে বসবাসরত সকল শিশুর (যেমন শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু শিশু) মৌলিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে INEE জাতীয় কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয় ও সহায়তা প্রদান করে। যেখানে জাতীয় মানের এবং সাধারণত INEE মানের মধ্যে পরিধি, উদ্দেশ্য এবং বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সেখানে এর ন্যূনতম মানগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় জাতীয় শিক্ষা মানের সাথে INEE ন্যূনতম মানসমূহের কোনো বিরোধ নেই। INEE টুলগুলি জাতীয় মান অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পুরক, পরিপূরক ও সহযোগী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে যেখানে জাতীয় নীতি ও কৌশলগুলো সুনির্দিষ্ট নয় সেখানে INEE ন্যূনতম মানগুলো জাতীয় মান বাস্তবায়নে কৌশল এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

INEE ন্যূনতম মানগুলো উচ্চমান হিসাবে তৈরি - তবে কেন এই মানগুলোকে ন্যূনতম মান বলা হবে?

যেহেতু INEE ন্যূনতম মানগুলো শিক্ষা অধিকার ও নানা আইনগত এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই হ্যান্ডবুকের নির্দেশনাগুলি এইসব অধিকারগুলোকে অস্বীকার করতে পারেনা। এই মানগুলোকে উচ্চতর বলে মনে হতে পারে কারণ এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবিক অধিকার ও ভালো কাজের অনুশীলন। এগুলিতে মানসম্মত শিক্ষা ও মানবিক মর্যাদার ন্যূনতম চাহিদার কথা বলা হয়েছে। যেখানে আর্থিক এবং শিক্ষা সম্পদ সীমিত সেখানে INEE ন্যূনতম মানগুলো ব্যবহার করার কি কেনো উপায় আছে?

সীমাবদ্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে INEE ন্যূনতম মান তিনভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত: বর্ণিত অনেক ভালো কাজের অনুশীলন করার জন্য বিশেষ কোনো বড় খরচের দরকার পড়ে না। যেমন -যে মানটিতে সামাজিক বা কমিউনিটি অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে সেটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা কোনো খরচের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এগুলো প্রয়োগ করে মানবিকতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নত করা যায়। শেষ পর্যন্ত এটা সময় ও সম্পদের সাশ্রয়ের মাধ্যমে কার্যকরী ও টেকসই একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। দ্বিতীয়ত: ন্যূনতম মান জরুরি পরিস্থিতিতে আটকে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু করার জন্য কার্যকরী তহবিল সংগ্রহের স্বপক্ষে এডভোকেসীর কাজ করে। তৃতীয়ত: INEE ন্যূনতম মান ব্যবহার করে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাড়াদানের শুরুতেই যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিম্নমানের পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাকে সংশোধনের বাড়তি খরচ এড়াতে পারে।

১ ভিত্তিমানের পরিসর

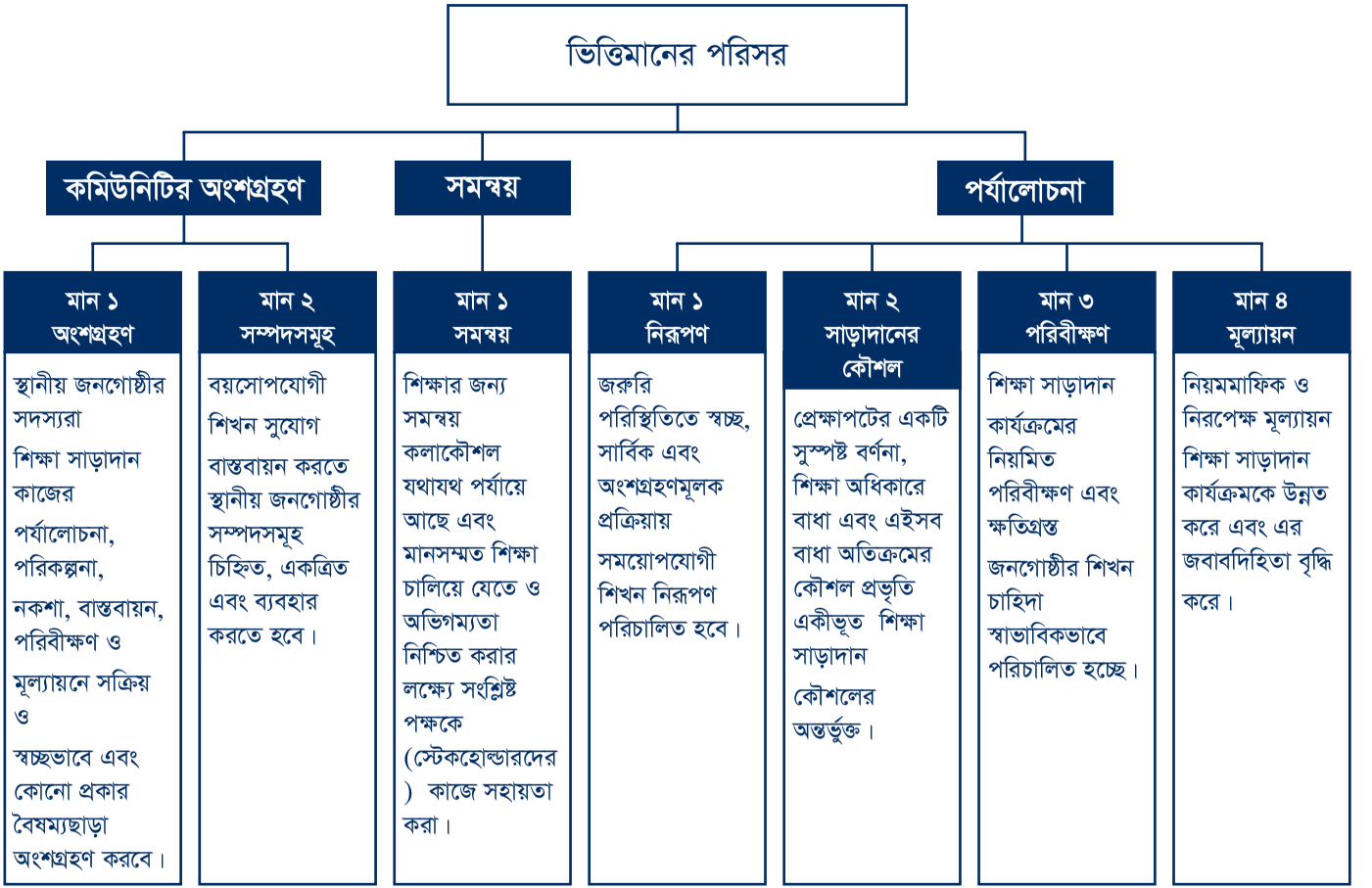
ভিত্তিমানের পরিসর
কমিউনিটির অংশগ্রহণ
সমন্বয়
পর্যালোচনা
মান ১
অংশগ্রহণ
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যরা
শিক্ষা সাড়াদান কাজের
পর্যালোচনা, পরিকল্পনা,
নকশা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও
মূল্যায়নে সক্রিয় ও
স্বচ্ছভাবে এবং কোনো প্রকার বৈষম্যছাড়া অংশগ্রহণ করবে।
মান ২
সম্পদসমূহ
বয়সোপযোগী
শিখন সুযোগ
বাস্তবায়ন করতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পদসমূহ চিহ্নিত, একত্রিত এবং ব্যবহার করতে হবে।
মান ১
সমন্বয়
শিক্ষার জন্য সমন্বয় কলাকৌশল যথাযথ পর্যায়ে আছে এবং মানসম্মত শিক্ষা চালিয়ে যেতে ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) কাজে সহায়তা করা।
মান ১
নিরূপণ
জরুরি পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ, সার্বিক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায়
সময়োপযোগী শিখন নিরূপণ পরিচালিত হবে।
মান ২
সাড়াদানের কৌশল
প্রেক্ষাপটের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা, শিক্ষা অধিকারে বাধা এবং এইসব বাধা অতিক্রমের কৌশল প্রভৃতি একীভূত শিক্ষা সাড়াদান
কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।
মান ৩
পরিবীক্ষণ
শিক্ষা সাড়াদান
কার্যক্রমের নিয়মিত
পরিবীক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত
জনগোষ্ঠীর শিখন চাহিদা
স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
মান ৪
মূল্যায়ন
নিয়মমাফিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন
শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমকে উন্নত করে এবং এর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
করে।

এই অধ্যায়ের বিস্তারিত মানগুলো হলো:

- কমিউনিটির অংশগ্রহণ: অংশগ্রহণ এবং সম্পদসমূহ
- সমন্বয়
- পর্যালোচনা: নিরূপণ, সাড়াদানের কৌশল, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন।

এখানে যে মানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তা ফলপ্রসূ শিক্ষা সাড়াদানের জন্য বেশ জটিল। ভিত্তিমানের এই মানগুলো অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ, শিক্ষণ ও শিখন, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষানীতি মানের ভিত্তি।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকরী শিক্ষা সাড়াদান গড়ে উঠেছে। এই সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে জনগণকে ক্ষমতা প্রদান করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ও মালিকানা জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারকে জোরদার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা সেবা রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া স্থানীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে এবং এগুলো নিয়ে কাজ করে। এভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিরূপণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম যে যথাযথ ও ফলপ্রসূ হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

কমিউনিটি সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং চলমান শিক্ষা কার্যক্রমকে উন্নত করতে হবে। কমিউনিটির জরুরি পরিস্থিতি উত্তরণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে শিশু ও নবীনদের অংশগ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

অংশগ্রহণের বিভিন্ন ধরন এবং কাঠামো রয়েছে। অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কাজ করাকে প্রতিকী অংশগ্রহণ বলে। পুর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সময়ের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম মানসম্মত এবং টেকসই করতে প্রতিকী অংশগ্রহণ এককভাবে ফলপ্রসূ হয় না। জরুরি পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক অংশগ্রহণ খুব কঠিন হয়ে যায় কিন্তু তারপরও এটার ভিতর দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, যাদের দায়িত্ব হলো সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, তারা শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করবে। আন্তর্জাতিক মানবিকতার স্টেকহোল্ডাররা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজের সংগঠন ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিবে এবং তাদের বৈধ ভূমিকা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। যেখানে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা অথবা বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি থাকে তখন আন্তঃসংস্থার সমন্বয় কমিটি যেমন শিক্ষা ক্লাষ্টার বা অন্যান্য খাতের সমন্বয়কারী দলকে চুক্তির মাধ্যমে নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। শিক্ষা সাড়াদানে সমন্বয় সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, ফলাফল ভিত্তিক এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিমূলক হতে হবে।

সাড়াদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করতে হলে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং জরুরি অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তনকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা ও উপলব্ধি করতে হবে এবং শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমকে 'ক্ষতি করে না' ('do no harm') এটা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য মানবিকতার খাতের পাশাপাশি শিক্ষা খাতেরও পর্যালোচনা হওয়া উচিত। সাড়াদান প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো জরুরি অবস্থার ধরন বা প্রকৃতি, জনসংখ্যার ওপর এর কারণ ও প্রভাব এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষের আইনগত এবং মানবিক কর্তব্য পূরণ করার সামর্থ্য নির্ণয় করা। পর্যালোচনার সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় এবং স্থানীয় বিশ্বাস, সামাজিক অনুশীলন এবং জেন্ডার সম্পর্ক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক উপাদান, টিকে থাকার কলাকৌশল এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বিবেচনা করতে হবে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাসেবায় স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা ও ঘাটতিসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের বিপদাপন্নতা, চাহিদা, অধিকার ও সক্ষমতা চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় আপদ সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান এবং প্রতিরোধ ও সাড়াদানের জন্য যেসব দক্ষতা আছে অথবা আরও যেসব বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা স্বচ্ছ ও জনগণের কাছে সহজপ্রাপ্য হতে হবে এবং জরুরি অবস্থা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসার সকল স্তরে বিক্ষিপ্ত শিক্ষা উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তথ্যসংগ্রহ ও পর্যালোচনা অনিচ্ছাকৃতভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করতে পারে এবং এগুলো এড়াতে সচেতন হতে হবে। শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ক্রমশ পরিবর্তনশীল শিক্ষা চাহিদা সর্বজনীন ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত। ভবিষ্যত শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম উন্নত করতে হলে প্রাপ্ত শিক্ষাসহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সকলকে জানাতে হবে।

কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১:
অংশগ্রহণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যরা শিক্ষা সাড়াদান কাজের পর্যালোচনা, পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সক্রিয় ও স্বচ্ছভাবে এবং কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া অংশগ্রহণ করবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- নিরাপদ, ফলপ্রসূ এবং ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটির একটি অংশ অগ্রাধিকারভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করবে (নির্দেশিকা ১-৪ দেখুন)।
- সব ধরনের বিপদাপন্ন দলের প্রতিনিধিরা কমিউনিটি শিক্ষা কমিটিতে থাকবে (নির্দেশিকা ১-৪ দেখুন)।
- শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নে শিশু ও নবীনরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে (নির্দেশিকা ৫ দেখুন)।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ নিরূপণ, প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা, শিক্ষা কার্যক্রমের সামাজিক নিরীক্ষা, যৌথ বাজেট পর্যালোচনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত উপশম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে (নির্দেশিকা ৬ দেখুন)।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ এবং সামর্থ্য তৈরির সুযোগ সুবিধা সহজপ্রাপ্য হতে হবে (নির্দেশিকা ৭ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সার্বিক অংশগ্রহণ:** শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচি নিরূপণ, পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর যে কোনো সদস্য শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে, এইক্ষেত্রে বয়স, জেন্ডার, ধর্ম, বর্ণ, নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধীতা, এইচআইভি অথবা অন্য কোনো কিছুই বিবেচিত হবে না।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে অবশ্যই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করবে:

- সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা চাহিদা;
- স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য আর্থিক, বস্তুগত উপকরণ এবং মানব সম্পদ;
- মেয়ে ও ছেলে শিশু, নবীন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক ও পরিবর্তিত সম্পর্ক;
- বাদ পড়তে পারে এমন বিভিন্ন ভাষাভাষি ও অন্য যে কোনো দলসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতা;

- নিরাপত্তা বিষয়, উদ্বেগ ও হুমকি;
- লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদেরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষার উপায়;
- স্থানীয় আপদ, বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিখন কেন্দ্রে নিরাপদ ও সহজে যাওয়া যায় এমন স্থান এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি;
- শিক্ষা সাড়াদানের সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকিসহ জীবন রক্ষাকারী ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উপর স্পর্শকাতর শিক্ষা বার্তা একত্রিত করার উপায়।

সকলের সাথে পরামর্শ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিখন স্থানের মধ্যে মজবুত যোগাযোগ কাঠামো তৈরি করতে হবে (নিচে নির্দেশিকা ২-৩; পর্যালোচনা মান ১, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ নির্দেশিকা ৩; পর্যালোচনা মান ২, পৃষ্ঠা ৪৫ নির্দেশিকা ৫; পর্যালোচনা মান ৩, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯ নির্দেশিকা ১-৩; এবং পর্যালোচনা মান ৪, নির্দেশিকা ৩-৪, পৃষ্ঠা ৫১ দেখুন)।

২. **'কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি':** কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি বলতে এমন একটি দলকে বুঝায় যারা কমিউনিটির সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা চাহিদা ও অধিকারকে চিহ্নিত করে এগুলো নিয়ে কাজ করে। কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির বিকল্প হতে পারে শিক্ষক-অভিভাবক সংগঠন অথবা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি। এটা প্রশিক্ষণ অথবা সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে কমিউনিটিকে সাহায্য করতে পারে অথবা শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার সাথে জড়িত অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারদের নিযুক্ত করতে পারে। যদি কোনো "কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি" না থাকে তবে এমন কমিটি গঠনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে (নির্দেশিকা ৩ এবং ৭ দেখুন)।

একটি কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি সকল দলের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং কর্মচারী;
- অভিভাবক অথবা সেবাদানকারী;
- শিশু এবং নবীন;
- সুশীল সমাজ সংগঠনের কর্মী;
- ধর্মীয় সংগঠন এবং স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি;
- স্থানীয় নেতৃবৃন্দ
- স্বাস্থ্যকর্মী;

এখানে বিপদাপন্ন দলের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক। কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির সদস্যরা স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে প্রযোজ্য অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হবে, যা নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়।

জটিল জরুরি অবস্থায় নৃ-গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র শোষিত হতে পারে কিন্তু এ সময় কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি সকলের জন্য কাজ করবে। এক্ষেত্রে সার্বিক লক্ষ্যের প্রথমেই আসে ব্যক্তি ও দলের নিরাপত্তা। শিক্ষা কমিটির লক্ষ্য হওয়া উচিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যেককে নিরাপদ, অভিন্ন ও যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের সাথে যোগাযোগের জন্য তাদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা উচিত (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ দেখুন)।

৩. **দায়িত্ব ও ভূমিকা:** কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। এই কমিটি নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে:

- সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নিয়মিত সভা করা;
- সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করা;
- কমিউনিটির আর্থিক এবং বস্তুগত সহায়তা সচল রাখা;
- বয়স ও সংস্কৃতি ভেদে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা চাহিদা ও অধিকারকে সম্মান জানায় তা নিশ্চিত করবে। যেমন নমনীয় শিক্ষাবর্ষ ও বয়সোপযোগী শিক্ষাক্রম যা কমিউনিটির প্রেক্ষাপটকে প্রতিফলিত করে;
- কমিউনিটির বাইরে সিদ্ধান্ত প্রণেতা এবং কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কমিউনিটি, স্থানীয় ও জাতীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখা;
- ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার অভিগম্যতা নিশ্চিত করে, তারা দায়বদ্ধ তা নিশ্চিত করা;
- মানসম্মত শিক্ষণ ও শিখন নিশ্চিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ রাখা;
- শিখন সুযাগে কারা অংশগ্রহণ করছে এবং কারা করছে না সেসব বিক্ষিপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা ও পরিবীক্ষণ করা;
- বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে ছাত্র এবং কর্মচারীদের নিরাপত্তা জোরদার করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস যেন শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করা;
- সঠিক মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করা;

(পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ দেখুন)।

৪. **স্থানীয় শিক্ষা কর্মপরিকল্পনা:** স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি এবং কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির উচিত অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করা, যা হবে একটি কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষা কর্মপরিকল্পনা। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার আলোকে একটি কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত, যদি এরকম একটি পরিকল্পনা থাকে তবে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির গুণগত মানোন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করা যায়। এখানে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যারা বিপদাপন্ন অবস্থার মধ্যে আছে তাদের চাহিদা, অধিকার, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকবে।

একটি শিক্ষা কর্মপরিকল্পনা অব্যাহত শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানে গুরুত্বারোপ করে। এর কিছু উদ্দেশ্য আছে। এগুলো হলো:

- কি ধরনের শিক্ষণ এবং শিখন পরিবেশ থাকতে পারে তার আলোকে একটি সমন্বিত লক্ষ্য তৈরি করা। কার্যক্রম, নির্দেশিকা, উদ্দেশ্যের আলোকে তা ব্যাখ্যা করা এবং একটি সময়সীমা থাকা;
- সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত হতে পারে এমন স্পর্শকাতর বিষয় ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে যথাযথ শিক্ষাক্রমের সাথে খাপ খাওয়ানো;
- কর্মী নিয়োগ, তত্ত্বাবধায়ন ও প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রক্রিয়ায় সম্মতি প্রদান;
- বৈষম্য কমাতে মানবাধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং শিক্ষা অবশ্যই সহজপ্রাপ্য, অভিগম্য, গ্রহণযোগ্য ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো হবে এই সকল বিষয় নিয়ে পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করা;
- শিক্ষাক্ষেত্রে বাধাগুলো দূর করাসহ নিরাপদ ও সহায়ক শিখন পরিবেশ তৈরিতে অগ্রাধিকারভিত্তিক যৌথ প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি করা;
- শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যারা শিক্ষা অধিকার ও শিক্ষার সাথে জড়িত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সুরক্ষার জন্য আইনত দায়ী তাদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো। এই সব দায়িত্ব বা কাজ হতে পারে সম্পদ একত্রীকরণ, অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, বাইরের সংস্থার সাথে এবং খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সাড়াদান কার্যক্রমসহ অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় করা।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণ বজায় রাখতে নিয়মিত কমিউনিটি পরিবীক্ষণ ও নিরূপণকে কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (এ ব্যাপারে আরও জানার জন্য সমন্বয় মান, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬; পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৬; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ১০৬; শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯ এবং স্ফিয়ার মানের পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবার করণীয় অধ্যায় দেখুন)

৫. **শিক্ষা কার্যক্রমে শিশু ও নবীনদের অংশগ্রহণ:** শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার যে বিষয়গুলো শিশু ও নবীনদের জীবনকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে তাদের জানার অধিকার রয়েছে। তাদেরকে নিরাপদ ও সু পরিবেশে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত যা গঠনমূলক সংলাপের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন-চিত্রাংকন, গান-বাজনা, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু ও নবীনরা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১ ও ৬, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ ও ১০৬ দেখুন)।

শিশু ও নবীনদের তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের সদস্য ও সতীর্থদের আবেগিক ও সামাজিক কল্যাণ সুরক্ষা করতে এবং এসব বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দুর্যোগ পরবর্তীকালে যে সব শিশুরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত নেই তাদেরকে চিহ্নিত করতে এবং তাদেরকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে শিশু ও নবীনরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা তাদের সতীর্থ যারা আহত হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী তাদেরকে শিক্ষার সুযোগের মধ্যে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। শান্তি স্থাপন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুর্যোগের মূল কারণ তুলে ধরাসহ ইতিবাচক পরিবর্তনে সক্ষমতা তৈরি তাদের সামর্থ্যকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রশিক্ষণ শিশু ও নবীনদেরকে শিখন পরিবেশের ভিতরে নির্যাতন প্রতিরোধ ও এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে এবং বন্ধুদের মধ্যে মধ্যস্থতা অথবা সংঘাতময় পরিবেশ নিরসনে সহায়তা করে (নিচে নির্দেশিকা ৭, অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, পৃষ্ঠা ৬০-৬৫; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, নির্দেশিকা ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা ৯৮ দেখুন)।

বিভিন্ন ধরনের কাজ যেমন- আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ অথবা বিতরণমূলক কাজ যা নবীনদেরকে কমিউনিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ করে দিতে পারে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইতিবাচক বিকল্প পথের সুযোগ করে দেয় যেখানে নবীনরা সশস্ত্র দল অথবা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকে এবং এর মনোসামাজিক উপকারিতা অনেক বেশি। এছাড়াও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশকে নবীনদের কাজের প্রশংসা করতে সহায়তা করে থাকে। নবীনদের শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ বিশেষ করে দক্ষতা ও জীবিকার প্রশিক্ষণ তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা মিটাবে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। বালিকা ও কিশোরীদের সোচ্চার করার জন্য তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ শিক্ষার অভিগম্যতা ও শিক্ষা চাহিদার ক্ষেত্রে কিশোর সহপাঠীদের সাথে তাদের পার্থক্য রয়েছে। (SEEP Network *Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis,* Employment Creation standard and Enterprise Development standards দেখুন)

৬. **সামাজিক নিরীক্ষা:** এটা হচ্ছে শিক্ষা কর্মসূচির সমাজভিত্তিক মূল্যায়ন। এটা ব্যবহৃত হয়:

- কর্মসূচির জন্য পর্যাপ্ত জনগণ, তহবিল ও বস্তুগত উপাদান নির্ধারণে;
- ঘাটতি চিহ্নিতকরণে;
- কর্মসূচির কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে;

জরুরি অবস্থার শুরুতে অথবা মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। যা হোক, দীর্ঘমেয়াদী চরম সংকট অথবা উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে এবং শিক্ষা কর্মসূচিকে আরও সুন্দরভাবে পরিবীক্ষণ করতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সহায়তা ও সুযোগ প্রদান করে। নবীনদের বিশেষ করে যাদের আনুষ্ঠানিক অথবা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের সামাজিক নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ

বিশেষভাবে জরুরি। সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল কমিউনিটির সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে মত বিনিময় করা জরুরি (পর্যালোচনা মান ৪, পৃষ্ঠা ৫০-৫১ দেখুন)।

৭. **সক্ষমতা তৈরি:** সক্ষমতা জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের আচরণ, দক্ষতা, সামর্থ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। এ কারণে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ যেমন- শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষা ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা উচিত। যদি স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিহ্নিত করা না যায় অথবা তারা যদি শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয় বা সহায়তা করতে অপারগতা প্রকাশ করে তখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিজ্ঞ করে তোলা যেতে পারে। নিরূপণ মেয়ে বা ছেলে শিশু, বিপদাপন্ন দলসহ কমিউনিটির নবীন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা, চাহিদা ও সাড়াদানের ক্ষেত্র যাচাই করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা নিরূপণ করবে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সক্ষমতা তৈরির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করবে এবং এগুলো উত্তরণের পথ দেখাবে। এই ধরনের কার্যক্রম স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করবে এবং শিক্ষা কর্মসূচি রক্ষণাবেক্ষণ করে অন্যান্য খাতের সাথে তার সমন্বয় সাধন করবে।

কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ২:
সম্পদসমূহ

বয়সপোযোগী শিখন সুযোগ বাস্তবায়ন করতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পদসমূহ চিহ্নিত, একত্রিত এবং ব্যবহার করতে হবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- গুণগত শিক্ষার সুযোগকে (অভিগম্যতাকে) শক্তিশালী করতে কমিউনিটি, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে তা কাজে লাগাবে (নির্দেশিকা ১-৩ দেখুন)।
- শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং মানবিকতার কাজে জড়িত সংশ্লিষ্ট পক্ষরা বিদ্যমান জ্ঞান ও দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং এসব জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে শিক্ষা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করে (নির্দেশিকা ৪-৫ দেখুন)।
- জাতীয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং মানবিকতার কাজে জড়িত সংশ্লিষ্ট পক্ষরা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত, মানানসই ও প্রচারের কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পদ ব্যবহার করে যা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (নির্দেশিকা ৫ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **কমিউনিটি সম্পদসমূহ:** মানুষ, বুদ্ধিজীবী, ভাষাতত্ত্ব, আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ সবকিছুই কমিউনিটি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা সাড়াদানের নকশা ও পরিকল্পনার সময় স্থানীয় যে সব সম্পদ আছে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলো কতোটা অবদান রাখতে পারে তা নির্ণয়ের জন্য পর্যালোচনা করতে হবে।

কমিউনিটি সম্পদ জাতীয় কর্তৃপক্ষের আইনী দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কমিউনিটি সম্পদ শিক্ষণ ও শিখনের নিরাপত্তা, অভিগম্যতা এবং মানোন্নয়ন করতে পারে। অবকাঠামোগত অবদান বলতে প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র, বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে উপকরণ ও শ্রমের সহায়তাকে বুঝায়। আবেগিক, শারীরিক এবং সামাজিক কল্যাণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক, সঞ্চালক ও দেখা-শোনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের মনো-সামাজিক সহায়তার প্রয়োজন। সম্পদ কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ভাতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাজের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ানো যেতে পারে। সম্পদ কাজে লাগানোর তথ্যাদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য রেখে দেয়া উচিত। শিশুরা তাদের সক্ষমতার বাইরে শ্রমের দ্বারা যেন শোষিত না হয় তা নিশ্চিত করতে অবশ্যই পরিবীক্ষণ করতে হবে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, পৃষ্ঠা ৬০-৬৫; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ১-৪, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮ ও শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৯ দেখুন)।

২. **অভিগম্যতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি:** শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং মানবিকতার কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট পক্ষ (স্টেকহোল্ডাররা) কমিউনিটির সদস্যদেরকে বিপদাপন্ন শিশু ও নবীনদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও অন্যান্য শিখন কর্মকাণ্ডের আওতায় আনার জন্য এসব শিশু ও নবীনদের চিহ্নিত ও সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেবে। যেমন- হতদরিদ্র পরিবারগুলোর শিশুদের জন্য উপযুক্ত পোষাক এবং শিশু প্রধান পরিবারগুলোর শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কমিউনিটির সদস্যরা শিশু ও নবীনদের জন্য বিদ্যালয়, প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং শিখনের অন্যান্য স্থানসমূহ নিরাপদ তা নিশ্চিত করতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করবে। তারা বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গম এলাকার মানুষদের যোগাযোগের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। মহিলারা শ্রেণিকক্ষের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করতে পারে অথবা তারা মেয়েশিশু ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হয়রানি থেকে রক্ষা করে তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়াতে পারে। যখন নবীনরা সংস্কৃতি ও রক্ষণশীলতার কারণে বয়সে ছোটদের সাথে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে না তখন কমিউনিটির লোকেরা এসব কিশোরদের জন্য সতীর্থ শিক্ষা, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশিক্ষণের মতো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের নকশা প্রণয়ন করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে। কমিউনিটি সম্পদ অবশ্যই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস শিক্ষা কার্যক্রম ও কমিউনিটির সাড়াদান প্রস্তুতির উন্নয়ন, পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে তা মানানসই এবং সকলকে জানানোর জন্য ব্যবহৃত হবে নিচে নির্দেশিকা ৫ (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২-৩, পৃষ্ঠা ৬০-৭০; দেখুন; এবং SEEP Network *Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis,* Enterprise Development standards দেখুন)।

৩. **টেকসইকরণ:** শিক্ষাকর্মী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ব ও ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এই প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে সম্পদ একত্রীকরণ ও ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিবন্ধী বিষয়ে সচেতনতা এবং শিশু ও নবীনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা।

৪. **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অবদানের স্বীকৃতি:** সকল পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রতিবেদনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অবদানের তথ্য উল্লেখ করতে হবে। শিক্ষাকেন্দ্র পুনঃনির্মাণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অবদান ভৌত হতে পারে, যেমন ভবন নির্মাণ উপকরণ। এগুলো গুণগত হতে পারে, যেমন স্থানীয় দক্ষতা যা সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ অবদান দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা ও মালিকানাস্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যাইহোক, কমিউনিটি সহায়তার মতো বাইরের ধারাবাহিক সহায়তার উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। শিক্ষার জন্য আইনী দায়িত্ব জাতীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। নবীনদের সতীর্থ শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার জন্য কমিউনিটিকে গতিশীল এবং কমিউনিটির উন্নয়নের উদ্যোগকে উৎসাহিত ও স্বীকৃতি দিতে হবে। নিরূপণ চাহিদা ও নকশা প্রণয়নের সময় নবীনদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **স্থানীয় সক্ষমতা:** দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে শিক্ষার উন্নয়ন, পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ মানানসই শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রদানের উপর নজর দেয়া উচিত এবং স্থানীয়ভাবে টিকে থাকার ইতিবাচক কৌশল ও সক্ষমতগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে।

সম্পদের অসম সুযোগ ও কমিউনিটিতে বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণ শিক্ষা সহায়তাকে বাধাগ্রস্ত করতে এবং শিক্ষা সহায়তা থেকে বাদ পড়তে অথবা বিভাজন তৈরি করতে পারে। যারা অবদান রাখতে পারেন না তাদের ক্ষতি হতে পারে একথা চিন্তা করে ব্যক্তি অথবা দল যারা অবদান রেখেছে তাদেরকে শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে রাখা উচিত হবে না। যারা অবদান রাখতে পারবেন না বলে বাছাই করা হয় তাদের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ১০৬ দেখুন)।

সমন্বয় মান ১:
সমন্বয়

শিক্ষার জন্য সমন্বয় কলাকৌশল যথাযথ পর্যায়ে আছে এবং মানসম্মত শিক্ষা চালিয়ে যেতে ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) কাজে সহায়তা করা।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যারা শিক্ষা অধিকার পূরণের জন্য দায়িতপ্রাপ্ত, তারা শিক্ষা কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয় কৌশলে অংশগ্রহণ এবং আহবান করাসহ শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি নিরূপণ, পরিকল্পনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, সম্পদ একত্রীকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এডভোকেসীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- শিক্ষার পরিসর ও শিক্ষার ধরন সমন্বয় কার্যক্রমে বিবেচিত হয় (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- শিক্ষা কার্যক্রমকে সহায়তা করতে শিক্ষা বিভাগ, দাতা, জাতিসংঘ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত এবং সমন্বিত অর্থায়ন কাঠামো ব্যবহার করে (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- সমন্বয় কমিটি ও সমন্বয় দলের মধ্যে সাড়াদান পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের তথ্যাদি আদান প্রদানের স্বচ্ছ কৌশল বিদ্যমান (নির্দেশিকা ৩-৪ দেখুন)।
- শিক্ষা সাড়াদানে সক্ষমতা ও ঘাটতি চিহ্নিতকরণে যৌথ নিরূপণ পরিচালিত হয় (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।
- ফলাফল অর্জনে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ (স্টেকহোল্ডাররা) সমতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতার নীতিতে ঐক্যবদ্ধ (নির্দেশিকা ৫-৬ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **আন্তঃ-সংস্থা সমন্বয় কমিটি:** শিক্ষা সাড়াদানকে সমন্বিত করে একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি, সাড়াদান কার্যক্রমে এদের বিস্তর প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। জাতীয় শিক্ষা বিভাগকে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে, কিন্তু স্থানীয় সংস্থা ও দলেরও যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। যেখানে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা অথবা বৈধতার অভাব রয়েছে সেখানে এই দায়িত্ব অন্যান্য সংস্থার কাছে চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তরিত হতে পারে। বিদ্যমান শিক্ষা সমন্বয় দল/গ্রুপ এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে অথবা, যদি IASC's ক্লাষ্টার ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে তবে শিক্ষা ক্লাষ্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদিও, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকতে হবে। সংকটের প্রকৃতির ওপর তা নির্ভর করে জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় দলের প্রয়োজন হতে পারে। "Terms of Reference" এ কমিটির দায়িত্ব ও ভূমিকা লিপিবদ্ধ থাকবে (শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৩-৪, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯ দেখুন)।

প্রাথমিক শৈশব উন্নয়ন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উপানুষ্ঠানিক, কারিগরী, বৃত্তিমূলক, উচ্চতর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষাসহ সকল প্রকার শিক্ষাকে সমন্বয় কার্যক্রমের আওতায় বিবেচনা করতে হবে।

২. **সম্পদ একত্রীকরণ:** জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত গুণগত শিক্ষা কর্মসূচিকে সফল ও সময়মতো বাস্তবায়ন করতে পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। সার্বিকীকরণ নিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে, UN Flash Appeals এবং Consolidated Appeals এর মাধ্যমে অর্থায়নের সময় স্বচ্ছ ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। তীব্র সংকটময় পরিস্থিতিতে UN Central Emergency Reponse Fund এবং অন্যান্য জরুরি তহবিল শিক্ষার জন্য তহবিলের যোগান দিতে পারে। এই সম্পদসমূহে স্থানীয় অংশীদারদের অভিগম্যতা সহজতর করা উচিত।

জাতীয় ও আঞ্চলিক শ্রম বাজারের অবস্থা বিবেচনা করে জরুরি পরিস্থিতিতে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এমন কোনো নজির স্থাপন করা যাবে না যা রক্ষা করা যাবে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় বিভক্তিকরণ এড়িয়ে চলার জন্য রাজনৈতিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্পদের বন্টন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের ভাতা ও অন্যান্য পারিতোষিকের জন্য একটি সমন্বিত নীতি প্রয়োজন। টেকসই পদক্ষেপে সহায়তা করতে জরুরি আর্থিক ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা (যেমন, একাধিক দাতা সংস্থা কর্তৃক গঠিত ট্রাস্ট ফাণ্ড, সম্মিলিতভাবে গড়ে ওঠা আর্থিক উন্নয়ন যেমন: যৌথ তহবিল অথবা জাতীয় অর্থায়ন) এর সাথে একত্রিত করতে হবে। বেসরকারি খাতের তহবিল উৎস খুঁজে বের করতে হবে, বিশেষ করে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৮, পৃষ্ঠা ৬৪; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫; শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৯; শিক্ষকদের ভাতা প্রদান বিষয়ে INEE পরিচালনা নির্দেশিকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং বহিরাগত শিক্ষা অর্থায়ন- INEE Reference guide, INEE Toolkit এ পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন: **www.ineesite.org/toolkit**; এছাড়া এসব বিষয়ে আরও জানতে পারবেন SEEP Network *Minimum Standard for Economy Recovery after Crisis,* Financial Services Statndard : 5 Coordination and Transperency)।

৩. **তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা:** তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে:

- চাহিদা নিরূপণ, সক্ষমতা এবং প্রচার;
- তথ্য সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং তথ্যের আদান-প্রদান;
- পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
- ভবিষ্যতে অনুশীলনের জন্য দৃষ্টান্ত;

জাতীয় পদ্ধতিকে অনুকরণ না করে কার্যকর তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা ও তা উন্নত করা। শিশু সুরক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, মনোসামাজিক সহায়তা, আশ্রয়,

স্বাস্থ্য ও দ্রুত পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসা কার্যক্রমের সাথে জড়িত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের এ কাজে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির নকশা জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রণয়ন হবে এবং তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি মালিকানা স্বত্ত্ব থাকবে (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৪১; পর্যালোচনা মান ২, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৪৫; পর্যালোচনা মান ৩, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৪৯; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ১০৬ এবং SEEP Network *Minimum Standardss for Economic Recovery After Crisis,* Common Standards: 'Coordinate Efforts for Greater Impact দেখুন)।

৪. **যৌথ নিরূপণ:** শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের ঘাটতি এবং সক্ষমতা চিহ্নিত করতে যৌথ নিরূপণ ব্যবহার করতে হবে এবং পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে Global Education Cluster's Joint Education Needs Assessment Toolkit এবং অন্যান্য পদ্ধতি যা আগেই সম্মতি পেয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে। প্রস্তুতি ও আপদকালীন পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রশিক্ষণে এ সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। যদি কোনো স্টেকহোল্ডার এককভাবে শিক্ষা নিরূপণ পরিচালনা করে তবে তার প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সমন্বয় দলের সবাইকে সমন্বিতভাবে সাড়াদানে সহায়তা করার জন্য জানানো উচিত। কিছু দেশে জরুরি অবস্থার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করে বহুমাত্রিক নিরূপণ দ্রুততার সাথে করা হয়। এটা যদি করা হয় তবে বিভিন্ন খাত যেমন-স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং আশ্রয় এর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ১-৮, পৃষ্ঠা ৩৭-৪২ দেখুন)

৫. **জবাবদিহিতা:** যদিও প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের নিজস্ব কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে, তথাপি সবাইকে তথ্য আদান প্রদান ও সমন্বয়ের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে একমত হতে হবে। এর অর্থ তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে স্বচ্ছতা থাকা এবং কর্ম পরিকল্পনায় এটাকে ব্যবহার করা। শিক্ষা সাড়াদানের ক্ষেত্রে যেখানে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে সেখানে IASC Education Cluster অথবা অন্য কোনো সমন্বয় কৌশল নিশ্চয়তা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ (স্টেকহোল্ডাররা) অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদাগুলো পূরণে ঘাটতিগুলো তুলে ধরে। সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শিক্ষা কার্যক্রম ফলাফল বিষয়ে খোলা-মেলা আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি জবাবদিহিতাকে সহজতর করতে পারে। এটি INEE ন্যূনতম মানের ব্যবহার এবং মানবিকতার নীতির কোন কোন দিক নিয়ে বেশি কাজ করা দরকার সে বিষয়ে সহায়তা করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ জাতীয় কর্তৃপক্ষের আইনগত বাধ্যবাধকতাগুলো পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ করবে (শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ১০৯ দেখুন)।

৬. **ফলাফল-ভিত্তিক কর্মকৌশল:** ফলাফলভিত্তিক কর্মকৌশলে সকল স্টেকহোল্ডাররা এই নিশ্চয়তা প্রদানে কাজ করে যে, শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম সমন্বিত এবং কাঙ্খিত ফলাফল

অর্জন করেছে। শিক্ষা সাড়াদান সমন্বয়ে ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমন্বয়ের ঘাটতিগুলো দ্রুত চিহ্নিত করে তার সমাধান করে (পর্যালোচনা মান ৩-৪, পৃষ্ঠা ৪৭-৫১ দেখুন)।

পর্যালোচনা মান ১:
নিরূপণ

জরুরি পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ, সার্বিক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সময়োপযোগী শিখন নিরূপণ পরিচালিত হবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়কে বিবেচনায় রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি প্রাথমিক শিখন নিরূপন পরিচালনা করা (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- নিরূপণ বিক্ষিপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে যা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয়দের উপলব্ধি, শিক্ষা সুযোগে বাধা, শিক্ষার চাহিদা ও কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয় (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- জরুরি পরিস্থিতির আগে ও দুর্যোগকালীন সময়ে শিখন ও শিক্ষার জন্য স্থানীয় সক্ষমতা, সম্পদ ও কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা (নির্দেশিকা ২-৫ দেখুন)।
- ঝুঁকি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিবেশে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম যথার্থ, প্রাসঙ্গিক, সংবেদনশীল কিনা তা নিশ্চিত করতে প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।
- উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ করা (নির্দেশিকা ২-৩, ৫ ও ৭-৮ দেখুন)।
- প্রধান/মুখ্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন ধরন ও স্তরের জন্য শিক্ষা চাহিদা ও সম্পদের সমন্বিত নিরূপণ করা (নির্দেশিকা ২-৭ দেখুন)।
- এই প্রচেষ্টা যেন একই রকম না হয় সেজন্য একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি বিভিন্ন সেক্টর ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের (স্টেকহোল্ডারদের) সাথে নিরূপণ পরিচালনা করবে (নির্দেশিকা ৬ ও ৮ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **প্রাথমিক নিরূপণের সময়:** প্রাথমিক নিরূপণের সময় নিরূপণকারী দল ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। জরুরি পরিস্থিতির পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরূপণ করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয়, ক্ষতিগ্রস্ত সকল স্থানের সকল ধরনের শিক্ষা নিরূপণ করা উচিত। প্রাথমিক নিরূপণ অনুসরণ করে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উপাত্তসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। কর্মসূচির অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও অপূরণীয় চাহিদার পর্যালোচনাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তাৎক্ষণিকভাবে সার্বিক নিরূপণ পরিচালনা করা সম্ভব না হয়, তবে আংশিক প্রাথমিক নিরূপণ তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. **নিরূপণ:** শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে নিরূপণের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে এবং দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারাবাহিক ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে।

'বিক্ষিপ্ত' মানে তথ্যগুলো এর মূল বিষয় থেকে আলাদা এবং এক্ষেত্রে বয়স ও লিঙ্গের ভিত্তিতে তা পর্যালোচনা করতে হবে। সকল ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার বহাল রাখতে 'উপাত্ত' শিক্ষার সক্ষমতা, সম্পদ, বিপদাপন্নতা, ঘাটতি এবং চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বা ইস্যুসমূহের অতিরিক্ত নিরূপণ এবং সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার পরিহার করতে শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরি সাড়াদানকারী নিরূপণ ও মাঠ পরিদর্শনের সময় সমন্বয় রাখতে হবে (কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ২, পৃষ্ঠা ৩০-৩২ এবং সমন্বয় মান ১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬ দেখুন)।

বিদ্যমান তথ্য উৎসের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেই নিরূপণ করা উচিত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করতে শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) জটিল সিদ্ধান্ত জানাতে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ সীমিত হতে হবে। যেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত, সেখানে তথ্য সংগ্রহে বিকল্প কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে। এর মধ্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, সংকট পূর্ব তথ্য বা অন্যান্য খাত থেকে মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। জরুরি পরিস্থিতির সাথে তুলনা করার জন্য সংকট পূর্ব উপাত্ত একটি মানদণ্ড হিসাবে কাজ করবে।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে এবং তথ্য সরবরাহকারীদের চাহিদা কমিয়ে আনতে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া দেশীয় মান অনুযায়ী হতে হবে। যেখানে সম্ভব, জরুরি পরিস্থিতিতে পরিকল্পনার প্রস্তুতির অংশ হিসাবে নিরূপণ টুলস্ তৈরি করতে হবে এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্থানীয় উত্তরদাতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এমন অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য এই টুলস্-এ জায়গা রাখতে হবে।

নিরূপণ দল ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নিরূপণে অন্তর্ভুক্ত করবে। নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী, মাতা-পিতা এবং অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা, চাহিদা, উদ্বেগ ও সক্ষমতাকে আরও কার্যকরী করার জন্য লিঙ্গ সমতা বজায় রাখতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে।

শ্রদ্ধাবোধের মূলনীতি ও বৈষম্যহীনতাসহ জাতিগত বিবেচনা নিরূপণকে মজবুত করে। সংবেদনশীল তথ্য বা তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করার জন্য মানুষ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে (নিচের নির্দেশিকা ৫ দেখুন)। তথ্য সংগ্রহকারীদের দায়িত্ব থাকবে একাজে অংশগ্রহণকারীদেরকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানাবে:

- তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য;
- তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করার অধিকার অথবা নেতিবাচক প্রভাব ছাড়া যেকোনো সময় প্রত্যাহার করার অধিকার;
- গোপনীয়তা এবং নাম উল্লেখ না করার অধিকার (পর্যালোচনা মান ৪, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৫০ দেখুন)।

৩. **প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা:** দুর্যোগ ঝুঁকি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত পর্যালোচনাসহ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুর্যোগকালে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম যথাযথ, সংবেদনশীল ও প্রাসঙ্গিক হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ঝুঁকি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হবে। এটি এই নিশ্চয়তা দিতে সহায়তা করে যে শিক্ষা একটি সুরক্ষিত মানদণ্ড। ঝুঁকি পর্যালোচনা শিক্ষা ঝুঁকিগুলো নিরূপণ করে, এখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- নিরাপত্তাহীনতা, দুর্বল সরকার ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি;
- জনস্বাস্থ্যের বিষয়াবলী যেমন- সংক্রামক রোগের বিস্তার;
- শিল্প সংক্রান্ত ঝুঁকি যেমন বিষাক্ত গ্যাস এবং রাসায়নিক পদার্থের নির্গমনসহ অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, কাঠামোগত ও পরিবেশগত বিষয়;
- প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধীতা, জাতিগত পটভূমি এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি।

অসমতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটাবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত পর্যালোচনায় এসকল বিষয়ের উপস্থিতি থাকবে। এটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং দুর্যোগকালীন উভয় সময়ই প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব-সংঘাত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী জানা দরকার:

- দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে যে সকল ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকতে পারে;
- দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল বা সম্ভাব্য কারণসমূহ এবং দুর্দশা বৃদ্ধিতে যে বিষয়গুলো দায়ী;
- দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণসমূহ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

সুনির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা দেশের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতির পর্যালোচনা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হতে পারে। যদি বিদ্যমান পর্যালোচনা পর্যাপ্ত বা প্রযোজ্য না হয়, তবে সংঘাত পর্যালোচনার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কর্মশালা বা ডেস্ক স্টাডি করা যেতে পারে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দ শিক্ষা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সার্বিক পর্যালোচনা করতে যথাযথ সংস্থার হয়ে প্রচারণা চালাবে এবং সকল আগ্রহী দলের সাথে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে মতবিনিময় করবে।

ঝুঁকি পর্যালোচনা প্রতিবেদন সংঘাতসহ সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলের প্রস্তাব করে। কৌশলগুলো হতে পারে প্রতিরোধ, উপশম, প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনঃর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসন। উদাহরণস্বরূপ, জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ, উপশম এবং সাড়াদানে আপদকালীন ও সুরক্ষা পরিকল্পনার জন্য বিদ্যালয় বা

শিখন কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজন হতে পারে। তারা একটি ঝুঁকি ম্যাপও তৈরি করতে পারে যেখানে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বিপদাপন্নতা এবং সহনশীলতাকে প্রাধান্য দিবে।

সম্পদ এবং সক্ষমতাসহ কমিউনিটির সহনশীলতা ও স্থানীয়ভাবে টিকে থাকার প্রচেষ্টা এগুলো নিরূপণের পরিপূরক হচ্ছে ঝুঁকি পর্যালোচনা। জরুরি পরিস্থিতির পূর্বে ও পরে দুর্যোগ নিরসন, প্রস্তুতি এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতাকে নিরূপণ এবং শক্তিশালী করা, যদি সম্ভব হয় প্রস্তুতি ও নিরসন কার্যক্রমের মাধ্যমে তা করা (কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ১-৪, পৃষ্ঠা ২৪-২৬; কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ২, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ৩২; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১১, পৃষ্ঠা ৬৫; শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৮৩; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ২ ও ৪, পৃষ্ঠা ১০৪ ও ১০৫; এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৩ ও ৫, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯ দেখুন)

৪. **উপাত্তের বৈধতা এবং উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি:** উপাত্ত বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত হবে:

- সূচক;
- উপাত্তের উৎস;
- সংগ্রহের পদ্ধতি;
- উপাত্ত সংগ্রহকারী;
- উপাত্ত পর্যালোচনার পদ্ধতি।

যেখানে উপাত্ত সংগ্রহকারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে, সেক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান এবং উপাত্ত সংগ্রহকারীর নিজের নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনার সীমাবদ্ধতা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা অথবা অন্যান্য অবস্থায় তাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখতে পারে, যেগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত উত্তরদাতা বাড়তি সম্পদের বণ্টন অথবা অভিযোগ এড়িয়ে চলার জন্য তালিকার কথা বা উপস্থিতির সংখ্যা বাড়িয়ে বলে, সে সমস্ত উত্তরদাতার উপাত্ত বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। আবার কর্মসূচি ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যদি নির্দিষ্ট দল বা বিষয়কে তুলে ধরা না হয় তবে সেক্ষেত্রে এটিরও উল্লেখ থাকতে হবে।

পক্ষপাত প্রবণতা কমানোর জন্য উপাত্তসমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা উচিত এবং তা তুলনা করা উচিত। এই কৌশল উপাত্তের বৈধতাকে আরও শক্তিশালী করে। উপসংহারে আসার আগে নারী ও পুরুষ, শিশু ও নবীনসহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। মানবিকতার সাড়াদানে বহিরাগতদের অগ্রাধিকারভিত্তিক বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলার জন্য স্থানীয় বিশ্বাস ও জ্ঞানকে এই পর্যালোচনার কেন্দ্রে রাখতে হবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৫ দেখুন)

৫. **নিরূপণে অংশগ্রহণকারী:** বিপদাপন্ন দলসহ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। প্রাথমিক নিরূপণের সময় সংকটময় পরিস্থিতির কারণে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যালোচনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রচারের সময় ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোর অংশগ্রহণ সীমিত হতে পারে। যখন প্রেক্ষাপট স্থিতিশীল হবে তখন এই সংখ্যা বাড়াতে হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যোগাযোগের সুবিধার জন্য প্রয়োজন মোতাবেক সাংকেতিক ভাষা এবং ব্রেইলীসহ সকল ভাষায় নিরূপণ পরিচালনা করা উচিত (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৫ দেখুন)।

৬. **শিক্ষা খাত ও অন্যান্য খাতের মধ্যে সমন্বয়:** নিরূপণকে মানসম্মত, সমন্বিত ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য শিক্ষা খাতকে নিজেদের এবং অন্যান্য খাতের মধ্যে সমন্বয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরিহার করার জন্য যৌথ নিরূপণ পরিচালনা বা সমন্বয়ের মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণকে সমন্বিত করবে। সমন্বিত নিরূপণ জরুরি পরিস্থিতির প্রভাবের উপর মজবুত সাক্ষ্য তৈরি করে এবং সঙ্গতিপূর্ণ সাড়াদান পরিচালনা করে। সমন্বিত নিরূপণ তথ্য আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে মানবিক স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতাকে উন্নত করে (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ৩৫ দেখুন)।

শিক্ষা খাতে হুমকি, ঝুঁকি ও সেবার প্রাপ্যতা ইত্যাদি শিক্ষা সাড়াদানকে অবহিত করতে অন্যান্য খাতের সাথে কাজ করবে। শিক্ষা বিভাগকে অন্যান্য যে বিভাগগুলোর সাথে কাজ করতে হতে পারে তা হলো:

- স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে মহামারীর হুমকির যে সব তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে তা জানতে হবে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা ও সহযোগিতাসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে শিখতে হবে;
- কমিউনিটির মধ্যে এতিম ও অন্যান্য বিপদাপন্ন জনগণ, জেন্ডারভিত্তিক ও যৌন সহিংসতা সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো জানতে সুরক্ষা বিভাগের সাথে কাজ করতে হবে; শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা এবং সামাজিক ও মনোসামাজিক সেবাগুলো সম্পর্কে জানতে হবে;
- বিদ্যালয় ভিত্তিক, কমিউনিটি ভিত্তিক ও অন্যান্য পুষ্টি সেবা সম্পর্কে জানতে পুষ্টি বিভাগের সাথে কাজ করতে হবে;
- নিরাপদ ও যথার্থ স্থান, নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং শিখন অভিগম্যতা ও বিনোদন সুবিধা; শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য আশ্রয় ও ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে কাজ করতে হবে;
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগের সাথে কাজ করতে হবে যাতে শিখনের স্থানসমূহের জন্য নিরাপদ পানি ও যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশনের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে;
- বইপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ, সরবরাহ ও বিতরণের জন্য লজিষ্টিক বিভাগের সাথে কাজ করতে হবে।

(সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ১, ও ৩ - ৪, পৃষ্ঠা ৩৩ ও ৩৪-৩৫ এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ১০৮ দেখুন)।

৭. **শিক্ষা ও মনো-সামাজিক চাহিদা:** সাধারণ চাহিদা নিরূপণ হিসেবে শিক্ষা ও মনো-সামাজিক চাহিদা এবং সম্পদের বিক্ষিপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। নিরূপণ দলের সদস্যরা স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এরূপ নিরূপণে সহায়তা করতে পারে। সংস্থাসমূহকে তাদের সম্পদ, কর্মচারী এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা দিয়ে নিরূপণ দলের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৮. **নিরূপণ ফলাফল:** যতদ্রুত সম্ভব নিরূপণ ফলাফল সহজপ্রাপ্য হতে হবে, যাতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করা যায়। দুর্যোগ পূর্ববর্তী উপাত্ত এবং দুর্যোগ পরবর্তী নিরূপণ, সম্পদ ও শিক্ষার চাহিদা চিহ্নিত করে এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, এনজিও, মানবিক সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী শিক্ষা অধিকার লংঘন বা পূরণ করতে এই উপাত্তগুলো নিয়ে মতবিনিময় করবে।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরূপণ ফলাফল নিয়ে আলোচনার সমন্বয় করবে। যদি এ কাজ করার মতো শিক্ষা বিভাগের সক্ষমতা না থাকে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী যেমন- শিক্ষা বিভাগ সমন্বয় কমিটি বা শিক্ষা ক্লাষ্টার এটি পরিচালনা করতে পারে। নিরূপণ ফলাফল উপাত্ত উপস্থাপন মানসম্মত হতে হবে যাতে তথ্যসমূহ সহজে ব্যবহার করা যায় (সমন্বয় মান ১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬ দেখুন)।

পর্যালোচনা মান ২:
সাড়াদানের কৌশল

প্রেক্ষাপটের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা, শিক্ষা অধিকারে বাধা এবং এইসব বাধা অতিক্রমের কৌশল প্রভৃতি একীভূত শিক্ষা সাড়াদান কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- সাড়াদানের কৌশল যথাযথভাবে নিরূপণ ফলাফলকে প্রতিফলিত করে (নির্দেশিকা ১-২ দেখুন)।
- শিক্ষা সাড়াদান ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একীভূত ও মানসম্মত শিক্ষার চাহিদা মেটায় (নির্দেশিকা ১, ৫ ও ৮ দেখুন)।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা সেবা প্রদানকারীর কোনো ক্ষতি না করে এবং জরুরি পরিস্থিতি যেন আরোও দুদর্শাগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সাড়াদানের কৌশলসমূহকে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে (নির্দেশিকা ৩ ও ৭ দেখুন)।
- বিদ্যমান শিক্ষা সাড়াদান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য প্রাথমিক নিরূপণ ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা থেকে সংগৃহীত তথ্য, নতুন সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে হালনাগাদ করা হয় (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।
- সক্ষমতাসহ সাড়াদান কৌশল তৈরি যা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিরূপণ কাজ সম্পাদন ও সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- শিক্ষা সাড়াদান জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিপূরক এবং সমন্বিত (নির্দেশিকা ৬ ও ৮ দেখুন)।
- কর্মসূচির শুরুতে পদ্ধতিগতভাবে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় (নির্দেশিকা ৯ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **সাড়াদান কৌশল:** উপাত্ত নিরূপণের উপর ব্যাখ্যা ও সার্বিক পর্যালোচনায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে যা এই নিশ্চয়তা দেয় যে, নিরূপণ হতে বেড়িয়ে আসা প্রাপ্ত ও অগ্রগণ্য বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে সাড়াদান কৌশল তৈরি হয়েছে। এটা ঝুঁকি নিরূপণ ফলাফল পরিহার করে যা ইতিমধ্যেই কর্মসূচি সাড়াদানের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

   সাড়াদানের কৌশলে শিক্ষা বিভাগের মুখ্য ভূমিকা ও অন্যান্য 'সংশ্লিষ্টপক্ষ'দের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষা খাতে বিভিন্ন ধরনের খরচ যেমন শিক্ষকদের বেতন, সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সঙ্গতি রেখে করতে হবে এবং তা টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি হতে হবে।

সাড়াদান কৌশল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান ও কার্যকরী সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সঠিক আপদকালীন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ও স্তরের শিক্ষা, ঝুঁকি ও আপদ বিষয়ে সচেতনতা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে সাড়াদান কৌশল নির্দেশ করবে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ এবং মূল্যায়নসহ অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদির জন্য বাজেট রাখা উচিত (কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ২৪, দেখুন)

জেন্ডার প্রতিবন্ধকতাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা থাকতে হবে, এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য সকল স্তর ও সকল ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি করতে হবে। সাড়াদান কৌশলে একীভূত শিক্ষা সহায়তা দিতে এবং শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধিতে যতোটা সম্ভব নমনীয় হওয়া উচিত।

২. **উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনার জন্য সক্ষমতা তৈরি:** শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কর্মচারী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য সাড়াদান কৌশল সক্ষমতা তৈরিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। নবীন কমিউনিটি সদস্য উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সম্পৃক্ত হতে পারে। নিরূপণ উপাত্ত পর্যালোচনা ও সংগ্রহকে কার্যকর ও ব্যাপক করতে হলে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভারসাম্যতা খুবই জরুরি (পর্যালোচনা মান ৩, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৪৮ এবং পর্যালোচনা মান ৪, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৫১ দেখুন)।

৩. **'ডু নো হার্ম':** জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদান যে সমস্ত এলাকায় সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, সে সমস্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সম্পদ যেমন- প্রশিক্ষণ, চাকুরি, খাদ্যের যোগান ইত্যাদি স্থানান্তর করে। এ সম্পদগুলো প্রায়ই সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সম্পদ কমিউনিটির মধ্যে সংঘাত বা বৈষম্য তৈরি করতে পারে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিস্থিতিতে, কিছু মানুষ এই সম্পদ নিজেদের স্বার্থে বা নিজেদেরকে আরও সম্পদশালী বা ক্ষমতাশালী করতে ও অন্য পক্ষকে দুর্বল করতে এই সম্পদগুলো ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি এই ধরনের পরিস্থিতি হয় তবে তা শিক্ষা সাড়াদানে প্রভাব ফেলতে পারে। ঝুঁকি এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত পর্যালোচনার উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে এই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ দেখুন)।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পদের স্থানান্তর এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়া স্থানীয় সক্ষমতাকেও শক্তিশালী করতে পারে। এই ধরনের কার্যক্রম, কমিউনিটিকে একত্র করতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিকারী মানসিক চাপের উৎস ও বিভাজন কমিয়ে আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পেশাগত আগ্রহে জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে। পূর্বের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একত্রীকরণের মাধ্যমে অধিক সমদর্শীতামূলক কমিউনিটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

৪. **সাড়াদান কৌশল হালনাগাদ:** জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা এবং উন্নয়ন পর্যন্ত শিক্ষার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সাড়াদান কৌশল নিয়মিত পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করবে। সময় অনুযায়ী প্রাপ্ত সাফল্য, জরুরি অবস্থার পরিবর্তন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক পরিবর্তন কৌশল প্রকাশ করতে হবে। এখানে পূরণ হয়নি এমন চাহিদা ও অধিকারগুলোর বর্তমান হিসাব এবং ঐ চাহিদাগুলো পূরণের জন্য কৌশলের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। গুণগত অবস্থা, শিক্ষা, প্রচার, টিকে থাকা এবং সার্বিক অংশীদারিত্বের ইতিবাচক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. **দাতাদের সাড়াদান:** শিক্ষার ন্যূনতম মান ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য দাতাদের জরুরি শিক্ষা সাড়াদানের মান ও প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা করা উচিত। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়, শিক্ষা সুবিধায় সকলের সমান প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে বিপদাপন্ন দলের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা এবং তালিকাভুক্তির বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। 'সমান সুযোগ' বালক ও বালিকা শিশু, নবীন ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থী বিশেষ করে প্রতিবন্ধীতা বা ভাষাগত ও জাতিগত ভেদাভেদের কারণে যারা প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে তাদের সমান সুযোগ করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করতে শিক্ষা সাড়াদান তহবিল গঠনের সময় পানি, খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য খাতে সাড়াদানকেও সমান অগ্রাধিকার দিতে হবে। আশ্রয়দাতা দেশের শরণার্থী বা আন্তঃস্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার বহাল রাখার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা রাখা বেশ কঠিন। স্বল্পমেয়াদী তহবিল চক্রের মধ্যে কার্যক্রম সীমিত করা উচিত নয় এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সময় পর্যন্ত এই কার্যক্রম চালু রাখা উচিত। (নিচের নির্দেশিকা ৭, অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ১-২, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭ এবং *INEE Reference Guide: to External Education Financing দেখুন:* **www.ineesite.org/toolkit**)

৬. **জাতীয় কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ:** জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচি প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক ও জীবিকা অর্জনের শিক্ষাসহ জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয় ও তা আরোও শক্তিশালী করতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা, পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা কার্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী দলের শিশুসহ সকল শিশুদের একীভূত শিক্ষা এবং ভবিষ্যতে আরোও ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদান ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একসাথে কাজ করা উচিত (শিক্ষানীতি মান ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৭ ও শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৯ দেখুন)।

৭. **জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদান প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস:** সংকটকালীন সময়ের পর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সময়ে ও জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধকল্পে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান প্রস্তুতির জন্য উন্নয়ন সংস্থা ও দাতাসমূহের সহায়তা প্রদান করা উচিত। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রস্তুতি কার্যক্রম সাশ্রয়ী ও কার্যকর হতে পারে কারণ এটি শিক্ষা

কর্তৃপক্ষ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভালো পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সাড়াদান কার্যক্রম করা যায়। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করার অর্থ জরুরি পরিস্থিতির সময় কম বিনিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

৮. **সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতাকে জয় করা:** মানবিকতার সংগঠনসমূহ শিশু, প্রাথমিক শিক্ষা অথবা শরণার্থীদের জন্য সীমিত বাধ্যবাধকতা নিয়ে এটি নিশ্চিত করে যে, তাদের শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পক্ষদের (স্টেকহোল্ডারদের) পরিপূরক। সার্বিক শিক্ষা কৌশলসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখবে:

- প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন;
- একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা;
- মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ নবীনদের চাহিদা;
- প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা;
- চাকুরী পূর্ব ও চাকুরীকালীন সময়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য সাক্ষরতা ও গণণা শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং সচেতনতা (যেমন ভূমিমাইন সম্পর্কে সচেতনতা) বৃদ্ধির জন্য কৌশলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেসব এলাকায় দুর্যোগ পরবর্তী লোকজন ফিরে এসেছে সেসব এলাকায় অতিরিক্ত ক্লাস ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদান করতে হবে (সমন্বয় মান ১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬ ও শিক্ষণ ও শিখন মান ১-২, পৃষ্ঠা ৭৫-৮৩ দেখুন)।

৯. **প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহকরণ:** 'প্রাথমিক উপাত্ত' বলতে নুতন শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পূর্বে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বুঝায়। এটি কর্মীদের শিক্ষা পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সময় পরবর্তীতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার সাথে শিক্ষা পরিস্থিতির তুলনা বোঝার জন্য প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে সাহায্য করে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ অবশ্যই নিয়ম মাফিক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যার বিক্ষিপ্ত উপাত্ত, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ইত্যাদি। সাহায্য সহযোগিতার সময় উপাত্ত সুনির্দিষ্ট হতে পারে। যেমন, যদি স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতির হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া হয়, তবে কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগে মেয়েদের উপস্থিতির হার প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে প্রয়োজন হবে।

পর্যালোচনা মান ৩:
পরিবীক্ষণ

শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিখন চাহিদা স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয় (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- বিপদাপন্ন মানুষদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা, তাদেরকে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা এবং পরিবীক্ষণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- বিক্ষিপ্ত শিক্ষা উপাত্তগুলো নিয়মিত এবং যথাযথভাবে সংগ্রহ করা এবং শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমে তা অবহিত করা (নির্দেশিকা ৩-৪ দেখুন)।
- শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ (স্টেকহোল্ডার), বিশেষ করে আক্রান্ত এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে শিক্ষা উপাত্তগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ ও নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয় (নির্দেশিকা ৩-৪ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **পরিবীক্ষণ:** কর্মসূচিগুলো জনগণের পরিবর্তনশীল শিক্ষা চাহিদা মেটাচ্ছে কি-না এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা কিভাবে সাড়া দিচ্ছে তার পরিমাপক হচ্ছে পরিবীক্ষণ।

- পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করে যে, সাহায্যের জন্য গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলো প্রাসঙ্গিক ও সাড়াদায়ক;
- উন্নয়নের সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে;
- দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রশমন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অবদান রাখে ;
- জবাবদিহিতা তৈরি করে;

শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিত প্রভাব যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রান্তিকতা, বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-সংঘাত অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি না করে তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। পরিবীক্ষণের জন্য পরিচালিত অঘোষিত পরিদর্শন পরিবীক্ষণ উপাত্তের বৈধতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কিভাবে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে কি ধরনের সম্পদের প্রয়োজন তা পরিবীক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। দ্রুত চাহিদা ও সমস্যা লক্ষ্য করে, নমুনার ভিত্তিতে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা

কর্মসূচি থেকে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ তথ্যগুলো হলো:

- ভর্তি ও ঝরে পড়া সংক্রান্ত বিক্ষিপ্ত উপাত্ত;
- স্কুলে আসার আগে শিক্ষার্থীরা খাদ্য গ্রহণ করে কিনা;
- পাঠ্য বই, শিক্ষণ ও শিখন উপকরণের সহজলভ্যতা।

স্কুল বহির্ভূত শিশু ও নবীন এবং তাদের স্কুলে ভর্তি না হওয়া বা স্কুলে উপস্থিত না হওয়ার কারণ খুঁজে দেখার জন্য বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ করে পরিবীক্ষণ পরিচালনা করা যেতে পারে। পরিবীক্ষণ চলাকালীন সময়ে মহিলা এবং বিপদাপন্ন মানুষের কথা সরাসরি শোনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো নৃগোষ্ঠীর অথবা অন্যান্য সামাজিক দলের উপাত্ত খুব স্পর্শকাতর হয় ও ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা কঠিন হয় তবে নমুনা জরিপ ও উপানুষ্ঠানিক কথোপোকথনের মতো মানসম্মত মতামত, সুনির্দিষ্ট দলের সদস্যদের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে পারে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষা অবকাঠামোর কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন বিষয়গুলোকে পরিবীক্ষণ ও এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করা প্রয়োজন। যেখানে সশস্ত্র আক্রমণ, অপহরণ, শিশুদের জোড়পূর্বক সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ, জেন্ডার সহিংসতা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি আছে সেখানে প্রতিবেদন দাখিলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ধরনের পরিবীক্ষণে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, সুরক্ষা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) স্থানীয় ও জাতীয় কর্তৃপক্ষ অথবা জাতিসংঘ ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনের তথ্যের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় আনা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজন হলে পরিবীক্ষণ এর ফলাফল অনুসারে চলমান শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচির পরিবর্তন করতে হবে।

২. **পরিবীক্ষণে জনসম্পৃক্ততা:** ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সকল দলের সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বিবেচনায় রেখে পরিবীক্ষণে জড়িত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জেন্ডার-সমতার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ দল গঠন, স্থানীয় ভাষায় কথা বলার পারদর্শীতা এবং উপাত্ত সংগ্রহে প্রশিক্ষণ জরুরি। স্থানীয় সাংস্কৃতিক আচরণ অনুযায়ী নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির আলাদাভাবে কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন শিক্ষা কর্মসূচির তাৎপর্য পরিবীক্ষণে যত দ্রুত সম্ভব নবীন সম্প্রদায়সহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশেষ দল যেমন কিশোরী বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে এই পরিবীক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ (পর্যালোচনা মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৪৪; পর্যালোচনা মান ৪, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৫১ দেখুন)।

৩. **শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:** শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি সাধারণত জাতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিই শিক্ষা উপাত্ত বিশ্লেষণ ও একত্রীকরণ করে থাকে। যদি শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তা বিলুপ্ত হতে পারে অথবা এটাকে আরও উন্নত করার প্রয়োজন হতে পারে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি অথবা এরূপ বিষয়গুলোর উন্নয়ন অথবা পুনর্বাসনের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির প্রয়োজন হতে পারে। তৈরি সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট জনগণকে তথ্য সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, ব্যাখ্যা, ব্যবহার ও আদান-প্রদানে সহায়তা করে। পুনর্গঠন পর্যায়ে সরকারি কর্তৃপক্ষকে সাথে নিয়ে একটি কর্ম পদ্ধতি তৈরির লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব এটি শুরু করা উচিত (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ১০৬; শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৯ দেখুন)।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে একযোগে ব্যবহারযোগ্য সফটওয়ার এবং হার্ডওয়ার আবশ্যক। জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্র যেমন- জাতীয় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে তথ্য আদান প্রদানে উপযুক্ত উপকরণ থাকতে হবে। বিশেষ সফটওয়ার যুক্ত মোবাইল ফোন উপাত্ত সংগ্রহকে উন্নত করতে পারে, কিন্তু অপর্যাপ্ত সম্পদের কারণে যে সমস্ত এলাকায় প্রযুক্তির অভাব রয়েছে সেখানে উপাত্ত সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়।

৪. **শিক্ষার্থীদের পরিবীক্ষণ:** একটি কোর্স চলাকালীন সময়ে এবং শেষ হওয়ার পর যখনই সম্ভব শিক্ষার্থীদের পরিবীক্ষণ করা উচিত। গুণগত ও পরিমাণগত নিরূপণের মাধ্যমে পরিচালিত পরিবীক্ষণে যে বিষয়গুলো থাকবে:

- ছোট শিশুদের স্নায়বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মনো সামাজিক উন্নয়ন;
- সাক্ষরতা ও গণনা বিষয়ক দক্ষতার ধারণক্ষমতা;
- মূল জীবন দক্ষতা বিষয়ক সচেতনতা ও তার ব্যবহার;
- সাক্ষরতা পরবর্তী পাঠ উপকরণের অভিগম্যতা;

বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ শিক্ষার্থীদের চাকুরীর সুযোগ অব্যাহত রাখবে। শিক্ষার্থীদের কোর্স পরবর্তী পরিবীক্ষণ কর্মসূচির নকশা প্রণয়নে মূল্যবান মতামত সরবরাহ করে। (শিক্ষণ ও শিখন মান ৪, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭ দেখুন এবং আরও দেখুন SEEP Network *Minimum Standards for Economic Recovery offer Crisis* Employment Creation Standard and Enterprise Development Standards)।

পর্যালোচনা মান ৪: মূল্যায়ন
নিয়মমাফিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমকে উন্নত করে এবং এর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- শিক্ষা সাড়াদান কর্মসূচির নিয়মিত মূল্যায়ন উপাত্তসমূহকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে এবং ভবিষ্যত শিক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করে (নির্দেশিকা ১-২ দেখুন)।
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষসহ সকল স্টেকহোল্ডাররা মূল্যায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।
- শিখন ও ভালো অনুশীলনগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যত এডভোকেসী, কার্যক্রম ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করে (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এর মধ্যে পার্থক্য:** শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মূল চাবি হলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। পরিবীক্ষণ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া যা নিয়মিতভাবে শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অগ্রগতি পরিমাপ করে। এটি শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মীদের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কর্মসূচি পরিবর্তনের অনুমতি দেয়, যা শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সঠিক পথে চলছে এই নিশ্চয়তা দেয়।

মূল্যায়ন বার বার হয় না, এটি সাধারণত কার্যক্রমের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে পরিচালিত হয় এবং বাইরের বা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তি দ্বারা মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়। এটি কর্মসূচির যে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ন এবং পরিমাপ করে। কর্মসূচিগুলো প্রবিধান ও নীতি অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ছিলো কিনা এবং দক্ষ পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা মূল্যায়ন তা তুলে ধরে।

২. **শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রমের মূল্যায়ন:** শিক্ষা সাড়াদান কার্যক্রম মূল্যায়নের সময় কিছু কৌশল এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত যা কর্মসূচির ফলাফল ও প্রভাবকে বিশ্বাসযোগ্য করবে, যা ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে অবহিত করবে। 'প্রভাব' হলো মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে সেসব পরিবর্তনের পরিমাপ। জেন্ডার এবং বয়স দ্বারা বিক্ষিপ্ত গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিমাণগত উপাত্ত বলতে বুঝায় যা গণনা করা যায়। এগুলো স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি, ঝরে পড়া এবং অর্জনের ফলাফল পরিমাপ করে। গুণগত উপাত্ত হলো সে সমস্ত বস্তু যা সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এটা প্রক্রিয়াসমূহ এবং ফলাফল বুঝতে সাহায্য করে। স্কুল বা শিক্ষা কেন্দ্রে কি ঘটেছে এবং স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি, ঝরে পড়ার হারের কারণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান ইত্যাদি গুণগত।

উপাত্তের অন্তর্ভুক্ত (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮; সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫ দেখুন)।

৩. **মূল্যায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** শিক্ষার্থী, কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালার জন্য মূল্যায়ন বাজেট করতে হবে। এই কর্মশালা মূল্যায়নের পরিচিতি এবং ব্যাখ্যা করতে পারে, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন পরিকল্পনা তৈরি, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের পর্যালোচনা ও ফলাফলকে একসাথে ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেয়। উপাত্ত সংগ্রহের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে হবে এবং সুপারিশমালা তৈরিতে সহায়তা করা উচিত যার প্রকৃত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রস্তাবিত সুপারিশমালা থেকে প্রাপ্ত বাস্তব সমস্যাগুলোর প্রতি শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা দৃষ্টি দিতে পারে (পর্যালোচনা মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৪৪; পর্যালোচনা মান ৩, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৪৮ এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৯ দেখুন)।

৪. **মূল্যায়ন ফলাফল আলোচনা ও অর্জিত শিক্ষা:** কমিউনিটি সদস্যসহ সকলের সাথে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মূল ফলাফল বিশেষ করে সুপারিশমালা ও অর্জিত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এগুলো ভবিষ্যত কাজ সম্পর্কে জানাবে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং জরুরি পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য বা যারা নামবিহীন ও সংবেদনশীল উপাত্ত প্রদান করে সে সকল উপাত্ত পরিহার করার জন্য সংবেদনশীল উপাত্তগুলো খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ৩ ও ৫, পৃষ্ঠা ৩৪ ও ৩৫ ও শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ১০৮ দেখুন)।

T এই মানগুলো বাস্তবায়নে এই টুলগুলো সাহায্য করবে INEE Toolkit: www.ineesite.org/toolkitNEE Toolkit:

INEE Toolkit:

- INEE ন্যূনতম মান
  - বাস্তবায়ন টুল
    - শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী

২ অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ

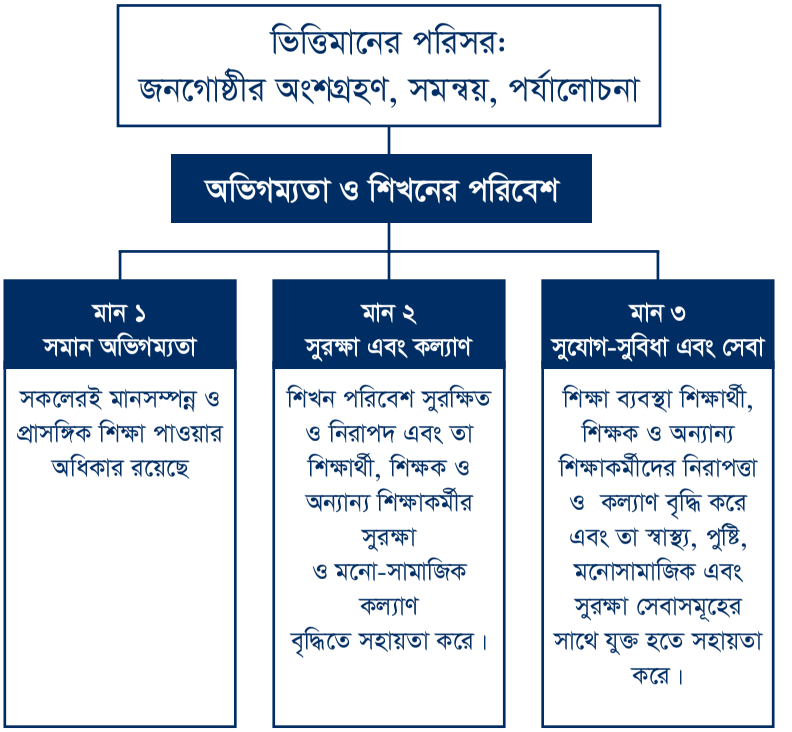
ভিত্তিমানের পরিসর:
জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, সমন্বয়, পর্যালোচনা
অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ
মান ১
সমান অভিগম্যতা
সকলেরই মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে
মান ২
সুরক্ষা এবং কল্যাণ
শিখন পরিবেশ সুরক্ষিত ও নিরাপদ এবং তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর সুরক্ষা ও মনো-সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
মান ৩
সুযোগ-সুবিধা এবং সেবা
শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং তা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনোসামাজিক এবং সুরক্ষা সেবাসমূহের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করে।

জরুরি পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও সম্পদ হিসেবে শিক্ষায় অভিগম্যতা অত্যন্ত সীমিত হয়ে আসে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আসার ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা জীবন রক্ষাকারী জ্ঞান এবং টিকে থাকার দক্ষতার যোগান দিতে পারে এবং এটি এমন একটি পরিবর্তনের সুযোগ করে দেয়; যা শিক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ এবং মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা বেশ জটিল। এখানে একটি সমস্যা হলো, নতুনভাবে বিপদাপন্ন মানুষ শিক্ষার সুযোগ পাবে না অথবা আগেকার ঝুঁকির ধরন এবং বাধাসমূহ জরুরি সাড়াদানকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে, জাতীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হলো প্রত্যেক ব্যক্তির নিরাপদ শিখন পরিবেশে প্রাসঙ্গিক ও মানসম্মত শিক্ষার অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। এটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের শারীরিক সুরক্ষা এবং মনো-সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীগণ শিক্ষা কেন্দ্রে আসা যাওয়ার সময় এমনকি বিদ্যমান শিখন পরিবেশের মধ্যেও প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকির সম্মুখীন হন। ফলে জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসার সময় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শারীরিক ও মনো-সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারে। অস্থায়ী ও স্থায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন-স্কুল, শিখনস্থান ও শিশুবান্ধব জায়গাগুলোর অবস্থান, নকশা ও নির্মাণ এমন হওয়া উচিত; যাতে সম্ভাব্য সকল আপদে টিকে থাকতে পারে এবং যারা জরুরি পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানে ইচ্ছুক; তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়।

নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষণ ও শিখনের বাধাসমূহকে কমিয়ে আনে। ফলে শিক্ষার সুযোগ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে এবং দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। ফলে জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টির আগে যে সকল এলাকায় অসম শিক্ষার প্রচলন ছিল, সেখানে নিরাপদ ও অধিকতর ন্যায়সঙ্গত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

বৈষম্যে মাধ্যমে কাউকেই শিক্ষার অভিগম্যতা ও শিখনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। শিক্ষার সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা হ্রাস করতে এবং শিক্ষার অধিকার পূরণ করতে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসেবা কর্মসূচি প্রদান করতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি এবং সুনির্দিষ্ট জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষাকর্মীকেই সজাগ থাকতে হবে। এই ঝুঁকিগুলো কমাতে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিতে হবে। বৈষম্য নানা কারণে হতে পারে, যেমন: শিক্ষা ফি, ভাষা এবং বিভিন্ন রকমের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা; যার ফলে কোনো বিশেষ ধরনের জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১: সমান অভিগম্যতা

সকলেরই মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

করণীয় (নির্দেশিকাসহ পড়তে হবে)

- বৈষম্যের কারণে কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠী শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং শিখনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- শিক্ষার অবকাঠামো এবং স্থান সকলের প্রবেশযোগ্য হবে (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- ভর্তি প্রক্রিয়ায় সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে, যেমন প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রদান, ইত্যাদি (নির্দেশিকা ২ এবং ৪ দেখুন)।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা চাহিদা পূরণে একটি নমনীয়, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ক্রমান্বয়ে সরবরাহ করা হয়েছে (নির্দেশিকা ৩-৫ দেখুন)।
- প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে সকল শিশু, নবীন ও প্রাপ্তবয়স্কদের মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে (নির্দেশিকা ৬-৭ দেখুন)।
- শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা, শিক্ষায় সাম্যতা ও মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সরবরাহ রয়েছে (নির্দেশিকা ৮ দেখুন)।
- জরুরি পরিস্থিতির কারণে শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রবেশ অথবা পুনঃপ্রবেশের সুযোগ রয়েছে (নির্দেশিকা ৯ দেখুন)।
- দুর্যোগ শরণার্থীদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি নিজ নিজ দেশের সাথে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা কর্মসূচি আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে না।

নির্দেশিকা

১. **বৈষম্য:** লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধীতা, এইচআইভির মাত্রা, জাতীয়তা, বর্ণ, জাতি, আদিবাসী, বংশ, গোত্র, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক যোগাযোগ, যৌন অভ্যাস, আর্থ-সামাজিক পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশেষ শিক্ষা চাহিদার ওপর বাধা আরোপের ফলে বৈষম্য তৈরি হয়। আবার বৈষম্য আরোপিতও হতে পারে। অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং নীতিতে অন্তর্ভুক্তি ও চর্চায় প্রতিফলনের অভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবেও বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। গর্ভবতী মেয়ে বা এইচআইভি আক্রান্ত শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের ফিস, পোশাক, বই এবং অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে পারে।

জরুরি পরিস্থিতির কারণে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর জনগণ সমস্যায় পড়তে পারেন। আবার কেউ কেউ জরুরি অবস্থা ও স্থানচ্যুতির কারণে বেশি বিপদাপন্ন হতে পারে। এদের মধ্যে রয়েছে:

- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী;
- যারা অনেক বেশি মানসিক, শারীরিক ও মনো-সামাজিক সমস্যায় ভুগছে এমন মানুষ;
- বালিকা;
- নবীন;
- সশস্ত্র বাহিনী বা দলের সাথে জড়িত শিশু;
- কিশোর কিশোরী প্রধান পরিবার;
- কিশোরী মাতা;
- নির্দিষ্ট জাতি অথবা অন্যান্য সামাজিক দলের মানুষ।

জরুরি পরিস্থিতিতে সকলের কাছে শিক্ষাসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং মানবিক সেবা প্রদানকারী সংগঠনসমূহের নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে। এর অর্থ হলো, যারা শিক্ষা সুযোগ থেকে বাদ পড়েছে তাদের চাহিদা নিরূপণ এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ধরনের শিখন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন মানুষদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা। বৈষম্যমূলক নীতি এবং এর চর্চা; যা শিখন সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে ও তার প্রতিকার করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ভৌগোলিক ও বিভিন্ন বয়সের কারণে শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ হারালে এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করে; যা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সমঝোতা দলিল ১৯৬৬ (The Intrenational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966) শিক্ষা অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে:

- অনুচ্ছেদ-২: 'যে কোনো জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা ভিন্ন মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক পরিচয়, সম্পদ, জন্ম ও মর্যাদার কারণে কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া সকলেরই শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে'।
- অনুচ্ছেদ-১৩: প্রত্যেকের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে 'যা মানুষের মানবিক গুণাবলী ও মর্যাদাবোধের পূর্ণ উন্নয়নের পথে পরিচালিত হবে এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে সম্মান করার বিষয়টি সুদৃঢ় করবে। শিক্ষা একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে সকলকে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবে, সকল জাতি, বর্ণ, জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহনশীলতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করবে'। অনুচ্ছেদ ১৩ রাষ্ট্রসমূহের কাছে এই অধিকার পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকার করে যে; ১. প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং তা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে; ২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক

শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সহজলভ্যতা ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে প্রদান করা হবে; ৩. যে সব ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষার সকল ধাপ সমাপ্ত করতে পারেনি তাদেরকে মৌলিক শিক্ষার সকল ধাপ সমাপ্ত করতে উৎসাহিত করা হবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১ ও ৭, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ ও ১০৬-১০৭ এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯ দেখুন)।

২. **ভর্তি, তালিকাভুক্তিকরণ এবং অব্যাহতকরণ:** ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের তালিকা ও প্রয়োজন নমনীয় হবে। নাগরিকত্ব, জন্ম ও বয়সের প্রত্যয়নপত্র, পরিচয়পত্র, স্কুলের রিপোর্ট কার্ড ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না; কেননা জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের এইসব কাগজপত্র নাও থাকতে পারে। বয়সসীমা বেঁধে দেওয়া উচিত হবে না, তবে সুরক্ষার বিষয় এবং সাংস্কৃতিক নিয়মাবলীকে সম্মান জানাতে হবে। ঝরে পড়া শিশুদের জন্য দ্বিতীয়বার ভর্তির অনুমতি দিতে হবে। বিপদাপন্ন শিশুদের চিহ্নিত করতে হবে এবং এদের সম্পৃক্ত করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেখানে নিরাপত্তার বিষয় জড়িত সেখানে দলিলপত্রাদি ও ভর্তির তথ্য গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে (নিচের নির্দেশিকা ৪ দেখুন; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, ২ ও ৭, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫ ও ১০৬-১০৭ এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৮ দেখুন)।

৩. **মানসম্মত শিক্ষা সুযোগের পরিসর:** মানসম্মত শিক্ষার সুযোগের প্রয়োজনীতা রয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীরা যেন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা। এই সুযোগ পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। এগুলো হতে পারে:

- প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন;
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা;
- সাক্ষরতা ও গণনা শিক্ষা
- জীবনধর্মী শিক্ষা;
- যুব ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম যেমন-কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

পরিস্থিতি সংকটপূর্ণ হলে, যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে; সেই সব শিশুবান্ধব জায়গা অথবা নিরাপদ স্থানগুলোকে সর্বপ্রথম সাড়াপ্রদান কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। শিশুবান্ধব স্থান নিরাপদ রাখার মাধ্যমে শিশু ও নবীনদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। কিছু শিশু ও নবীন; যাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব থেকে ধারণা রয়েছে তারা আনুষ্ঠানিক ক্লাসে যোগ দিতে পারে; বাকিরা উপানুষ্ঠানিক শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। এখানে শিশু থেকে নবীন; সকল বয়সের শিক্ষার্থীই বিভিন্ন কাঠামোগত শিক্ষা, খেলাধুলা, নাটক, চিত্রাংকন, গানবাজনা, সুরক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তায় অংশগ্রহণ করবে। শিশুবান্ধব স্থানে বিভিন্ন কমিউনিটির জনগণ, মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মীগণ ভ্রমণ করবেন এবং আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চাহিদা ও সক্ষমতা নিরূপণ এমনকি স্থানীয় উদ্যোগে কিভাবে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা যায়; তা নিরূপণ করবেন।

৪. **নমনীয়তা:** জরুরি পরিস্থিতিতে শিখন সুযোগ নমনীয় এবং পরিস্থিতির সাথে মানানসই হবে। যে বিষয়গুলোতে মিল থাকবে তা হলো:

- বিশেষ কোনো গ্রুপের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে ক্লাসের সময়সূচি, ঘণ্টা, অথবা বাৎসরিক সময়সূচির পরিবর্তন হতে পারে;
- শিক্ষা প্রদানের বিকল্প প্রক্রিয়া; যেমন নিজে পড়া, দূরবর্তী শিখন ও অতিরিক্ত ক্লাস চালু করা;
- সদ্য যারা বাবা-মা হয়েছেন তাদের জন্য 'শিশু যত্নের নিয়মকানুন' চালু করা;
- স্কুলে ভর্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন- জন্মনিবন্ধন বা বয়সের সার্টিফিকেট ব্যবহারের নিয়ম শিথিল করতে হবে (উপরের নির্দেশিকা ২ দেখুন)।

জরুরি পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেমন নবীন, নারী এবং অন্যান্য যারা নানা কারণে বাদ পড়তে পারে, তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। প্রস্তাবিত খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি শিক্ষার্থীরা দূরবর্তী এলাকায় বসবাস করে তাদের জন্য স্কুল এবং অন্যান্য শিখনের স্থান এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে; যাতে তাদের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী হয় (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭ এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৮ দেখুন)।

৫. **তাৎক্ষণিক শিক্ষা অগ্রাধিকার:** প্রাথমিক নিরূপণের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো:

- লিঙ্গ এবং বয়সভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ;
- বিপদাপন্নতা ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়;
- বিশেষ কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমন, জীবন-নির্ভর তথ্য;
- শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য।

শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তহবিল সংগ্রহ, আইন ও নিরাপত্তা বিষয়কেও প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু বিপদাপন্ন কোনো দল যেন বাদ না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে (পর্যালোচনা মান ১, পৃষ্ঠা ৩৭-৪২; শিক্ষণ ও শিখন মান ১, পৃষ্ঠা ৭৫-৮০ এবং শিক্ষানীতি মান ১-২, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫ দেখুন)।

৬. **'মানসম্পন্ন' ও 'প্রাসঙ্গিক' শিক্ষা:** এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত শব্দকোষ পৃষ্ঠা ১১৮ দেখুন)।

৭. **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা:** শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিম্নোক্ত বাধাসমূহ অপসারণ করবে:

- যোগাযোগ ঘাটতি চিহ্নিত করবে;
- প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা করবে;
- নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও মনোসামাজিক প্রযোজনয়ীতাসমূহ চিহ্নিত করবে;

- বিকল্প শিখন সুবিধার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করবে;
- সংশ্লিষ্ট সকল দল, বিশেষ করে বিপদাপন্ন মানুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

(অংশগ্রহণের সংজ্ঞার জন্য ১১৭ পৃষ্ঠার শব্দকোষ দেখুন; কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১-২, পৃষ্ঠা ২৪-৩২; এবং শিক্ষণ ও শিখন মান ৩, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ দেখুন)।

৮. **সম্পদ:** জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে জাতীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অপরিসীম। এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ, সম্পদ এবং মানবসম্পদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। যদি জাতীয় কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত সময়ে শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা দিতে অক্ষম হয় তাহলে অন্যান্য উৎস থেকে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক কমিউনিটি, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি, নির্ভরযোগ্য সংগঠন, সুশীল সমাজের মানুষ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর কথা বলা যায়। শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়া চালু রাখতে দাতাদের সহযোগিতা নমনীয় এবং সমন্বিতভাবে হতে হবে (কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ২, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৩০ এবং পর্যালোচনা মান ২, নির্দেশিকা ১ ও ৫, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ ও ৪৫ দেখুন)।

৯. **অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে হিসাবে বিদ্যালয়ের ব্যবহার কমানো:** স্থানচ্যুতদের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে বিদ্যালয় শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন অন্য কোনো উপায় থাকেনা। প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য বিকল্প স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

যখন বিদ্যালয় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন আশ্রয়কেন্দ্র এবং সুরক্ষা খাতের যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাব এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ কমিয়ে আনতে হবে। দুর্যোগের পরে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে সহমত পোষন করতে হবে। এর ফলে শিখন কার্যক্রমে বাধাসমূহ দূরীভূত হবে এবং জরুরি পরিস্থিতির পরে দীর্ঘ সময়ের জন্য আশ্রয় নেয়া পরিবারকে সরানো সহজ হয়।

যদি বিদ্যালয় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন আশ্রয়গ্রহণকারীগণ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি যেমন-বইপুস্তক, লাইব্রেরি, আসবাবপত্র, স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিনোদনের উপকরণগুলো নষ্ট না করে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলো যেন শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসাবে গণ্য হতে পারে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় স্টেকহোল্ডারদের উচিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন করা। যেমন- বিদ্যালয়ের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নতুন করে তৈরি করা বা বিদ্যালয় ভবনের কাঠামোগত উন্নতি সাধন করা (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ৪-৬, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ১০৫ দেখুন)।

অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২: সুরক্ষা এবং কল্যাণ

শিখন পরিবেশ সুরক্ষিত ও নিরাপদ এবং তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর সুরক্ষা ও মনো-সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- শিখন পরিবেশ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর জন্য বিপদমুক্ত (নির্দেশিকা ১ ও ৩-৪ দেখুন)।
- শিখনের পরিবেশ তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করতে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন (নির্দেশিকা ২-৩ এবং ৮-৯ দেখুন)।
- স্কুল, অস্থায়ী শিখন কেন্দ্র ও শিশুবান্ধব স্থানসমূহ জনসাধারণের নিকটবর্তী হবে; যাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে (নির্দেশিকা ৫-৬ দেখুন)।
- শিখন স্থানে যাওয়ার রাস্তা সকলের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং প্রবেশযোগ্য হবে (নির্দেশিকা ৫-৭ দেখুন)।
- শিখনের পরিবেশ সামরিক কাজ এবং আক্রমণ থেকে মুক্ত (নির্দেশিকা ১, ৩ এবং ৬-৭ দেখুন)।
- কমিউনিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিখন স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি ও নীতিমালা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর নিরাপদ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে (নির্দেশিকা ১ এবং ১০ দেখুন)।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অস্থায়ী শিখনের স্থান নিরাপদ রাখার প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (নির্দেশিকা ১১ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা:** একটি সুরক্ষিত শিখন পরিবেশ বিভিন্ন রকমের ভয়, বিপদ, অনিষ্ট অথবা ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। একটি নিরাপদ শিখন পরিবেশ সম্ভাব্য শারীরিক অথবা মনোসামাজিক ক্ষতি থেকে মুক্ত (১১৯ পৃষ্ঠার শব্দকোষ দেখুন)।

সুরক্ষা নিশ্চিত করা জাতীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। জাতীয় কর্তৃপক্ষ এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত ও মানসম্মত নীতি প্রণয়ন করবে এবং যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে একটি দলকে নিয়োগ করবে। যদি চলমান শিখন স্থানসমূহ অরক্ষিত ও অপর্যাপ্ত হয়, তবে জাতীয় কর্তৃপক্ষ বিকল্প নিরাপদ ও সুরক্ষিত শিখন স্থান স্থাপন করবে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে শিক্ষা প্রদান অথবা দূর হতে শিক্ষা দান পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। অরক্ষিত পরিস্থিতিতে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে পরামর্শ দিবে। নিরাপত্তা বাহিনী কখনোই শিখনের স্থানসমূহকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবে না (সুরক্ষার বিষয়ে জানতে নিচের নির্দেশিকা ৫-৭ দেখুন, নিরাপত্তার জন্য দেখুন নিচের নির্দেশিকা ২-৪, ৮-৯ ও ১১; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ দেখুন)।

২. **মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক কল্যাণ:** মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক কল্যাণ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর নির্ভর করে:

- নিরাপত্তা ও সুরক্ষা;
- স্বাস্থ্য;
- শিক্ষা প্রদানকারী (যেমন: শিক্ষক) ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উষ্ণ ও মধুর সম্পর্ক ।

শৈশবকাল থেকেই শিশু বিকাশ ও শিখনে যারা জড়িত তাদের কাছে শিশুরা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাচন উন্নয়ন, ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক ও ভালো স্বাস্থ্য তৈরির দিকে নজর দিবে। যে সকল সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীর জীবনকে প্রভাবিত করে; সেখানে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে শিশু ও নবীনেরা অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে তারা নিজেদের অপেক্ষাকৃত কম অসহায় মনে করবে এবং নিজেদের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

যদি পিতামাতা বাড়িতে সন্তানদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অপারগ হন; তবে অন্যরা এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। প্রয়োজন হলে এসবের সাথে সম্পর্কিত উপযোগী সেবা অন্যান্য মাধ্যম থেকেও গ্রহণ করা যেতে পারে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ৮, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০ দেখুন)।

৩. **সুরক্ষা:** 'সুরক্ষা' অর্থ হলো সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভয়ভীতি, অপব্যবহার, শোষণ ও সহিংসতা থেকে মুক্ত। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীকে এসব ভয়ভীতি সম্পর্কে জানতে হবে এবং শিখন পরিবেশের ভিতর ও বাহিরে যে সকল ঝুঁকিগুলো রয়েছে সেসব ক্ষেত্র থেকে সুরক্ষিত হতে হবে। সম্ভাব্য বিপদগুলো হতে পারে:

- বল প্রয়োগ করা;
- যৌন নির্যাতন;
- প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগ;
- আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা-বারুদ, ভূমিমাইন ও অবিস্ফোরিত বোমা;
- সশস্ত্র ব্যক্তি, ক্রস-ফায়ারের স্থান এবং অপহরণ, ও সামরিক বাহিনীতে নিয়োগসহ অন্যান্য সামরিক ভয়-ভীতি;
- রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা।

সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার বুঝতে কমিউনিটি, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের সাথে আলোচনা করাসহ ঝুঁকি নিরূপণ গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি নিরূপণ নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন এবং নিরূপণের সময় ঝুঁকির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলোও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ২-৩, পৃষ্ঠা ৩৭-৪০ দেখুন)।

সুরক্ষার বিষয়সমূহ অগ্রাহ্য করা হলে; প্রশিক্ষিত মানবাধিকার কর্মীদের সহায়তায় নির্দিষ্ট পরীবিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে তা যথাযথভাবে নথিবদ্ধ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে।

লিঙ্গ, বয়স অথবা ব্যক্তি কোনো বিশেষ কারণে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল কী-না; তার প্রধান দিকগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে। সমস্যার ধরন এবং কার্যকর সমাধানের জন্য এই তথ্যগুলো প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদানকারীসহ এই নির্যাতন প্রতিরোধে সাড়া প্রদানের বিষয়গুলোও নথিভুক্ত করতে হবে।

যে সকল স্থানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের শারীরিক এবং মনোসামাজিক নির্যাতন প্রায়ই ঘটে থাকে; সেখানে পরিবার ও কমিউনিটিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিতে পরিবার ও সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সকল কাজগুলো করা যেতে পারে; তা হলো:

- ছেলেমেয়েদের সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলতে মাতাপিতা ও পরিবারের বড়দের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান;
- কমিউনিটিতে সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো;
- সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একসাথে কাজ করা; যেমন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার পথে নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ দেখুন)।

৪. **জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা:** (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সংজ্ঞার জন্য ১১৪ পৃষ্ঠার শব্দকোষ দেখুন)। যৌন নির্যাতন জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এটি কিশোর ও বয়সী পুরুষদের জন্য ক্ষতিকারক হলেও মূলত: নারী ও কিশোরীরাই জেন্ডারভিত্তিক সহিসংতার মূল শিকার। শিক্ষা কার্যক্রমে যৌন হয়রানি ও নির্যাতন নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের ভেতরে এবং আসা যাওয়ার পথে ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো বাবা-মা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীগণ যৌথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন:

- যৌন হয়রানি, নির্যাতন, এবং যৌন অপব্যবহারের শাস্তির বিধান কঠোর এবং এ সম্পর্কিত আইনগুলো জনসম্মুখে প্রচার করা;
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর আচরণবিধিতে এই বিধানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা; যাতে তারা বুঝতে পারে কী ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়;
- মেয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে যৌন হয়রানির শিকার না হয় এবং শিখন স্থানে নিরাপদ বোধ করে; সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যেখানে নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের মধ্যে ভারসাম্য অনুপাত নেই; সেখানে কমিউনিটি থেকে নারী স্বেচ্ছাসেবককে শ্রেণিকক্ষ সহায়িকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সংঘটিত হলে, গোপনীয়তা ও নিরাপদ প্রতিবেদন, অভিযোগ প্রদানের সুযোগ এবং সাড়া প্রদানের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো জাতীয় কর্তৃপক্ষ বা স্বাধীন কোনো সংগঠন, যাদের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় আক্রান্তদের টিকে থাকার

জন্য সুসমন্বিত রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য, মনোসামাজিক সুরক্ষা ও আইনগত সহায়তা সহজপ্রাপ্য হতে হবে (নিচের নির্দেশিকা ৯ দেখুন; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ দেখুন) ।

৫. **শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন স্থানের মধ্যে সর্বোচ্চ দূরত্ব:** শিক্ষার্থী ও শিখন স্থানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ দূরত্ব স্থানীয় অথবা জাতীয় মান দ্বারা নির্ধারিত হবে। সৈনিকদের আবাসন, স্থলমাইন এবং ঘন জঙ্গলে শিখনস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অভিগম্যতা বিবেচনা করা জরুরি। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিখনের স্থান নির্বাচন এবং সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। যদি শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের দূরত্ব এত বেশি হয় যে তারা বিদ্যালয়ে আসতে পারবে না সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাছে কোথাও অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে (উপরের নির্দেশিকা ৩ এবং নিচের নির্দেশিকা ৬-৭ দেখুন)।

৬. **বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথ:** সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী এবং কমিউনিটির বিদ্যালয়ে যাতায়াতকে নিরাপদ করতে সম্ভাব্য ভয়-ভীতি ও হুমকির উপকরণসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে একমত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে শিক্ষার্থীদেরকে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হয় বা যে পথে আলোর ব্যবস্থা কম সেসব ক্ষেত্রে রাস্তায় প্রয়োজনীয় আলোর সরবরাহ নিশ্চিত করা, সমাজের বয়স্কদের দ্বারা পাহারা দেয়া, শিক্ষার্থীদের ব্যাগে বা পোশাকে আলো প্রতিফলক ফিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে (উপরের নির্দেশিকা ৩ ও নিচের নির্দেশিকা ৭, দেখুন; কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ২-৫, পৃষ্ঠা ২৫-২৮; এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ দেখুন)।

৭. **ঝুঁকিমুক্ত শিক্ষা:** কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে শারীরিক ও মনোসামাজিক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ঝুঁকি কিছুটা কমানো যায়:

- নিরাপত্তা বিষয়ক বার্তা, মনোসামাজিক সহায়তা, মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের উপায়, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার আইন, ইত্যাদি বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা;
- জেনেভা কনভেনশন এবং Rome Statute of the International Criminal Court-এর ব্যবহার এবং এর অর্থ সম্পর্কে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা, যেখানে সাধারণ মানুষ যেমন-ছাত্র ও শিক্ষক এবং শিক্ষাভবনগুলোর ওপর যুদ্ধের সময় আক্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে;
- শিক্ষা সুরক্ষায় মানবিকতা আইনের মূল নীতিমালা ও তার প্রয়োগের ব্যাপারে সরকার, সামরিক বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র দলের মধ্যে সক্ষমতা তৈরি করা;

- নিরাপত্তা প্রহরী, সুরক্ষিত ভবন বা সীমানা দেয়াল ব্যবহার করা (বেতনভুক্ত বা কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক);
- শিক্ষকদের শিক্ষাকেন্দ্রের পাশে থাকার ব্যবস্থা;
- শিখনের স্থান নতুনভাবে নির্মাণ এবং ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের থেকে ভয়ভীতি দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাড়ি ও কমিউনিটিভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা বিবেচনায় কমিউনিটি অথবা কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি বিদ্যালয়ের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে। যেমন- তারা নিরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করতে পারে অথবা কমিউনিটির মধ্য থেকে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা ধর্মীয় নেতাকে শিক্ষার দায়িত্ব এবং বিদ্যালয়কে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত করতে পারে। যখন কমিউনিটিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করা যায়; যা বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিখনের স্থানসমূহকে শান্তির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি দেবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল প্রস্তাব ১৬১২ (২০০৫) অনুযায়ী, বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের ওপর আক্রমণ ছয়টি মারাত্মক সহিংসতার মধ্যে একটি। যদি এ ধরনের আক্রমণ হয়, তাহলে জাতিসংঘ পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে হবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ এবং শিক্ষানীতি মান ২, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৯ দেখুন)।

৮. **মনোসামাজিক সহায়তা এবং কল্যাণ বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ:** শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকর্মীরা শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে:

- কাঠামোগত শিখন;
- শিশুবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার;
- খেলাধুলা ও বিনোদন;
- জীবন-নির্ভর শিক্ষা প্রদান;
- রেফারেল (অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা)।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের প্রয়োজনের দিকটিও বিবেচনা করা দরকার। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে (শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৭৮; শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ২. পৃষ্ঠা ৮১-৮২ এবং শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮ দেখুন)।

৯. **অহিংস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা:** ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে, শিক্ষা কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, 'যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, শান্তি এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় যা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারে'। এই লক্ষ্যে

পৌঁছাতে হলে শিক্ষকদের জন্য সহায়ক শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিখন পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, শান্তি, সহনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা নিরসনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই রকম পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শৃঙ্খলা ও কাঠামোগত পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন। এই শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষার্থীদের বেত্রাঘাত, গালমন্দ, অবমাননা এবং ভীতি প্রদর্শন বন্ধে সহায়তা করতে পারে। ভয়ভীতির মধ্যে মানসিক চাপ, নির্যাতন, গালমন্দ, এবং বৈষম্যও অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত বিষয়গুলো শিক্ষকদের আচরণবিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য তদারকিমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (শিক্ষণ ও শিখন মান ২-৩, পৃষ্ঠা ৮১-৮৫; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬ এবং শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮ দেখুন)।

১০.স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ: শিখন পরিবেশ নির্মাণ, এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সুরক্ষিত করতে কমিউনিটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়নকালীন সকল বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এতে শিক্ষা কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে (কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১, পৃষ্ঠা ২৪-২৯; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯ দেখুন)।

১১.দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা: দুর্যোগ প্রশমন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

- জরুরি পরিস্থিতিতে প্রস্তুতি পরিকল্পনার উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার;
- সম্ভাব্য ও বারবার সংঘটিত হয় এমন দুর্যোগ বিবেচনায় সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে মহড়া;
- বিদ্যালয়ের কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত নিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপ; যেমন ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার বিদ্যালয়ের জন্য অপসারণ বা স্থানান্তর পরিকল্পনা।

বিদ্যালয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। এই সহায়তা হতে পারে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ ও অগ্রাধিকার ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে সহায়তা, কাঠামোগত এবং পরিবেশগত সুরক্ষা-কৌশল বাস্তবায়ন এবং সাড়াদান প্রস্তুতি কার্যক্রমে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা।

স্থানান্তর পরিকল্পনাসহ জরুরি পরিস্থিতির প্রস্তুতি পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরি হবে; যাতে শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও কম শিক্ষিত ব্যক্তিসহ সকলেরই বোধগম্য হয় ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ১-২, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮; শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৮৩; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ২ ও ৬, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫ ও ১০৬ দেখুন)।

অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩:
সুযোগ সুবিধা ও সেবাসমূহ

শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং তা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনোসামাজিক এবং সুরক্ষা সেবাসমূহের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করে।

করণীয়: (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- শিখন স্থান এবং এর কাঠামো, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য সকল শিক্ষাকর্মীর জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য এবং নিরাপদ (নির্দেশিকা ১-৪ দেখুন)।
- দুর্যোগ সহিষ্ণু নকশা ও কাঠামোর পাশাপাশি প্রয়োজনানুযায়ী অস্থায়ী ও স্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র মেরামত ও পুনঃস্থাপন ও পুনঃনির্মাণ করা (নির্দেশিকা ২ ও ৪ দেখুন)।
- শিখন কেন্দ্রসমূহ দৃশ্যমান সুরক্ষা সীমানা ও চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করা।
- শিখন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত স্থানসমূহ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহারের উপযোগী হবে এবং এতে প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ, প্রশাসন, বিনোদন ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ২ ও ৪ দেখুন)।
- অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শ্রেণিকক্ষের স্থান ও বসার ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।
- শিখন পরিবেশ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে কমিউনিটির নবীন সদস্যদের অংশগ্রহণ (নির্দেশিকা ১-৩ দেখুন)।
- লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিষয় বিবেচনা করে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ৩ ও ৫-৬ দেখুন)।
- বিদ্যমান শিখন পরিবেশে দক্ষতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা (নির্দেশিকা ৬ দেখুন)।
- শিখনকে কার্যকর এর্ব আরোও উন্নত করতে ক্ষুধা ও অপুষ্টির মতো সকল প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা (নির্দেশিকা ৭ দেখুন)।
- বিদ্যালয় ও শিখন স্থানসমূহ শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক ও মনোসামাজিক সেবার সাথে যুক্ত (নির্দেশিকা ৮ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **স্থান:** শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের সমান অংশগ্রহণ ও শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এমন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ করতে হবে। শিখন স্থান নির্বাচনে দুর্যোগের পূর্বে শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে ছিলো সে জায়গা পুনরায় ব্যবহার করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা জরুরি। এছাড়া পূর্বের স্থানে বিদ্যালয় নির্মাণ কমিউনিটির মধ্যে

বৈষম্য তৈরি করতে পারে অথবা শিক্ষার্থীরা আবারও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে বৈষম্যের বিষয়সমূহ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ করা জরুরি। কোথায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়; এ বিষয়ে জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি সদস্যদের বড় একটি অংশ; বিশেষ করে যারা দুর্যোগে বিপদাপন্ন তাদের সাথে আলোচনা করা উচিত। তারা এ বিষয়ে মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। বিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র যাতে শিক্ষার্থীদের বাড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবার কাছাকাছি হয়; তা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য খাতের সাথে (যেমন, ক্যাম্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য) সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ১-৬, পৃষ্ঠা ২৪-২৯; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১১, পৃষ্ঠা ৬৫; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ১০৫ এবং সমন্বয় মান ১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬ দেখুন)।

২. **কাঠামো, নকশা ও নির্মাণ:** স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- নিরাপদ স্থান নির্বাচন: ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের কাঠামোগত নিরাপত্তার জন্য যোগ্য পেশাদার দ্বারা চাহিদা নিরূপণ এবং প্রয়োজন ও খরচের উপর ভিত্তি করে ভবনগুলো পুনঃনির্মাণ, মেরামত এবং প্রতিস্থাপনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- সর্বজনীন এবং দুর্যোগ-প্রতিরোধক নকশা ও নির্মাণ: অস্থায়ী ও স্থায়ী বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভবন নির্মাণ কোড মেনে (অথবা মান ভালো সাপেক্ষে স্থানীয় ভবন নির্মাণ কোড মেনে) বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করতে হবে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এমনভাবে হবে; তা যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য হুমকি যেমন অগ্নিকাণ্ড, ঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস ইত্যাদিতে টিকে থাকতে পারে। বিদ্যালয় পুণঃনির্মাণের সময় এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ে যাতায়াতকালীন যে ঝুঁকি রয়েছে তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের প্রভাবাধীন করবে না; মানসম্মত শিক্ষণ ও শিখন পরিবেশকে উন্নত করতে বিদ্যালয় ভবন নকশা ও নির্মাণ এমনভাবে করতে হবে যেন প্রয়োজনানুযায়ী শ্রেণিকক্ষে আলো, বাতাস ও উষ্ণতার ব্যবস্থা থাকে।
- বিদ্যালয়ের কাঠামো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য এই অর্থ ব্যয় সামর্থ্যযোগ্য: বিদ্যালয় নির্মাণের সময় যতোটা সম্ভব স্থানীয়ভাবে উপকরণ ও শ্রমিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ভবন নির্মাণ যেন ব্যয়-সাশ্রয়ী এবং কাঠামোভিত্তিক হয় (যেমন; ছাদ, মেঝে ইত্যাদি যাতে টেকসই হয়) সেদিকে নজর দিতে হবে।
- পর্যাপ্ত বাজেট, সম্ভাব্য সমসাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা পরিকল্পনাকারী ও ব্যবস্থাপকদের সম্পৃক্ততা: বিদ্যালয় কাঠামো অস্থায়ী, আধা-স্থায়ী, স্থায়ী, বর্ধিত অথবা স্থানান্তরযোগ্য হতে পারে। দুর্যোগে আক্রান্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে, আবার বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে তাদের যৌথ প্রয়াস দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১১, পৃষ্ঠা

৬৫; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা১০৫; INEE Guidance Note on Safer School Construction পাওয়া যাবে: INEE Toolkit: **www.ineesite.org/toolkit** and Sphre Standards on Shelter, Settlement and Non-food Items).

৩. **প্রতিবন্ধী:** বিদ্যালয় ভবন নকশা ও নির্মাণ করার সময় শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনকে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও বহির্গমনের রাস্তা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন প্রতিবন্ধী মানুষ; যারা হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে অথবা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে তাদের জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়। শ্রেণিকক্ষের জায়গা, আসবাবপত্র, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিবন্ধীদের চাহিদা মোতাবেক তৈরি করতে হবে। বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং স্থানসমূহ নির্ধারণ করার সময় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যে সমস্ত সংগঠন বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন প্রতিবন্ধী শিশুদের মাতা-পিতা, প্রতিবন্ধী যুবক তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

৪. **শিখন স্থানসমূহ নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণ:** শিখন স্থানসমূহের নকশা ও নির্মাণ করার সময় কারা এগুলো ব্যবহার করবে এবং কিভাবে ব্যবহার করবে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। শিখন স্থান লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে সকল ব্যবহারকারীর জন্য উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষের সর্বোচ্চ আয়তন নির্ধারণে স্থানীয় বাস্তবসম্মত মান বজায় রাখতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা রাখতে হবে, যদি ক্লাসে শিক্ষার্থী বেশি হয়, সেক্ষেত্রে এই জায়গাগুলো বিভিন্ন শিফ্‌ট-এ ক্লাস করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। শিখন কেন্দ্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন দুর্যোগে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা নিরাপদে বের হতে পারে। চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ডসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ ভবনকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কমিউনিটির সদস্য এবং কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির সদস্যরা তাদের সময়, শ্রম এবং সম্পদ দিয়ে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করবে (শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর মান ৩, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৯৭ দেখুন)।

৫. **পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা:** বিদ্যালয়ের পরিসীমার মধ্যে অথবা খুব কাছাকাছি পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা থাকতে হবে। পয়ঃনিষ্কাশনের এই সুবিধা পেতে হলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগের সাথে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে তা হলো:

- কঠিন বর্জ্য পরিত্যাগকরণের সুযোগ-সুবিধা যেমন- কনটেইনার এবং বর্জ্য ফেলার জন্য মাটিতে গর্ত করা;
- পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ-সুবিধা যেমন-মাটিতে গর্ত করা এবং নিষ্কাশন চ্যানেল;
- ব্যাক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৌচাগার পরিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা;

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিবন্ধী মানুষ সহজেই শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে এবং সেখানে যেন তাদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও গোপনীয়তা বজায় থাকে।

শৌচাগারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যৌন হয়রানি ও কটুক্তি থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও মহিলা এবং বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং শৌচাগার এমন জায়গায় হতে হবে তা যেন সকলের জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক ও সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। 'স্ফিয়ার' নির্দেশিকায় বিদ্যালয়ে ৩০ জন ছাত্রীর জন্য একটি শৌচাগার ও ৬০ জন ছাত্রের জন্য একটি শৌচাগারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি প্রাথমিক পর্যায়ে বালক বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন বালক বালিকারা একই সময়ে শৌচাগার ব্যবহার না করে। যদি বিদ্যালয়ের পরিমন্ডলের মধ্যে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা না যায়; তবে বিদ্যালয়ের আশেপাশে সে সুবিধা রাখতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন শিশুরা তা ব্যবহার করে (স্ফিয়ার মান: পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন মানের বর্জ্য অপসারণ দেখুন)।

প্রয়োজন হলে মেয়েদের জন্য স্যানিটারি উপকরণ হিসাবে কাপড়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৬. **নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন:** শিখনের পরিবেশে নিরাপদ পানি ও সাবানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন যেমন-হাত ও মুখ ধোয়া, ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'স্ফিয়ার' নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিদিন একজন ছাত্র বিদ্যালয় হতে হাত ধোয়া ও পান করা বাবদ ন্যূনতম ৩ লিটার পানি পাওয়ার দাবি রাখে (স্ফিয়ার মান, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন মান দেখুন)।

৭. **বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা:** বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই খাতগুলোর অভাবে শিখন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এগুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়:

- ক্ষুধা নিবারণের জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম;
- কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক কার্যক্রম (যেমন-হাম, ডায়রিয়া, এইচআইভি এইডস);
- ঘাটতি পূরণে অনুপুষ্টির ব্যবস্থা করা (যেমন-ভিটামিন এ, আয়রন এবং আয়োডিন)।

এই কার্যক্রমে অবশ্যই স্কুল ফিডিং এর ওপর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির স্বীকৃত নির্দেশিকাকে অনুসরণ করতে হবে। স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ (স্ফিয়ার মান, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি দেখুন)।

৮. **স্থানীয় সেবার অভিগম্যতা এবং রেফারেল্স:** শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মনোসামাজিক এবং মানসিক কল্যাণ সাধনে স্থানীয় রেফারেলের/উপদেষ্টার সাহায্য নিতে পারে। শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও মনোসামাজিক চাপ বোঝার জন্য এবং

অন্যান্য সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (যেমন, যে সমস্ত শিশু তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন) তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ভয়-ভীতির কারণ ও তথ্য জানতে তাদের বন্ধুবান্ধবের সাহায্য নিতে পারে এবং তাদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাতের সহযোগিতা নিতে পারে।

রেফারেল ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বাইরে থেকে যেসব সেবা পাওয়া যায়, সেসব খাতের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সেবাগুলো হলো মনোসামজিক ও আইনগত পরামর্শ, এই সেবা তাদের জন্য যারা যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, কটুক্তি অথবা অবহেলার শিকার হয়। আবার যে সমস্ত শিশু সশস্ত্র বাহিনী বা সশস্ত্র গ্রুপে যোগদান করেছে তাদের পরিবার খুঁজে পেতে বা পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রিত হতে সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৬১; শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৭৮; শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৮১-৮২ দেখুন)।

T **এই মানগুলো বাস্তবায়নে এই টুলগুলো সাহায্য করবে INEE Toolkit: www.ineesite.org/toolkit**

INEE Toolkit:

- INEE ন্যূনতম মান
  - বাস্তবায়ন টুল্‌স
    - শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী

৩

শিক্ষণ ও শিখন

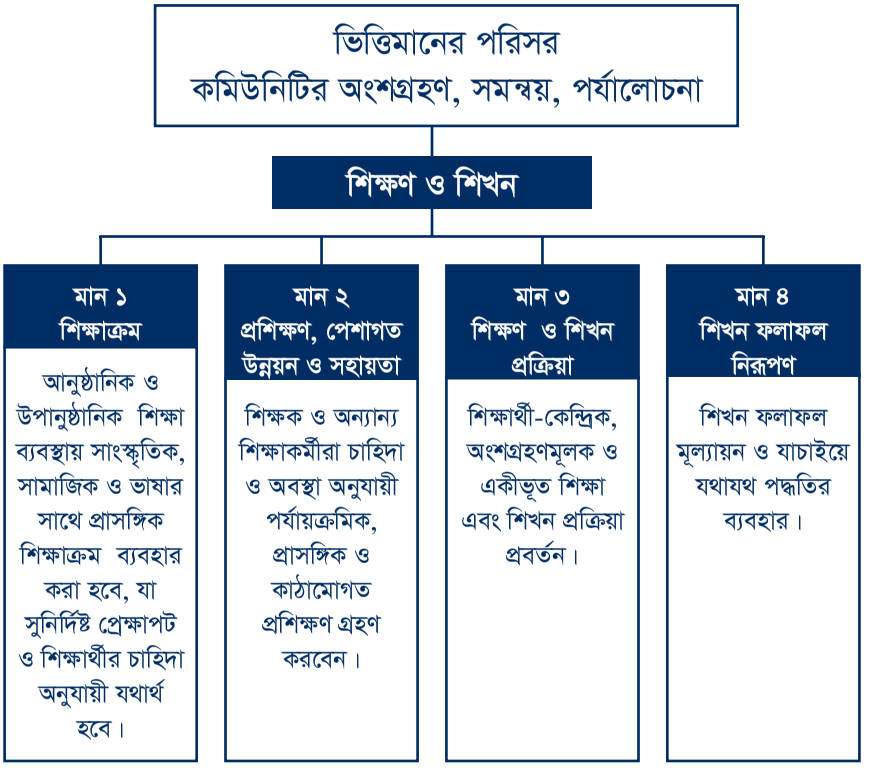
ভিত্তিমানের পরিসর
কমিউনিটির অংশগ্রহণ, সমন্বয়, পর্যালোচনা
শিক্ষণ ও শিখন
মান ১
শিক্ষাক্রম
আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষার সাথে প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম ব্যবহার করা হবে, যা সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী যথার্থ হবে।
মান ২
প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহায়তা
শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা চাহিদা ও অবস্থা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক, প্রাসঙ্গিক ও কাঠামোগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
মান ৩
শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া
শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও একীভূত শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়া প্রবর্তন।
মান ৪
শিখন ফলাফল নিরূপণ
শিখন ফলাফল মূল্যায়ন ও যাচাইয়ে যথাযথ পদ্ধতির ব্যবহার।

শিক্ষার অভিগম্যতা তখনই অর্থবহ হয় যখন শিক্ষা কার্যক্রম মানসম্মত শিক্ষণ ও শিখন প্রদান করে। জরুরি পরিস্থিতি শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহায়তা, শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়া এবং শিখন ফলাফলের নিরূপণ উন্নত করার সুযোগ দিতে পারে, যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক, সহায়ক ও সুরক্ষিত হয়। শিখন অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমের ধরন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। হুমকি ও আপদকে প্রাধান্য দিয়ে তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যত ঝুঁকি প্রতিরোধ ও হ্রাস করতে জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরি করতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে মানবাধিকার, শান্তি, গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা হবে জীবন-জীবিকা ও কর্মসংস্থানভিত্তিক। বিশেষ করে যে সকল শিক্ষার্থী নাজুক পরিস্থিতির কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার সুযোগ পায়নি বা পাচ্ছে না তাদের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন, অর্থ সংস্থান, জ্ঞান এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমবাজার পর্যালোচনা এবং অর্থনৈতিক ও দ্রুত উত্তরণশীল ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সমন্বয় করতে পারলে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জনের জন্য যা শেখানো হয়েছে তার কার্যকারিতা নিশ্চিত হবে।

জরুরি পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ও সংকটের ফলে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শূণ্যতা তৈরি হয়, তা প্রায়শঃ প্রশিক্ষণবিহীন বা প্রশিক্ষণরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণ পূরণ করে থাকেন। শিক্ষা কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করতে এসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা দুর্যোগ আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে পারে। দুর্যোগের সময়ে চরম বেদনা ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এমন শিশুদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগকর্তাগণ শিক্ষাক্রম ও প্রত্যায়ন পত্রের স্বীকৃতি দিবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী দেখতে চায় যে তাদের সন্তানদের যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার একটা শিক্ষা মূল্য আছে এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ সেটাকে স্বীকৃতি দেয়। শিক্ষণ এবং শিখন প্রক্রিয়ার একটি সময়োপযোগী এবং যথাযথ নিরূপণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থাকবে;

- কতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে;
- শিক্ষণের জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে;
- শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ;
- যে উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তা চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা স্থানীয় শিক্ষাকর্মী ও কমিউনিটি সদস্য এবং শিক্ষার্থীদের জানানোর পদ্ধতি।

শিক্ষণ ও শিখন মান ১:
শিক্ষাক্রম

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষার সাথে প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম ব্যবহার করা হবে, যা সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী যথার্থ হবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, উন্নয়ন বা মানানসই করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে (নির্দেশিকা ১-৩ দেখুন)।
- শিক্ষার্থীর বয়স, ভাষা, সংস্কৃতি, সক্ষমতা বিকাশের পর্যায় ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও সম্পূরক উপকরণ প্রণয়ন (নির্দেশিকা ১-৪ দেখুন)।
- শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষদের শিক্ষায় ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন স্থানীয় ও আশ্রয়দাতা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয় (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।
- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, পরিবেশগত শিক্ষা এবং দ্বন্দ্ব নিরসন বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা (নির্দেশিকা ৩-৪ দেখুন)।
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও সম্পূরক উপকরণাদিতে অক্ষরজ্ঞান, গণনা শিক্ষা, প্রারম্ভিক শিক্ষা, জীবন দক্ষতা অর্জন, স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষাসহ মৌলিক শিক্ষায় নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন অন্তর্ভুক্ত থাকবে (নির্দেশিকা ৪-৫ দেখুন)।
- শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক কল্যাণ এবং সুরক্ষার চাহিদাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা (নির্দেশিকা ৬ দেখুন)।
- শিখনসূচি, উপকরণ এবং সকল নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষায় দেয়ার ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ৭ দেখুন)।
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও সম্পূরক উপকরণাদিতে যেন জেন্ডার-সংবেদনশীলতা, বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি, বৈষম্য প্রতিরোধক এবং শিক্ষার্থীদের মর্যাদার প্রতি নজর দেওয়া হয় (নির্দেশিকা ৮ দেখুন)।
- স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত উপকরণসহ পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষণ এবং শিখন উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা (নির্দেশিকা ৯ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **শিক্ষাক্রম:** শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করার জন্য শিক্ষাক্রম হলো একটি কর্মপরিকল্পনা। এটা আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষা কর্মসূচিতে এবং সকল শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে, শিখনের উদ্দেশ্য, শিখনসূচি, নিরূপণ, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষণ উপকরণ:

- শিখনের উদ্দেশ্য বলতে শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন বুঝায় যা শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক ও শারীরিক বিকাশ সাধন করে;
- শিখনসূচি যে সকল বিষয় নির্দেশ করে তা হলো অক্ষরজ্ঞান, গণনা শিক্ষা এবং জীবন দক্ষতা;
- নিরূপণ বলতে শিখনসূচি থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী এবং দক্ষতা সম্পর্কে কি শিখেছে তার পরিমাপ বুঝায়;
- শিখন পদ্ধতি হলো শিখনসূচি উপস্থাপনা, যা সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়;
- শিক্ষণ উপকরণ হলো বই, ম্যাপ, চার্ট, সম্পূরক পাঠ্য উপকরণ, শিক্ষকদের জন্য গাইড, সরঞ্জামাদি, খেলনা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ বা উপাদান।

২. **শিক্ষার্থীর বয়স, বিকাশের পর্যায় এবং প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাক্রম:** শিক্ষাক্রম বয়স উপযোগী হতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিকাশের সকল পর্যায়ের, যেমন- শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত ও মনো-সামাজিক বিকাশের সঙ্গে মানানসই হতে হবে। জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সময়ে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা কার্যক্রমে বয়স ও বিকাশের পর্যায়গুলো ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পদ্ধতিকে মানানসই করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষকরা যেন তাদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে ব্যাপারে তাদের সহায়তা দিতে হবে (শিক্ষণ ও শিখন মান ২, পৃষ্ঠা ৮১-৮৩ দেখুন)।

৩. **শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও উন্নয়ন:** শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও উন্নয়ন একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হবে। জরুরি পরিস্থিতি চলাকালীন বা পরে যদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় তবে সেক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রম ব্যবহার করতে হবে। যেখানে এসব শিক্ষাক্রম নেই সেখানে যতদ্রুত সম্ভব শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মানানসই করতে হবে। শরণার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম আশ্রয়দাতা দেশ অথবা নিজের দেশের প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন করা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হওয়া শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা যেতে পারে।

শরণার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম আশ্রয়দাতা দেশ বা তাদের নিজের দেশ উভয়ের কাছে নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য হলে শরণার্থীদের স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন সহজ হয়। এক্ষেত্রে সুসংহত আঞ্চলিক এবং আন্তঃসংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। ভাষাগত দক্ষতা ও প্রত্যায়ন পত্রের জন্য পরীক্ষার ফলাফলের স্বীকৃতি প্রদানকে বিবেচনায় আনতে হবে। শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা দেশের পরিপ্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় এসমস্ত সিদ্ধান্ত হবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৭ পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭ দেখুন)।

জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতির জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে সমৃদ্ধ করতে

হবে (নিচের নির্দেশিকা ৫ দেখুন)। নির্দিষ্ট কোনো দলের মানুষের জন্য বিশেষ পাঠ্যসূচির প্রয়োজন হতে পারে যেমন:

- শিশু ও কিশোরদের জীবিকা অর্জন;
- যে সমস্ত শিশু কিশোর সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র দলের সাথে যুক্ত ছিলো;
- কোনো শ্রেণিতে অধ্যায়ন করার জন্য যে বয়স প্রয়োজন তার চাইতে বেশি বয়সের শিক্ষার্থী অথবা ঐ সমস্ত শিক্ষার্থী যারা দীর্ঘ সময় পর স্কুলে ফিরে এসেছে;
- বয়স্ক শিক্ষার্থী;

শিক্ষা কর্মসূচির ধারাবাহিক পর্যালোচনা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষক ইউনিয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে এই কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা প্যানেলে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকলে বিভিন্ন দলের সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘদিনের পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট বিষয়গুলো এড়ানো সহজ হয়। তাদের খেয়াল রাখতে হবে পাঠ্য বই হতে বিবাদ সৃষ্টিকারী কোনো বার্তা দূর করার সময় যেন কোনো ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়।

৪. **মূল যোগ্যতা অর্জন:** শিখনসূচি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ উন্নয়ন অথবা সেটাকে মানানসই করার কাজে হাত দেয়ার আগেই মূল যোগ্যতা অর্জন চিহ্নিত করতে হবে। মৌলিক শিক্ষার মূল যোগ্যতা অর্জন হলো:

- ব্যবহারিক সাক্ষরতা ও গণনা শিক্ষা;
- মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন ও সমাজের একজন প্রয়োজনীয় ও সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের যে সব অপরিহার্য জ্ঞান, জীবন দক্ষতা, মনোভাব ও অনুশীলনের প্রয়োজন।

ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে মূল যোগ্যতা অর্জন বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুদের প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। প্রারম্ভিক শৈশবের মজবুত ভিত পরবর্তীতে মূল যোগ্যতা অর্জন ও এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

৫. **জীবন দক্ষতার শিখনসূচি ও মূল ধারণা:** শিক্ষার্থীদের বয়স, শেখার বিভিন্ন ধরন, অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের সাথে জীবন দক্ষতার শিখনসূচি ও মূল বিষয়গুলো সংগতিপূর্ণ হতে হবে। এগুলো শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ও উৎপাদনশীল জীবন যাপনে সক্ষম করে তুলবে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শিখনসূচি ও মূল বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে। যেখানে থাকতে পারে:

- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি ও এইডসসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন;
- শিশু সুরক্ষা ও মনো-সামাজিক সহায়তা;
- মানবাধিকার শিক্ষা, নাগরিকত্ব, শান্তি স্থাপন এবং মানবিকতার আইন;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমিমাইন ও অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ সম্পর্কে শিক্ষাসহ জীবন রক্ষার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা;

- সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধুলা এবং চিত্রাংকন, সংগীত, নাচ, নাটক;
- জীবিকার দক্ষতা এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি দক্ষতার প্রশিক্ষণ;
- স্থানীয় ও লোকজ পরিবেশগত জ্ঞান;
- বালক-বালিকারা যে সকল ভয়-ভীতি বা ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা প্রতিরোধে বিভিন্ন দক্ষতা;

শিখনসূচি শিক্ষার্থীদের জীবিকার ভিত তৈরি করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কর্মক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি যেমন শিক্ষানবিশী প্রভৃতি অনুসারেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচিপত্র তৈরি করতে হবে (এ সম্পর্কে দেখুন SEEP Network. *Minimum Standard for Economic Recovery after Crisis,* Employment Creation Standard and Enterperise Development Standard)।

সংঘাত আক্রান্ত কমিউনিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন এবং শান্তি শিক্ষাসূচি ও পদ্ধতি বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। তারা শান্তি স্থাপন ও বিরোধ দূর করতে যোগাযোগ দক্ষতা প্রদান করতে পারে। শান্তি শিক্ষার প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের সময় বিবাদমান দলগুলোই বিতর্কিত ও বেদনাদায়ক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে প্রস্তুত কিনা এটা খেয়াল রাখতে হবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ দেখুন)।

৬. **মনো-সামাজিক চাহিদা, অধিকার ও উন্নয়ন:** জরুরি অবস্থা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের মনো-সামাজিক চাহিদা, অধিকার ও উন্নয়নের কথা মাথায় রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের দুর্দশা বা মানসিক চাপের চিহ্ন বা সূচকগুলো বুঝতে শিক্ষা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যাতে তারা শিশুদের মানসিক চাপ বা দুর্দশা নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারে এবং অতিরিক্ত সহায়তা দেয়ার বেলায়ও কোথায় কিভাবে পাঠাতে হবে সেটা জানতে পারে। শিক্ষক ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান করেন এমন সব কর্মী ও কমিউনিটির সদস্যদের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিশুদের মনো-সামাজিক সহায়তা দেয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকবে। যে সব শিক্ষার্থী দুর্দশা ও মানসিক চাপে আছে তাদেরও মনোসংযোগ তৈরির জন্য একটা চেনা জায়গায় ইতিবাচক শৃংখলা পদ্ধতির মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ের শিখন ব্যবস্থা থাকবে। সকল শিক্ষার্থী সহযোগিতামূলক বিনোদন ও শিখন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি ও সূচিপত্র শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে ও ভবিষ্যতের আশা জাগায় (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৮-৯, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ৮ পৃষ্ঠা ৬৯-৭০ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ দেখুন)।

আক্রান্ত জনগোষ্ঠী থেকে নিয়োজিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের মতোই মনো-সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসব অবস্থা সামলাতে হবে। শিক্ষকদের এমন কোনো দায়িত্ব দেয়া উচিত নয় যা তাদের নিজেদের বা শিক্ষার্থীদের কল্যাণের ক্ষেত্রে মনো-সামাজিক সংকটে ফেলে

দিতে পারে (শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৯৮; 'স্ফিয়ার' মানের স্বাস্থ্যসেবা অধ্যায়ের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনো-সামাজিক কল্যাণ দেখুন)।

৭. **ভাষা:** যে দেশ বা কমিউনিটিতে বহু ভাষা প্রচলিত রয়েছে সেখানে শিক্ষাদানের ভাষা বিভেদ সৃষ্টির বিষয় হতে পারে। বহু ভাষার সমস্যা কমাতে হলে ঐক্যমতের ভিত্তিতে শিক্ষাদানের ভাষা নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ (স্টেকহোল্ডার) সম্পৃক্ত থাকবে। শিক্ষার্থীরা যে ভাষা বুঝবে এবং যে ভাষার মাধ্যমে বাবা-মা ও কমিউনিটির একটা বড় অংশের সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবে শিক্ষকদের সেই ভাষায় শিক্ষা প্রদান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ভাষা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে বাক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। সম্পূরক ক্লাস ও কার্যক্রম বিশেষ করে প্রারম্ভিক শৈশবকালীন শিখন শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভাষায় হতে হবে।

শরণার্থী পরিস্থিতিতে, আশ্রয়দাতা দেশে শরণার্থীদের ভাষা ও শিক্ষাক্রমসহ তাদের মান অনুযায়ী স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতে পারে। শরণার্থী শিক্ষার্থীদের অধিকার সম্পর্কে জানা জরুরি। শরণার্থী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা এবং আশ্রয়দাতা দেশে আশ্রয় নেওয়া অথবা জরুরি অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের নিজেদের দেশে তাদের শিক্ষা চালু রাখতে কি কি প্রয়োজন তা বিবেচনায় আনতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী স্থানান্তর পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের আশ্রয়দাতা কমিউনিটি বা দেশের ভাষা শেখার সুবিধা প্রদান করতে হবে। এর ফলে তারা আশ্রয়দাতা কমিউনিটিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে ও কর্মতৎপর থাকতে পারবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭ দেখুন)।

৮. **বৈচিত্র্য:** জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত সকল ধাপে শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে বৈচিত্র্যের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী যারা বিপদাপন্ন দল বা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে তাদের মধ্যে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। বৈচিত্র্যের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে:

- জেন্ডার;
- মানসিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধীতা;
- শিখন সক্ষমতা;
- বিভিন্ন আয়ের দলের শিক্ষার্থী;
- বিভিন্ন বয়সের শিশুদের শ্রেণি;
- সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ;
- নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্ম।

শিক্ষাক্রম, শিক্ষণ উপকরণ এবং শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে পক্ষপাত বর্জন করতে হবে এবং ন্যায্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তন করতে এবং

সহনশীলতা বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে, ফলে অন্যের অধিকারের স্বীকৃতি ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগবে। বৈচিত্র্যতা বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবাধিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তবে সেটা বয়সপোযোগী ও সংস্কৃতি সংবেদনশীল হতে হবে। মানবাধিকার শিক্ষাসূচি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, মানবিক আইন এবং জীবন দক্ষতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হতে পারে। যদি পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংশোধনের প্রয়োজন হয় তবে শিক্ষকরা বিদ্যমান উপকরণ এবং শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনে সহায়তা করতে পারেন (শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৮১-৮২; শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭ দেখুন)।

৯. **স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য শিখন উপকরণ:** জরুরি পরিস্থিতির শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শিখন উপকরণ চিহ্নিত করার জন্য একটা নিরূপণ পরিচালনা করতে হবে। শরণার্থী অথবা স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী শিক্ষা উপকরণগুলো তাদের ছেড়ে আসা দেশের বা স্থানীয় দেশ হতে পেয়ে থাকে। প্রয়োজনে উপকরণ তৈরি বা প্রয়োজনের সাথে মানানসই করে নিতে হবে। সকলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যেন এই সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, বন্টন ও সংরক্ষণের বিষয় পরিবীক্ষণ করতে হবে (শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৯৭ দেখুন)।

শিক্ষণ ও শিখন মান ২:
প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহযোগিতা

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা চাহিদা ও অবস্থা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক, প্রাসঙ্গিক ও কাঠামোগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

করণীয়: (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- চাহিদা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি (নির্দেশিকা ১-২ দেখুন)।
- প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রশিক্ষণ যথাপোযুক্ত হবে এবং এতে শিখন উদ্দেশ্য ও শিখনসূচির প্রতিফলন থাকবে (নির্দেশিকা ১-২ দেখুন)।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্বীকৃত ও অনুমোদনযোগ্য হওয়া (নির্দেশিকা ৩-৪ দেখুন)।
- যোগ্য প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষ তত্ত্বাবধানসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা, নির্দেশনা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পরিপূরক হবে (নির্দেশিকা ৩-৪ দেখুন)।
- প্রশিক্ষণ ও চলমান সহায়তা শিখন পরিবেশে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষকগণকে দক্ষ সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলে (নির্দেশিকা ৩-৬ দেখুন)।
- আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমে দুর্যোগ সচেতনতা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (নির্দেশিকা ৬ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **শিক্ষক:** শিক্ষক বলতে বুঝায় শিক্ষাদান কাজে যুক্ত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সহায়ক বা সঞ্চালককে। শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। তারা পুরাতন শিক্ষার্থী বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে (শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ১-৩, পৃষ্ঠা ৯১-৯৮ দেখুন)।

২. **আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও সূচিপত্র উন্নয়ন:** শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও সূচিপত্র উন্নয়ন করা। শিক্ষাক্রম ও সূচি এমনভাবে উন্নয়ন করতে হবে যেখানে বাজেট ও সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে শিক্ষার্থীদের অধিকার ও চাহিদা এবং শিক্ষাকর্মীদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। প্রশিক্ষণসূচিতে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেগুলো হলো:

   মূল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যেমন-

   - প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপযুক্ত বা সঠিক অক্ষর জ্ঞান, গণনা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা;

- ইতিবাচক শৃংখলা, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও একীভূত শিক্ষাসহ শিক্ষা বিজ্ঞান এবং শিক্ষণ পদ্ধতি;
- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিক ও সময়মতো তথ্য প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রয়োজনে অন্যত্র পাঠানোর (রেফারেল) কার্যপদ্ধতিসহ শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের জন্য আচরণবিধি;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের নীতিমালা;
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের চাহিদা, স্থানীয় সেবার সহজপ্রাপ্যতা এবং প্রয়োজনে অন্যত্র পাঠানোর পদ্ধতিসহ মনো-সামজিক উন্নয়ন ও সহায়তা;
- মানবাধিকার নীতিমালা, এর পটভূমি এবং মানবিকতার আইনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ও সে বিষয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কমিউনিটি এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা;
- প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানানসই অন্যান্য সূচি।

কিভাবে বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের বিষয়গুলি মোকাবেলা করা যায় তা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন-জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষণ কৌশল নারী ও পুরুষ শিক্ষকদেরকে শ্রেণি কক্ষে জেন্ডার সমতা বুঝতে এবং বজায় রাখতে উৎসাহিত করে। নারী শিক্ষাকর্মী ও কমিউনিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষের ভিতরে ও কমিউনিটির বৃহৎ পরিসরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। শিক্ষণ ও শিখন মান ১, পৃষ্ঠা ৭৫-৮০; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ২-৩ ও ৮, পৃষ্ঠা ৬১-৬২ ও ৬৪; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ৮, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০ এবং শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮ দেখুন)।

৩. **প্রশিক্ষণ সহায়তা ও সমন্বয়:** যখনই সম্ভব শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উচিত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব গ্রহণ করা। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই দায়িত্ব পালন কখনো সম্ভব না হলে একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরিচালনা করতে পারে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা উচিত, প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সুযোগকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। স্থায়ীত্বশীল শিক্ষাক্ষেত্র পুনঃস্থাপন করতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, নির্দেশিকা ৩-৪, পৃষ্ঠা ৯৮ দেখুন)।

জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদানের শুরুতে চাকুরীকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কার্যপদ্ধতির স্বীকৃতির জন্য জাতীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে (স্টেকহোল্ডারদের) পাঠ্যসূচি সম্পর্কে মতবিনিময় কার্যক্রম শুরু করা উচিত। যেখানে সম্ভব, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের নকশা এমন হবে যাতে করে জাতীয় প্রয়োজনে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি হতে পারে। জরুরি পরিস্থিতির সাথে প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে

মনো-সামাজিক চাহিদা পূরণকে যুক্ত করা যেতে পারে। যেখানে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শরণার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন, সেখানে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ শরণার্থী শিক্ষকদের নিজ দেশ বা আশ্রয়দাতা দেশের যোগ্য শিক্ষকদের মতো করে গড়ে তোলে।

শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশিক্ষক চিহ্নিত করতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দক্ষতার জন্য সক্ষমতা তৈরির প্রয়োজন হতে পারে। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে পুরুষ ও মহিলা ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। যেখানে প্রশিক্ষকের সংখ্যা সীমিত অথবা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক নেই, সেখানে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চাকুরীকালীন বা চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদেরকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। এটা হবে জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান এবং বাইরের সংস্থা যেমন জাতিসংঘের সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার একটি সমন্বয় ও যৌথ প্রচেষ্টা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তকের পর্যালোচনা;
- জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তি ও হালনাগাদ করা;
- হাতেকলমে শিক্ষকের কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ যেমন: শিক্ষকের সহকারী হিসেবে অথবা শিক্ষনবীশ হিসেবে কাজ করার সুযোগ।

৪. **প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি ও অনুমোদন:** জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বীকৃত ও মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সমর্থন ও অনুমোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরণার্থী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নিজ দেশ বা আশ্রয়দাতা দেশ বা অঞ্চলের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণের গ্রহণযোগ্যতা এবং সেটা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে মানানসই হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করবে (শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭ দেখুন)।

৫. **শিক্ষণ ও শিখণ উপকরণ:** শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে চাহিদা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ কিভাবে চিহ্নিত করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্থানীয়ভাবে সহজপ্রাপ্য উপকরণের মাধ্যমে কিভাবে কার্যকর ও সঠিক শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ তৈরি করা যায় তা শিক্ষকদের শেখাতে হবে (শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৯, পৃষ্ঠা ৮০; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৯৭ দেখুন)।

৬. **আপদ সম্পর্কে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়া প্রদানের প্রস্তুতি:** শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যত দুর্যোগ প্রশমন ও প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণ ও শিখনের মধ্যে ঝুঁকি হ্রাস ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে তাদের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। কমিউনিটি সম্ভাব্য যে সব আপদ বা দুর্যোগের সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিতকরণ, প্রতিরোধ এবং সাড়াদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দক্ষতা এর আওতাভূক্ত (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১১, পৃষ্ঠা ৬৫; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ১-২, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ২ ও ৬, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫ ও ১০৬ দেখুন)।

শিক্ষণ ও শিখন মান ৩:
শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া

শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও একীভূত শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়া প্রবর্তন।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বয়স, বিকাশের পর্যায়, ভাষা, সংস্কৃতি, সক্ষমতা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (নির্দেশিকা ১-৩ দেখুন)।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার সময় পাঠের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হবে (নির্দেশিকা ১-৩ দেখুন)।
- একীভূত শিক্ষার প্রসার এবং শিখনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ কমানোর জন্য শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধীসহ সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী হবে (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- পিতামাতা ও কমিউনিটির নেতারা ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠের বিষয়বস্তু যেন বুঝতে পারে এবং অনুমোদন করে (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **সক্রিয় অংশগ্রহণ:** বিকাশের সকল পর্যায় ও সকল বয়সের শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। পাঠে সকল শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততাকে নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষণ হবে মিথস্ক্রিয়াপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক। এটা বিকাশ উপযোগী যথার্থ শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার ব্যবহারকে নিশ্চিত করে। দলভিত্তিক কাজ, প্রকল্প কাজ, জোড়া পদ্ধতিতে শিক্ষা, ভূমিকা অভিনয়, গল্প বলা, অথবা কোনো ঘটনা, খেলাধুলা, ভিডিও বা গল্পের বর্ণনা এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই পদ্ধতিগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংযুক্ত করা উচিত। সক্রিয় শিখনকে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ছোট শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিখে থাকে। তাদের শিখন অব্যশ্যই খেলাধুলার মাধ্যমে হওয়া উচিত। নির্দেশিত খেলা শিশুদের দক্ষতা এবং সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। অতি ছোট শিশুদের বাবা মা ও তাদের দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এই বিষয়গুলো বুঝতে ও প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করা উচিত:

   - শিশুদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল ও সাড়া প্রদানের গুরুত্ব;
   - ছোট শিশুদের দেখভালের পদ্ধতি
   - খেলাধুলার পদ্ধতি যা কিনা শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিকাশে সহায়তা করে।

২. **শিখনে প্রতিবন্ধকতা:** জরুরি অবস্থায় আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বাবা মা, কমিউনিটির সদস্য, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে শিক্ষকদের কথা বলতে হবে। তারা অধিকার, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির বিষয় এবং যে সব

শিশু ও নবীন নারী-পুরুষ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়নি তাদের কাছে পৌঁছানোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। জনগণ কর্তৃক সব শিশুর অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে ও সহায়তা করতে এবং যথার্থ সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে চিহ্নিত করতে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে তুলে ধরার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে অভিভাবক-শিক্ষক সংঘ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও কমিউনিটি শিক্ষা কমিটিকে সংগঠিত করা যেতে পারে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯ দেখুন)।

৩. **যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি:** পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত চালু থাকা জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করার জন্য শিক্ষকদের সুযোগ করে দেয়। শিক্ষণ পদ্ধতি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী খাপ খাওয়ানো সম্ভব এবং অধিকার, চাহিদা, বয়স, প্রতিবন্ধীতা ও শিক্ষার্থীর সক্ষমতাকে নির্দেশনা দিতে পারবে। যাইহোক, অধিক অংশগ্রহণমূলক অথবা শিক্ষার্থী বান্ধব শিক্ষা পদ্ধতি সংবেদনশীলতা ও যত্নের সাথে চালু করা উচিত। নতুন পদ্ধতির বাস্তবায়ন, বিশেষ করে জরুরি অবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে এমনকি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি হয়। এটা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির সদস্যদের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে (*INEE* নির্দেশিকা শিক্ষণ ও শিখন মান দেখুন, INEE টুলকিটে আছে: **www.ineesite.org/toolkit**)

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, সমন্বয় ও সমর্থন নিয়ে পরিবর্তনগুলো চালু করাতে হবে। এই পরিবর্তনগুলো মেনে নিতে ও বুঝতে বিদ্যালয় ও কমিউনিটির সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এটা নিশ্চিত করা জরুরি যে, এ বিষয়ে অভিভাবক ও কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিরসনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের প্রত্যাশিত সচেতনতা ও আচরণের পরিবর্তনসহ নতুন শিক্ষাক্রমের সাথে পরিচিত হওয়া উচিত।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছাসেবী, সহায়ক এবং দেখভালকারীদের সহায়তায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পদ্ধতিগুলো সাজাতে হবে, যা কিনা মৌলিক শিক্ষার মূল অর্জন যোগ্যতাগুলো যেমন সাক্ষরতা, গণনা শিক্ষা ও জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক জীবন দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে (শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ৭৭ দেখুন)।

শিক্ষণ ও শিখন মান ৪:
শিখন ফলাফল নিরূপণ

শিখন ফলাফল মূল্যায়ন ও যাচাইয়ে যথাযথ পদ্ধতির ব্যবহার।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- পূর্ব নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অগ্রগতিকে নিয়মিত নিরূপণ ও মূল্যায়ন করা (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- সেই অনুযায়ী কোর্স সমাপ্তির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যোগান দেয়া অথবা শিক্ষার্থীর অর্জনকে স্বীকৃতি দেয়া (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- পরিবর্তিত পরিবেশে কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কর্মসূচির স্নাতকদের গুণগত দিক যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন করা (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- নিরূপণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য এবং শিক্ষার্থীর জন্য হুমকিহীন হবে (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।
- নিরূপণ যেন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত শিক্ষা ও অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে প্রাসঙ্গিক হয় (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **কার্যকর নিরূপণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পদক্ষেপসমূহ** অবশ্যই চালু করতে হবে এবং নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- প্রাসঙ্গিকতা: শিখন পর্যায় ও শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী যথাযথ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে (নিচে নির্দেশিকা ৪ দেখুন);
- ধারাবাহিকতা: সকল স্থানে একই মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করা হবে এবং সকল শিক্ষক এ ব্যাপারে জ্ঞাত থাকবে;
- সুযোগ: অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে আরেকবার নিরূপণের সুযোগ দেয়া;
- সময়সূচি: শিক্ষণকালীন ও শিক্ষণ পরবর্তী নিরূপণ করা হবে;
- পৌনঃপুনিকতা (কত দিন পরপর তা নির্দিষ্ট করা): এটি জরুরি পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে;
- নিরাপদ ও যর্থাথ বিন্যাস: শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপদ স্থানে আনুষ্ঠানিক নিরূপণ পরিচালিত হবে;
- স্বচ্ছতা: শিক্ষার্থীদের সাথে নিরূপণের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হবে, শিশু শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যেখানে সম্ভব নিরূপণের মূল পর্বে বহিরাগত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরা থাকবেন;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা: দীর্ঘ সময় বন্টন করা এবং তাদের জন্য যথার্থ বিকল্প প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে (*INEE Pocket Guide to Supporting*

Learning for People with Disabilities দেখুন, INEE Toolkit এ আছে, **Toolkit: www.ineesite.org/toolkit)**।

২. **নিরূপণের ফলাফল:** আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীর অর্জন ও পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য নিরূপণ পরিচালিত হয়। শরণার্থীদের বেলায় তাদের নিজ এলাকা অথবা নিজ দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়াস চালানো উচিত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ জাতীয় প্রত্যায়ন মানকে সামনে রেখে করা হচ্ছে কিনা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা এটা নিশ্চিত করবে। কোর্স সমাপ্তিকরণ পত্র ডিপ্লোমা ও স্নাতক প্রত্যয়নপত্র হতে পারে।

৩. **নিরূপণের কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী:** কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে নিরূপণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও বাস্তবায়িত হতে হবে। এর অর্থ তাদেরকে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় পরিচালিত নিরূপণ ও মূল্যায়ন ভীতি বৃদ্ধি করবে না ও মানসিক চাপের কারণ হবে না। বিদ্যালয় অথবা শিক্ষা কর্মসূচিতে ভালো নম্বর অথবা উত্তীর্ণ হতে গেলে কোনো শিক্ষার্থীকে যেন নিগৃহীত হতে না হয়। এই শর্তগুলো পূরণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও কমিউনিটির প্রতিনিধিদের স্থান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ সহায়ক হতে পারে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৪ ও ৯ পৃষ্ঠা ৬২-৬৩ ও ৬৪-৬৫; দেখুন)।

৪. **প্রাসঙ্গিকতা:** শিখনের জন্য ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণের উপর ভিত্তি করেই নিরূপণ সূচি ও প্রক্রিয়া ঠিক করতে হবে। শিখনের উদ্দেশ্য ও ধাপগুলি অবশ্যই শিক্ষাক্রম থেকে চিহ্নিত করতে হবে। যখন সম্ভব, শিক্ষাক্রমের মানদণ্ডের বাইরে যে সব উপকরণের সাহায্যে শিখানো হয়েছে তার উপর আলোকপাত করে নিরূপণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা যেতে পারে, এইভাবে এটি প্রকৃত শিখনকে পরিমাপ করবে, অন্যথায় অহেতুক মানসম্মত শিক্ষার সাথে এই শিক্ষার ব্যবধানকে প্রতিফলিত করবে।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী যথার্থ ও সহজেই ব্যবহার করা যায় এমন নিরূপণ টুল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। নিরূপণ টুলের ব্যবহার নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে। কমিউনিটির সদস্যরা নিরূপণের সময় শিখনের অগ্রগতি ও শিক্ষণের কার্যকারিতা নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। এটা অধিক বা বহু শ্রেণিতে বিভক্ত অথবা যেখানে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি পর্যায়ে আলাদা করে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে সেখানে বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে ।

T **এই মানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টুলের জন্য সাহায্য পেতে, INEE Toolkit www.ineesite.org/toolkit এ যেতে হবে**

INEE Toolkit:
- INEE ন্যূনতম মান
  - বাস্তবায়ন টুল
    - শিক্ষণ ও শিখন

INEE Toolkit:
- শিক্ষণ ও শিখন নির্দেশিকা
  - শিক্ষণ ও শিখনের সহায়ক সামগ্রী

৪ শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী

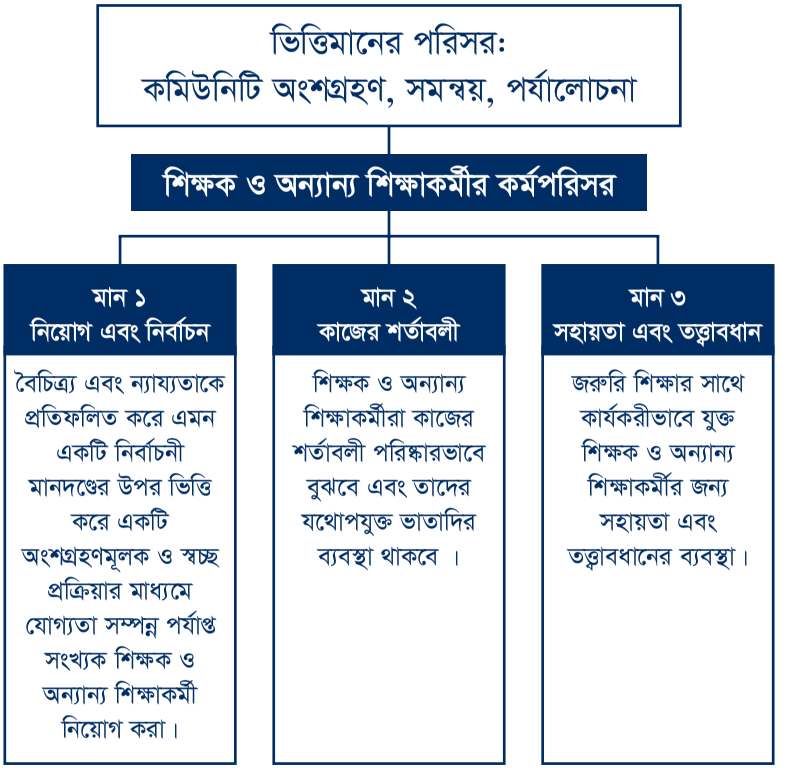
ভিত্তিমানের পরিসর:
কমিউনিটি অংশগ্রহণ, সমন্বয়, পর্যালোচনা
শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর কর্মপরিসর
মান ১
নিয়োগ এবং নির্বাচন
বৈচিত্র্য এবং ন্যায্যতাকে প্রতিফলিত করে এমন একটি নির্বাচনী মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা।
মান ২
কাজের শর্তাবলী
শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা কাজের শর্তাবলী পরিষ্কারভাবে বুঝবে এবং তাদের যথোপযুক্ত ভাতাদির ব্যবস্থা থাকবে ।
মান ৩
সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান
জরুরি শিক্ষার সাথে কার্যকরীভাবে যুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর জন্য সহায়তা এবং তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা।

জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত শিশু এবং নবীনদের শিক্ষা চাহিদা শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী পূরণ করবে। এদের মধ্যে পেশাগত মানের তারতম্য থাকতে পারে- কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে সরকারি চাকুরী থেকে আসতে পারে আবার কেউ সামান্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হতে পারেন।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী বলতে বুঝায়:

- শ্রেণি শিক্ষক এবং শ্রেণি সহকারী;
- প্রারম্ভিক শৈশবকাল অথবা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক;
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক;
- বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষক;
- শিশুবান্ধব স্থানের সঞ্চালক;
- কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবী, ধর্মীয় শিক্ষক এবং জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষক;
- প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, স্কুল তত্ত্বাবধানকারী এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মী।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর দায়-দায়িত্ব নির্ভর করে শিক্ষার ধরন (আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক) এবং শিক্ষার পরিবেশের উপর। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এবং পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণ জরুরি শিক্ষা প্রকল্প পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী বাছাই, নিয়োগ এবং নির্বাচন অবশ্যই বৈষম্যহীন, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ হতে হবে। জেন্ডার ভারসাম্য এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব থাকবে। শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর অবশ্যই প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকতে হবে এবং তাদের যথাযথ ভাতা প্রদান করতে হবে। তারা স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিতে এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে। ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে আচরণবিধি, দায়-দায়িত্ব, তত্ত্বাবধান কৌশল, কাজের শর্তাবলী, চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা, ভাতা এবং কাজের অধিকারগুলো ভালোভাবে তৈরি হবে।

সংকটের সময় শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের পরিবর্তিত অবস্থায় সাথে খাপ খাইয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ও পুনর্গঠনের জন্য সহায়তা আবশ্যক। জরুরি পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত জরুরি শিক্ষা ব্যবস্থা শিশু, নবীন এবং কমিউনিটির সকলকে জীবন রক্ষামূলক তথ্য, ইতিবাচক ভবিষ্যত তৈরি করে এমন শিখন সুযোগ ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। জরুরি অবস্থা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে না আসার সময় পর্যন্ত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা চালু রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা ভূমিকা পালন করেন। তবে সংকটের সময় তাদের আত্মসহায়তা ও আত্ম পরিচালনার অধিকার আছে।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ১:
নিয়োগ ও নির্বাচন

বৈচিত্র্য এবং ন্যায্যতাকে প্রতিফলিত করে এমন একটি নির্বাচনী মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে একটি স্বচ্ছ, উপযোগী, বৈষম্যহীন কাজের বিবরণী এবং নির্দেশিকা তৈরি করা (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- একটি বাছাই কমিটির প্রতিনিধি প্রার্থীদের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিরূপণের ভিত্তিতে এবং জেন্ডার, বৈচিত্র্য ও কমিউনিটির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী বাছাই করে (নির্দেশিকা ২-৪ দেখুন)।
- শিক্ষার্থীর সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্লাসের আয়তন,পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ও পদায়ন করা (নির্দেশিকা ৫ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **কাজের বিবরণীতে** জেন্ডার, জাতিগত, ধর্ম, প্রতিবন্ধীতা বা বৈচিত্র্যের প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে কোনো বৈষম্য না করা। কাজের বিবরণীতে কমপক্ষে এগুলো থাকবে:

- দায়-দায়িত্বের বর্ণনা;
- কার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে তার পরিষ্কার বর্ণনা;
- আচরণবিধি।

(শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৯৪ দেখুন)।

২. **অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা:** স্বীকৃত প্রমাণপত্রসহ যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক সহায়তা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য দক্ষতা প্রয়োজন। জরুরি অবস্থার কারণে যদি যোগ্য শিক্ষকদের প্রত্যয়নপত্র বা অন্যান্য কাগজপত্র না থাকে সেক্ষেত্রে তাদের শিক্ষণ দক্ষতা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। যদি কোন অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক পাওয়া না যায় তাহলে, যাদের অল্প বা কোনো শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নেই তাদের বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এই শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নিরূপণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় কথা বলে এমন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। যেখানে প্রয়োজন, জাতীয় এবং আশ্রয়দানকারী দেশের ভাষার ওপর একটি সামগ্রিক কোর্স করানোর ব্যবস্থা করা (শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৭, পৃষ্ঠা ৭৯ দেখুন)।

কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার ভারসাম্য রক্ষায় স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাছাই কমিটির সাথে

আলোচনা করে নিয়োগের মানদণ্ড যুতসই করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম ও মানবাধিকার দলিল, আইন এবং নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক কম বয়সীদের সঞ্চালক, সহকারী এবং শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

৩. **শিক্ষক নির্বাচনে নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলো যুক্ত হতে পারে:**

পেশাগত যোগ্যতা এবং গুণাবলী:

- শিক্ষাগত যোগ্যতা;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষণসহ অন্যান্য শিক্ষণ অভিজ্ঞতা;
- শিশু এবং নবীনদের মনো-সামাজিক চাহিদার প্রতি সংবেদনশীলতা;
- বৃত্তিমূলক বা অন্যান্য কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা;
- সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষতা যার মধ্যে আছে স্থানীয় ইশারা বা ইঙ্গিত চিহ্ন এবং ব্রেইলী সর্ম্পকিত জ্ঞান।

ব্যক্তিগত যোগ্যতা:

- বয়স, লিঙ্গ এবং জেন্ডার সমতার কথা মনে রাখা;
- সহ্যক্ষমতা;
- জাতিগত এবং ধর্মীয় পরিচিতি;
- কমিউনিটি বৈচিত্র্যতা প্রতিফলিত হবে। বিদ্যমান সামাজিক টানাপোড়ন এবং দীর্ঘদিনের অসমতার দিকগুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে কারণ এগুলো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে (শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৮ পৃষ্ঠা ৭৯-৮০)।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী অবশ্যই কমিউনিটির সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং তা কমিউনিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রাথমিক নির্বাচনটা ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি থেকে করা উচিত কারণ স্থানীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে তাদের একটা সম্যক ধারণা থাকে। যদি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কমিউনিটির বাইরে থেকে নির্বাচন করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের যাতায়াত ও থাকা খাওয়া বাবদ একটি আলাদা ভাতা প্রদান করতে হবে। যদি শিক্ষাকেন্দ্র শরণার্থী অথবা অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত জনগণের জন্য হয়, সেক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভিতর থেকে যোগ্য শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করলে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে (দেখুন INEE Guidance Notes on Teacher Compensation, পাওয়া যাবে INEE Toolkit:**www.ineesite.org/toolkit)**।

৪. **রেফারেন্স:** শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সকল নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্পর্কে যারা জানে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে।

৫. **শ্রেণিকক্ষের আকার:** শ্রেণিকক্ষের আকার পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন প্রতিবন্ধীসহ সকল শিশু ও নবীনদের জায়গা হয়। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক থাকে। পাঠদান ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমানুপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ (স্টেকহোল্ডাররা) জাতীয় এবং স্থানীয় মান বিবেচনা করবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার এবং উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনুপাত নির্ধারণে নিজস্ব মান থাকতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১ঃ৪০ অনুপাতের সুপারিশ করা হয়। যাহোক, স্থানীয়ভাবে যা সঠিক এবং বাস্তবসম্মত তা পর্যালোচনা ও নির্ণয়ে স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিতে হবে। (ভূমিকা দেখুন পৃষ্ঠা ১৪-১৫ নূন্যতম মান এর সংশ্লিষ্ট উদাহরণের জন্য এবং শিক্ষণ ও শিখন মান পৃষ্ঠা ৭২-৮৭ দেখুন)।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২:
কাজের শর্তাবলী

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা কাজের শর্তাবলী পরিষ্কারভাবে বুঝবে এবং তাদের যথোপযুক্ত ভাতাদির ব্যবস্থা থাকবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- ভাতা ও কাজের শর্তাবলীর বিষয়ে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের (স্টেকহোল্ডারদের) মধ্যে একটা সমঝোতা ও সমন্বয় করা (নির্দেশিকা ১-২ দেখুন)।
- চুক্তি নামায় ভাতা ও কাজের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা এবং নিয়মিত ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের কাজের শর্তাবলী নিয়ে কথা বলার সুযোগ তৈরি।
- স্বচ্ছ ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকাসহ একটি আচরণবিধিমালা থাকা এবং সবাই সেটা মান্য করার পরিবেশ তৈরি (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **কাজের শর্তাবলী:** চুক্তিনামায় চাকুরির বিবরণ, কাজের শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ এবং আচরণবিধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কমিউনিটি এবং শিখন পরিবেশে এটি শিক্ষকদের পেশাদার হতে সাহায্য করে। এর থেকে বোঝা যাবে কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা নির্দিষ্ট ভাতার বিনিময়ে শিক্ষকদের নিকট থেকে কি কি সেবা আশা করেছেন। সেই সাথে শিক্ষকদের আচার-আচরণের একটা প্রত্যাশিত কাঠামো এখানে পাওয়া যাবে।

   চুক্তিনামায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে থাকবে:

   - কাজ এবং দায়িত্ব;
   - ভাতা;
   - উপস্থিতির নিয়মাবলী;
   - কাজের সময়সূচি;
   - চুক্তির মেয়াদ;
   - আচরণবিধি;
   - সহায়তা, তত্ত্বাবধান এবং মতদ্বৈত্যতা নিরসনের ব্যবস্থা (শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৯১ দেখুন)

২. **ভাতা:** শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ভাতা সুবিধা থাকলে তাঁরা অতিরিক্ত আয়ের কোনো দ্বিতীয় উৎসের সন্ধান না করে পেশাগত দায়িত্বের প্রতি মনোনিবেশ করে। যেখানে প্রয়োজন, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর জন্য

যথার্থ সম্মানী প্রদান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা যতদ্রুত সম্ভব তৈরি করতে হবে। জরুরি অবস্থায় সম্মানী প্রদান ব্যবস্থা যেভাবেই হোক না কেন এটা মনে রাখতে হবে যে, ভাতা নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এবং যতদ্রুত সম্ভব সেটা চালু করা দরকার। শিক্ষা কৃর্তপক্ষ, শিক্ষক সমিতি, কমিউনিটি সদস্য, বিভিন্ন কমিটি এবং এসোসিয়েশন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দদের সমন্বয়ে একটি টেকসই ভাতানীতি তৈরি করে উন্নয়নের ধারায় ফিরতে সহযোগিতা করতে হবে।

ভাতা আর্থিক বা বস্তুগত হতে পারে। এই ব্যবস্থাটি অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই হতে হবে। একবার একটা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে সেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে যায় এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রত্যাশা থাকে যে, এ থেকে নিম্নমানের কোনো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে না। স্থানচ্যুতির সময়, যোগ্য শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী যেখানে বেতন বেশি সেখানে চলে যেতে পারে, এমনকি বর্ডার পার হয়ে অন্য দেশেও চলে যেতে পারে। কাজেই বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:

- থাকা-খাওয়ার খরচ;
- শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশাদারদের প্রাপ্যতা ও চাহিদা;
- সমযোগ্যতা সম্পন্ন অন্য পেশার মজুরির সমপরিমাণ - যেমন স্বাস্থ্যসেবা;
- যোগ্য শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর প্রাপ্যতা; (SEEP Network *Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis,* Employment Creation Standard).

ভাতা নির্ভর করে কাজের শর্ত এবং আচরণবিধি অনুশীলনের উপর। ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রদের নিকট থেকে টাকা গ্রহণের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না অর্থাৎ ''ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্ব'' এড়িয়ে চলতে হবে (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৩৪ এবং *দেখুন* INEE Guidance Notes on Teacher Compensation পাওয়া যাবে INEE Toolkits: **www.ineesite.org/toolkits**)

৩. **আচরণবিধি:** আচরণবিধি শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের আচরণের মানগুলো পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে। শিখন পরিবেশ, শিক্ষা কার্যক্রমের সময় ও কর্মসূচিসহ সর্বত্র এই মানগুলো প্রয়োগ করা হয়। এই আচরণবিধি না মানলে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তাও এখানে বলা আছে। শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী আচরণবিধির আওতায় এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে যে:

- সম্মান, সুরক্ষার সাথে সাথে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করবে;
- উচ্চ মানসম্পন্ন ও নৈতিক আচরণ বজায় রাখবে;
- একটি বৈষম্যহীন শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বাধা দূর করা

যেখানে সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে গ্রহণ করা হয়;
- সকল ধরনের যৌন এবং অন্যান্য নিপীড়ন, শোষণ, শ্রম বা যৌন স্বার্থে ব্যবহার, ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার, নির্যাতন এবং অন্যান্য সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ মুক্ত সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সকলের জন্য সমান পরিবেশ বজায় রাখা;
- মানবাধিকার এবং বৈষম্যহীনতার নীতির বিরোধী যে কোনো জ্ঞান অথবা কার্যক্রমকে শেখানো বা উৎসাহ না দেওয়া;
- নিয়মিত উপস্থিতি এবং সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা।

(INEE Toolkit এ Code of Conduct দেখুন: **www.ineesite.org/toolkit;** অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৪ ও ৯, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩ ও ৬৪-৬৫ দেখুন; শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ৯৮ দেখুন)।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ৩: সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান

জরুরি শিক্ষার সাথে কার্যকরীভাবে যুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর জন্য সহায়তা এবং তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- পর্যাপ্ত শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ এবং জায়গার ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- কাজের প্রতি আরও আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখার জন্য শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা কর্মীরা নিজেদের পেশাগত উন্নয়নে যুক্ত হবে (নির্দেশিকা ২-৩ দেখুন)।
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত নিরূপণ, পরিবীক্ষণ এবং সহায়তার জন্য একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক তত্ত্বাবধান কৌশল নির্ধারণ (নির্দেশিকা ২-৩ দেখুন)।
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর নিয়মিত কাজের মূল্যায়ন এবং ফলাফল নথিভুক্ত করা ও তা নিয়ে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের কাজের উপর শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকা (নির্দেশিকা ৫ দেখুন)।
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের জন্য প্রয়োজনে যথাযথ মনো-সামাজিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকা (নির্দেশিকা ৬ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **শিক্ষণ এবং শিখন উপকরণ এবং জায়গা:** শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ এবং স্কুলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা থাকবে যাতে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা কার্যকরভাবে কাজ ও শিক্ষা প্রদান করতে পারে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, পৃষ্ঠা ৬৬-৭০; শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৯, পৃষ্ঠা ৮০; এবং শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ৮৩ দেখুন)।

২. **সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান কৌশল:** কার্যকর ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের আরও আগ্রহী করে তোলার জন্য বিশেষভাবে জরুরি। যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষা ইউনিয়ন, কমিউনিটি সদস্য, বিভিন্ন কমিটি এবং এসোসিয়েশন, জাতিসংঘের সংস্থা ও এনজিওদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাসমূহ চালু করতে হবে। সকলের পরামর্শ এবং সতীর্থদের সহায়তা শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কর্মদক্ষতার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে (কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ১-৫,পৃষ্ঠা ২৪-২৮; শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩ এবং UNESCO/ILO Recommendation concerning the status of Teachers (1966) দেখুন)।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন:** দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের চাহিদা, প্রয়োজন, অগ্রাধিকার, আগ্রহ ও আবেগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সাথে আলোচনা করা জরুরি। এটি পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রারম্ভিক এবং সেবা প্রদানের সময়কার চাহিদা ও সুযোগগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। দক্ষতা তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে বৈষম্যহীন (শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩ দেখুন)।

৪. **কর্মদক্ষতা যাচাই:** ভালো কর্মদক্ষতার জন্য সুষ্ঠ কর্মদক্ষতা যাচাই প্রক্রিয়া প্রয়োজন। শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য প্রত্যেকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিষয় চিহ্নিতকরণ এবং নিম্নলিখিত কার্যক্রমের সাথে একমত হওয়া প্রয়োজন।

   কর্মদক্ষতা যাচাই প্রক্রিয়ায় থাকবে:

   - শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন মাপকাঠি তৈরি;
   - মতামত প্রদান;
   - বিকাশ ও অগ্রগতি নিরূপণের জন্য উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

   (নিচের নির্দেশিকা ৫ এবং শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী মান ২, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬ দেখুন)।

৫. **শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ:** শিক্ষার্থীদের নিরূপণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। এটি শিখন পরিবেশ এবং এর মান নিশ্চিতকরণের সকল দিক বুঝতে সহায়তা করে। কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিরপেক্ষ দলের নিকট ধারাবাহিকভাবে তাদের মতামত প্রদান করতে পারে। শিক্ষণ দক্ষতা, আচরণ, শিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ এবং সুরক্ষা বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৬. **মনো-সামাজিক সহযোগিতা এবং কল্যাণ:** সংকট মুহূর্তে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে পারে। তারা নতুন চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের মুখে হতাশ হয়ে পড়তে পারে। তাদের টিকে থাকার সক্ষমতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা নির্ভর করে তাদের নিজেদের ভালো থাকা ও প্রাপ্ত সহায়তার কার্যকারিতার উপর (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৮-৯, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ৮, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০; শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৭৮ দেখুন)।

এই মানগুলো বাস্তবায়নে এই টুলগুলো সাহায্য করবে, INEE Toolkit: www.ineesite.org/toolkit

INEE Toolkit:

- INEE ন্যূনতম মান
  - বাস্তবায়ন টুল্‌স
    - শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী

শিক্ষানীতি

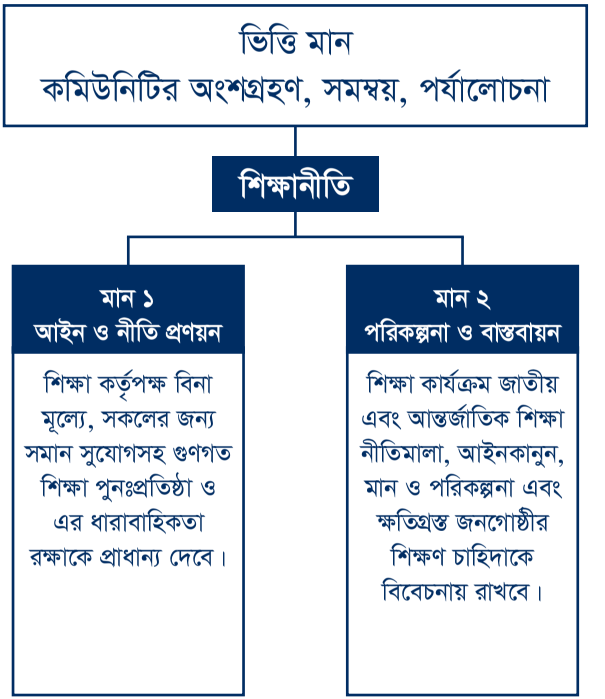
ভিত্তি মান
কমিউনিটির অংশগ্রহণ, সমন্বয়, পর্যালোচনা
শিক্ষানীতি
মান ১
আইন ও নীতি প্রণয়ন
শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিনা মূল্যে, সকলের জন্য সমান সুযোগসহ গুণগত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষাকে প্রাধান্য দেবে।
মান ২
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন
শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা নীতিমালা, আইনকানুন, মান ও পরিকল্পনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষণ চাহিদাকে বিবেচনায় রাখবে।

আন্তর্জাতিক বিধি বিধান ও ঘোষণাসমূহ সকলের শিক্ষা লাভের অধিকার অনুমোদন করে। জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটির দায়িত্ব এই অধিকারকে সম্মান, রক্ষা এবং পূরণ করা। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বৈষম্যহীনতা এবং সামাজিক ও শিক্ষানীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার শিক্ষা অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জরুরি অবস্থা থেকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এই অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবশ্যই জরুরি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনা অবশ্যই:

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিক্ষার মান শিক্ষা ও নীতিগুলোকে বিবেচনায় নেবে;
- শিক্ষা অধিকারের প্রতি অঙ্গিকারবদ্ধ থাকবে;
- সঙ্কটে থাকা মানুষের শিক্ষার চাহিদা এবং অধিকারের প্রতি সাড়া প্রদানে সচেতন থাকবে;
- সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করবে;
- জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মধ্যে পরিষ্কার যোগসূত্র রাখবে।

জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদানের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কর্মসূচি ও নীতিমালার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ।

জেন্ডার সমতা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, জরুরি অবস্থাকালীন শিক্ষার জন্য প্রণীত নীতি ও কর্মসূচিতে শিশু অধিকার সনদের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাতে সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রার কাঠামোর প্রতিফলন থাকতে হবে। কেননা যে সকল শিক্ষানীতি ও আইনকানুন লিঙ্গ, ধর্ম, জাতিসত্ত্বা, ভাষা ও প্রতিবন্ধীতাসহ সকল প্রকার শিক্ষা বৈষম্যের বিরোধিতা করে, এই আন্তর্জাতিক দলিলগুলো সেগুলোর সমর্থন করে।

শিক্ষানীতি মান ১:
আইন ও নীতি প্রণয়ন

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিনা মূল্যে সকলের জন্য সমান সুযোগসহ গুণগত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষাকে প্রাধান্য দেবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- আন্তর্জাতিক মানবিকতা এবং মানবাধিকার আইনের আওতায় শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের মর্যাদা যেভাবে সুরক্ষিত আছে জাতীয় শিক্ষা আইন, প্রবিধান ও নীতিমালায় সেগুলি সেভাবেই সুরক্ষিত করা (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- জাতীয় শিক্ষা আইন, প্রবিধান ও নীতিমালার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা ও নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা (নির্দেশিকা ১-২ দেখুন)।
- সকল শিক্ষা সুবিধাদির পুনঃনির্মাণ ও প্রতিস্থাপন যেন নিরাপদ স্থানে হয় সে ব্যাপারে আইন, প্রবিধান এবং নীতিমালার ব্যবস্থা রাখা (নির্দেশিকা ২-৩ দেখুন)।
- বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে সেই মোতাবেক আইন, প্রবিধান ও নীতিমালা তৈরি করতে হবে। তবে এই বিশ্লেষণে সকল শ্রেণির মানুষের মতামতের প্রতিফলন থাকতে হবে (নির্দেশিকা ৪ দেখুন)।
- জাতীয় শিক্ষানীতি কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বাজেট দ্বারা সমর্থিত হতে হবে যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়াদান সম্ভব হয় (নির্দেশিকা ৫-৬ দেখুন)।
- আইন, প্রবিধান ও নীতিমালা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শরণার্থীরা বিদ্যালয়ে তাদের নিজস্ব এলাকার বা দেশের ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে পারে (নির্দেশিকা ৭ দেখুন)।
- রাষ্ট্রীয় সংগঠন নয় এমনসব সংস্থা যেমন: এনজিও, জাতিসংঘের অঙ্গ-সংগঠনসমূহকে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার অনুমোদন দিয়ে আইন, প্রবিধান ও নীতিমালা তৈরি করা (নির্দেশিকা ৮ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল অনুযায়ী **জাতীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার অধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা করা এবং তা নিশ্চিত করা** (পৃষ্ঠা ২ ভূমিকা দেখুন)।

এই মানবাধিকার দলিলগুলির মধ্যে আছে শিশু এবং নবীনদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বসহ সকলের দেখভাল বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধানসমূহ। এখানে পুষ্টি, বিনোদন, সংস্কৃতি, নির্যাতন প্রতিরোধ এবং ছয় বছরের নিচের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশু অধিকার সনদটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে শিশুর শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ এই উভয় অধিকারের কথা

বলা হয়েছে যেমন, যেসব সিদ্ধান্ত শিশুদের উপর প্রভাব ফেলবে সে বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্মানজনক আচরণ পাবার অধিকার এবং তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানার অধিকার (কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ২৭-২৮; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ১-২, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭ এবং শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৫-৬, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮ দেখুন)।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষা অবকাঠামোসমূহ বেসামরিক মর্যাদার অধিকারী। জেনেভা দলিলের আওতায় তাদের সামরিক সংঘাত থেকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি সকল দেশ দ্বারা স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক মানবিকতার আইনের একটি অংশ। জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের এই সুরক্ষার বিষয়টি জাতীয় আইন ও চর্চার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং সামরিক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার রোধ করতে হবে।

যদি সহিংসতা চলমান শিক্ষাব্যবস্থা ও শিশু সুরক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলে, সেক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য এডভোকেসি করা এবং শিক্ষা সম্পর্কিত মানবাধিকার ও মানবিকতার আইনসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী অথবা শিক্ষা অবকাঠামোর উপর আক্রমণ বা দখলের মতো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা জরুরি। এটি আক্রান্ত ব্যক্তির মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে এবং সমন্বিত সাড়াদান, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়ক (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১,৩-৪ এবং ৬-৭, পৃষ্ঠা ৬১-৬৩ ও ৬৩-৬৪ দেখুন)।

২. **জাতীয় শিক্ষানীতি ও আইনকানুন** সকলের জন্য শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে। স্থানীয় এবং জাতীয়ভাবে বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি আপদকালীন পরিকল্পনায় পরিচিত, সম্ভাব্য এবং বার বার ঘটে এমন আপদসমুহ স্থান পাবে। এই আপদসমূহের মধ্যে আছে ছোট ছোট দুর্যোগ যেমন, নিয়মিত বন্যা যা শিক্ষার উপর ক্রমবর্ধমানভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিপদাপন্ন শিশু এবং নবীনদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলো অবশ্যই সংযুক্ত হবে। যেসকল দেশে শিক্ষার জন্য কোনো জরুরি অথবা দুর্যোগে সাড়াদান সর্ম্পকিত আইন নেই, সেখানে সংকট ও জরুরি পরিস্থিতি এগুলো তৈরির সুযোগ করে দেয় (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১১, পৃষ্ঠা ৬৫ এবং শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৮৩ দেখুন)।

স্কুলে পড়ার বয়স হয়নি এমন শিশুদের জন্য প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন সেবা এবং তাদের মাতা-পিতা অথবা অবিভাবকরাও শিক্ষানীতি এবং কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে। এই সেবার আওতায় থাকবে :

- প্রাক সেবা এবং শিশু প্রতিপালন শিক্ষায় আগ্রহী অভিভাবক দল;
- প্লে গ্রুপ;
- শিশু সুরক্ষাকেন্দ্রের কর্মকাণ্ডে ছোট শিশুদের অন্তর্ভুক্তি;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং অন্যান্য সেবার সাথে যোগসূত্র স্থাপন;

যেসব দেশে নবীনদের জন্য জাতীয় নীতিমালা আছে, জরুরি পরিস্থিতি সেসব দেশে শিক্ষার পাশাপাশি পরস্পর সম্পর্কিত কাজে নবীনদের যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার সুযোগ করে দেয়। তবে দেশে জাতীয় নীতিমালা না থাকলে সংকটকালে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা একটা ফোকাল পয়েন্ট ঠিক করবেন, যিনি শিশু ও নবীনদের বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং পরস্পর সম্পর্কিত নীতি ও কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে শিশু ও নবীনদের বিষয়গুলি সমন্বয় করবেন। যদি একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরির সুযোগ থাকে তবে এটি অবশ্যই বিভিন্ন নবীন দলের স্বার্থ চাহিদা ও প্রভাব এবং নানা ধরনের নবীনদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় নীতিমালার আওতায় যে কাঠামো গড়ে উঠবে সেখানে থাকবে

- শিক্ষা;
- কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
- জরুরি অবস্থার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি।

(অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৫৭ এবং *SEEP Network Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis,* Employment Creation Standard।

৩. **নতুন এবং পুনঃনির্মিত বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা:** নতুন বা পুনঃনির্মাণের জন্য বিদ্যালয়ের স্থান অবশ্যই পরিচিত আপদ এবং হুমকি থেকে নিরাপদ জায়গায় হতে হবে এবং দুর্যোগ সহনশীল নক্সা প্রণয়ন ও নির্মাণ করতে হবে। অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকতে হবে যেন জরুরি অবস্থায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যালয়কে ব্যবহার করলেও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হয় (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ৯, পৃষ্ঠা ৫৯; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, নির্দেশিকা ১-২, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮ এবং *INEE Guidance Notes on Safen School Construction*, পাওয়া যাবে INEE Toolkit : **www.ineesite.org/toolkit)**

৪. **প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা:** শিক্ষা আইন এবং নীতিতে জরুরি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং রাজনৈতিক গতিশীলতার প্রতিফলন থাকবে। এভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা ও কার্যক্রম শিক্ষার্থী এবং বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও অধিকার পূরণ করবে এবং সামাজিক ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে চলবে।

প্রেক্ষাপট বা বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরূপণ, মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই এবং ঝুঁকি ও দুর্যোগ প্রস্তুতি পর্যালোচনা ইত্যাদি সংযুক্ত হতে পারে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবশ্যই প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে কমিউনিটির সাথে বড় পরিসরে আলোচনা দরকার। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ এই ধরনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করার পক্ষে এবং শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম পুনঃপর্যালোচনা ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় এর

অন্তর্ভুক্তিকরণের পক্ষে এডভোকেসি করবে (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩-৬, পৃষ্ঠা ৩৯-৪২)।

ঝুঁকি পর্যালোচনার সময় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং মানবিকতার পরিবেশ ও দুর্নীতির ঝুঁকি আমলে নিতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে যেসব দুর্নীতি ঘটতে পারে সেগুলো নিয়ে যতোটা সম্ভব খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। উন্মুক্ত আলোচনা হচ্ছে ব্যাপক দুর্নীতি দমন নীতিমালা প্রণয়নের সবচেয়ে ভালো উপায়। দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা মানে এই নয় যে, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া অথবা কারো বিপদাপন্নতাকে সুনির্দিষ্টভাবে নজরে আনা (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০)।

৫. **তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ব্যবস্থা:** যারা শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত তারা নীতি এবং সাড়াদান কৌশলগুলো সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করবে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অবশ্যই সকলের কাছে সহজবোধ্য এবং সহজলভ্য হতে হবে (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫ দেখুন)।

আইন, প্রবিধান এবং নীতি অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে। বিশেষ দুর্যোগ প্রবণ এলাকার তথ্য ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপাত্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে। এটি দুর্যোগপূর্ব একটি প্রস্তুতির কৌশল, যা জাতীয় এবং স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। যেখানে সম্ভব, কমিউনিটির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য জাতীয় শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা সরাসরি গ্রহণ করবে (পর্যালোচনা মান ৩, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৪৯ দেখুন)।

৬. **দুর্যোগ প্রস্তুতি কাঠামো:** শিক্ষা জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কার্যকর এবং সময়মতো শিক্ষা সাড়াদানের জন্য সম্পদগুলোকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডাররা জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মসূচির সহায়তায়, উন্নয়ন কার্যক্রমের উপাদান হিসেবে জরুরি শিক্ষা সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দুর্যোগ প্রস্তুতি কাঠামোতে কমিউনিটি পর্যায়ে সাড়াদান কর্মকাণ্ডে শিশু এবং নবীনদের অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা সুস্পষ্টভাবে থাকতে হবে (কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ৪-৫, পৃষ্ঠা ২৬-২৮; কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ২, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ৩২; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ১১, পৃষ্ঠা ৬৫ এবং শিক্ষণ ও শিখন পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৮৩)।

৭. **বৈষম্যহীনতা:** সকল গোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা যাতে সমানভাবে পৌঁছায় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তা অবশ্যই নিশ্চিত করবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শরণার্থীরা অবশ্যই আশ্রয় প্রদানকারী দেশের নাগরিকদের মতো একইরকম সুযোগ পাবে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, সনদ প্রাপ্তি, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, ফি প্রদানে ছাড় এবং বৃত্তি পাবার ক্ষেত্রেও শরণার্থীদের একইরকম অধিকার থাকবে। অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত শিক্ষার্থীরা দেশের

অন্যান্য শিক্ষার্থী যারা স্থানচ্যুত হয়নি তাদের মতো একইরকম শিক্ষার অধিকার পাবে। এগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং অভ্যন্তরীণ আন্তঃস্থানচ্যুতদের জন্য নির্দেশিত বিধানে উল্লেখিত আছে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ১-২ ও ৪, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭ ও ৫৮; শিক্ষণ ও শিখন মান ১, নির্দেশিকা ৩ ও ৭-৮, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭ ও ৭৯-৮০; শিক্ষণ ও শিখন মান ২, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ৮৩)।

৮. সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা চাহিদা এবং অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার জন্য **বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং জাতিসংঘকে** অনুমতি দিতে হবে এবং তারা যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে দ্রুত সাড়াদানের কাজ শুরু করতে পারে সেই লক্ষ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে। এক্ষেত্রে দ্রুত ভিসার ব্যবস্থা এবং শিক্ষণ ও ত্রাণ উপকরণের জন্য বিশেষ শুল্ক ছাড়ের বিধান রাখা যেতে পারে।

শিক্ষানীতি মান ২:
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষানীতিমালা, আইন কানুন, মান ও পরিকল্পনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষণ চাহিদাকে বিবেচনায় রাখবে।

করণীয় (নির্দেশিকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন কাঠামো এবং নীতির প্রতিফলন থাকবে (নির্দেশিকা ১ দেখুন)।
- শিক্ষা কার্যক্রম অন্যান্য জরুরি সাড়াদান খাতের সাথে সমন্বিত হবে (নির্দেশিকা ২ দেখুন)।
- জরুরি শিক্ষা কর্মসূচি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও কৌশলের সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।
- ভবিষ্যত এবং বর্তমান দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদানের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করবে (নির্দেশিকা ৩ দেখুন)।
- স্বচ্ছতার সাথে একটা কার্যকরী শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং সেই আলোকে শিক্ষা কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট আর্থিক, কারিগরি, বস্তুগত এবং মানব সম্পদের যোগান থাকবে (নির্দেশিকা ৪-৫ দেখুন)।

নির্দেশিকা

১. **শিক্ষা অধিকার ও লক্ষ্য অর্জন:** আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অবশ্যই একীভূত কর্মকাণ্ড করতে হবে, যা শিক্ষা অধিকার এবং লক্ষ্য পূরণ করবে। এগুলো অবশ্যই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর আওতায় হতে হবে (অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ১-২ ও ৪, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭ ও ৫৮ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ১ ও ৭, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪ ও ১০৬-১০৭ দেখুন)।

২. **আন্তঃখাত সমন্বয়:** প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন এবং নবীনদের কার্যক্রমসহ শিক্ষায় সাড়াদান অবশ্যই অন্যান্য খাতের কার্যক্রম যেমন: পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন, পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সহায়তা, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থিক উন্নয়ন ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত থাকবে (পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৬, পৃষ্ঠা ৪১-৪২; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ১, নির্দেশিকা ৯, পৃষ্ঠা ৫৯; অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ৩, পৃষ্ঠা ৬৬-৭০; The Sphere Handbook; and the SEEP Network *Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis,* Employment Creation standard and Enterprise Development standards) ।

৩. **জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা:** জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনায় অবশ্যই বর্তমান এবং ভবিষ্যত দুর্যোগের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপের দিক নির্দেশনা

থাকবে। আন্তঃসম্পর্কিত সমন্বয়ের জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন, সমন্বয়, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা কৌশলগুলো সুনির্দিষ্ট করবে। পরিকল্পনা অবশ্যই সার্বিক প্রেক্ষাপট বুঝে করতে হবে এবং দুর্যোগ ও সংঘাতের পূর্ব সর্তকীকরণের জন্য সূচক এবং ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো যথাযথ শিক্ষানীতি এবং কাঠামোর দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। জাতীয় এবং স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনা একটি নিয়মিত মূল্যায়ন ও সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে (কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ২৬-২৭; কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ২, পৃষ্ঠা ৩০-৩২; সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪; পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০; এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ দেখুন)।

৪. **সম্পদসমূহ:** জরুরি শিক্ষা প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্তৃপক্ষ, মানবিক সংস্থা, দাতা সংস্থা, এনজিও, কমিউনিটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি একসাথে কাজ করবে। সম্পদের সমন্বয় অবশ্যই জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হতে হবে এবং প্রচলিত সমন্বয় কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সম্পদ বন্টনে নিম্নলিখিত বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে:

- ভৌত উপাদান, যেমন অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ক্লাসের বই এবং শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ ;
- গুণগত উপাদান, যেমন শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধানকারী প্রশিক্ষণ কোর্স, শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ।

শিক্ষা উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও তথ্য বিনিময় এবং শিক্ষার উপর আক্রমণের ঘটনাসমূহের উপর নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদের যোগান থাকতে হবে (কমিউনিটি অংশগ্রহণ মান ২, নির্দেশিকা ১,পৃষ্ঠা ২৪-২৫; সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ১-২, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪; পর্যালোচনা মান ১, পৃষ্ঠা ৩৭-৪২; পর্যালোচনা মান ২, নির্দেশিকা ২, পৃষ্ঠা ৪৪; পর্যালোচনা মান ৩, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৪৯; পর্যালোচনা মান ৪, নির্দেশিকা ৩-৪, পৃষ্ঠা ৫১; এবং অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ মান ২, নির্দেশিকা ৪ ও ৭ পৃষ্ঠা ৬২-৬৩ ও ৬৩-৬৪ দেখুন)।

৫. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:** দুর্নীতি (আর্থিক/অনার্থিক) রোধ অনুশীলনসহ নীতি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিক তথ্য কেন্দ্রিয়, জাতীয় কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি ও অন্যান্য মানবিকতার স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করতে হবে। ফলপ্রসূ পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতার জন্য স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির অভিযোগগুলো গোপন থাকবে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। দুর্নীতি বিষয়ে অভিযোগ করতে জনগণকে উৎসাহিত করা এবং যারা অভিযোগ করে থাকেন তাদের রক্ষা করা নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত (সমন্বয় মান ১, নির্দেশিকা ৫, পৃষ্ঠা ৩৫; পর্যালোচনা মান ১, নির্দেশিকা ৩, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০ এবং শিক্ষানীতি মান ১, নির্দেশিকা ৪, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ দেখুন)।

এই মানগুলো বাস্তবায়নে এই টুলগুলো সাহায্য করবে INEE Toolkit: www.ineesite.org/toolkitolkit:

INEE Toolkit:

- INEE ন্যূনতম মান
  - বাস্তবায়ন টুল্‌স
    - শিক্ষানীতি

পরিশিষ্ট ১: শব্দকোষ

অভিগম্যতা: অভিগম্যতা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হয়ে অংশগ্রহণ করা এবং শিক্ষা সমাপ্ত করার অবাধ সুযোগ। অবাধ সুযোগ এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বা শিক্ষা সমাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করে এমন ব্যবহারিক, আর্থিক, শারীরিক, নিরাপত্তাজনিত, কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

জবাবদিহিতা: ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোর চাহিদা, ক্ষমতা ও অবস্থা বিবেচনা করে কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাখ্যা হচ্ছে জবাবদিহিতা। আর্থিক সম্পদের ব্যবহারসহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অন্তর্ভুক্ত। এটি একই সাথে শোনার অধিকার এবং সাড়াপ্রদানের দায়িত্বকে বোঝায়। শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বলতে মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব, শিক্ষকদের আচরণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে গুণগত সেবা প্রদান করার দায়বদ্ধতাকে বোঝায়।

নিরূপণ:১) জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনার পূর্বে চাহিদা নিরূপণ ও সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের ঘাটতি নির্ধারণে পরিচালিত অনুসন্ধান কার্যক্রম। ২) শিক্ষার্থীদের উন্নতি এবং অর্জনের পরীক্ষা নেয়া। "শিখনের ফলাফল নিরূপণ" হচ্ছে শিক্ষা কর্মসূচি দ্বারা নির্ধারিত এক ধরনের নিরূপণ প্রক্রিয়া। **INEE Toolkit www.ineesite.org/toolkit** এ এক ধরনের নিরূপণ পদ্ধতি রয়েছে। কোনো বিশেষ অবস্থায় বা পরিবেশে প্রয়োজনীয় তথ্যকে প্রতিফলিত করার জন্য নিরূপণ পদ্ধতি সর্বদা প্রয়োগ করা উচিত।

সক্ষমতা: সক্ষমতা বলতে বোঝায় ব্যক্তি অথবা জনগোষ্ঠী, সমাজ বা সংস্থার শক্তি, গুণ এবং সম্পদের সমন্বয় যা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করা যায়।

সক্ষমতা তৈরি: ব্যক্তি বা সংস্থার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার জন্য জ্ঞান, সামর্থ্য, দক্ষতা এবং আচরণ শক্তিশালী করা।

শিশুবান্ধব স্থান ও বিদ্যালয়: শিশুবান্ধব স্থান ও বিদ্যালয় হলো সেই স্থান, যেখানে কমিউনিটি শিশুদের লালন পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ও যেখানে শিশুদের স্বাধীনভাবে খেলা, বিনোদন, অবসর এবং শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। শিশুবান্ধব স্থান শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও মনোসামাজিক সমর্থন যোগায় এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা শিশুদের মনে একটি স্বাভাবিক সময়ের ধারণা সৃষ্টি করে এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুযায়ী এগুলো পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয়। এগুলো কোনো একটি নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের অথবা বিভিন্ন বয়সের শিশুদের সেবা প্রদান করে। জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য শিশু বান্ধব স্থান এবং বিদ্যালয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু সুরক্ষা: সব ধরনের অপব্যবহার যেমন শোষণ, নির্যাতন, অবজ্ঞা, সহিংসতা, ভয় দেখানো, যৌন হয়রানি, সহপাঠী, শিক্ষক বা শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে দুর্ব্যবহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অস্ত্র বা গুলি, ভূমি মাইন এবং অবিস্ফোরিত সমরাস্ত্রদি, সামরিক ব্যক্তিবর্গ, ক্রসফায়ার অবস্থান, রাজনৈতিক বা সামরিক হুমকি এবং সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ থেকে মুক্ত।

শিশু : ০ থেকে ১৮ বছর বয়সী সকল মানুষই শিশু। ১০-১৯ বছর বয়সীদের কিশোর ধরা হয় যা আবার ১৫-২৪ বছরকে তরুণ বয়সী ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (নিচে 'তরুণ' এর সংজ্ঞা দেখুন)।

সশস্ত্র বাহিনীর সাথে শিশুর সংশ্লিষ্টতা: শিশুদের অপহরণ বা জোর পূর্বক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত বা নিয়োগ করা হয় অথবা তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। তারা সবসময় অস্ত্র বহন করে না। তারা হতে পারে কুলি, গুপ্তচর, রাঁধুনী অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার। এসব শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফিরিয়ে নেয়া ও পুনঃএকত্রিকরণ প্রক্রিয়ার সময় এসব শিশুদের আনুষ্ঠানিক- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষা বিস্তার, জীবনমুখী শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষা চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন কারণ পুনর্বাসন কার্যক্রমের সময় প্রায়শই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক: মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ যেমন চিন্তাধারা, কল্পনাশক্তি, উপলব্ধি, মেধা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, কার্য কারণ পর্যালোচনা এবং সমস্যা সমাধান।

কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি: বিদ্যমান বা নবগঠিত, এটি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বা নতুন কমিটি যা একটি কমিউনিটির শিক্ষার প্রয়োজনগুলোকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট করে। মূলত অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কমিউনিটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নেতৃবৃন্দ, প্রান্তিক দল, নাগরিক সমাজ সংঘ, যুবকদের দল এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতিনিধি দ্বারা এই কমিটি গঠিত হয়।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রশমন: কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে, ১) দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং চাপ ও সহিংসতার উৎসগুলোকে বৃদ্ধি না করা। ২) দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ চিহ্নিতকরণের চেষ্টা এবং সে বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করা। মানবিকতা, পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পুনঃপর্যালোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকালীন সময়ে ও পরবর্তীকালীন দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে এগুলোর ভূমিকা যাচাই করা উচিত। দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রশমন ধারণাটি সংঘাতের সময় অথবা পরবর্তী সময়ে সংঘাত দূরীকরণ এবং মধ্যস্থতায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিবন্ধীতা : দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা সংবেদন প্রতিবন্ধকতা ও আচরণগত বাধা এবং এমন পরিবেশ যা সমাজের সকল মানুষের সাথে সমান সুযোগের ভিত্তিতে, পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

বিচ্ছিন্ন তথ্য: ভিন্ন ভিন্ন উপাদানভিত্তিক পরিসংখ্যান তথ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোনো জনগোষ্ঠীর তথ্য নিরূপণের সময় লিঙ্গ, বয়স এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ: ব্যাপক মানবিক, সম্পদগত, আর্থিক, অথবা পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি যা সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ দ্বারা মোকাবেলা করার সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস: আপদ হতে মানুষ ও সম্পদের বিপদাপন্নতা হ্রাস, ভূমি ও পরিবেশের সুব্যবস্থাপনা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় উন্নত প্রস্তুতিসহ দুর্যোগের কারণ বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণে নিয়মমাফিক চেষ্টার ধারণা এবং অনুশীলন।

বৈষম্য: সুযোগ সুবিধা, সেবা প্রদান, অধিকার অথবা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার, ধর্ম, পরিচিতি, বয়স, জাতি, এইচআইভি, অথবা অন্যান্য নানা বিষয়কে মানদণ্ড ধরে বিভিন্ন মানুষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ।

দুর্দশাগ্রস্ততা: দুর্দশাগ্রস্ততা বলতে হতাশ হওয়া, উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতাকে বোঝায়। কঠিন জীবনমানের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন দারিদ্র্য, ঘনবসতি অথবা কারও নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাপন হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এটি ঘটতে পারে।

'ডু নো হার্ম': এমন একটি নীতিমালা যা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে বা সম্ভাবনা আছে এমন স্থানে মানবিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের নেতিবাচক বা ইতিবাচক উভয় প্রভাব চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের যে কোনো পর্যায়ে এটি প্রয়োগ করা যায় তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যেন এই কার্যক্রম সংঘাতের অবস্থাকে আরও ধ্বংসাত্মক রূপ না দিয়ে বরং অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এমন সংস্থাগুলোর জন্য "ডু নো হার্ম" নীতিমালাটিকে একটি অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রাক-শৈশব বিকাশ: এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ছোট শিশু যাদের বয়স ০-৮ বছর তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সতর্কতা, আবেগীয় আস্থা, সামাজিক সক্ষমতা এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতির সন্তোষজনক উন্নয়ন ঘটে। এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক এবং আর্থিক নীতি ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা এবং শিশু সুরক্ষা সেবাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিস্তৃত কার্যক্রম দ্বারা সমর্থিত। এরূপ উচ্চ মানসম্পন্ন কার্যক্রমের ফলে শিশু এবং তাদের পরিবার লাভবান হলেও সুবিধাবঞ্চিত দলগুলোই বেশি লাভবান হয়।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ: শিক্ষা কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সরকার, সরকারের সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা যারা শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা জাতীয়, জেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে। ক্ষেত্র বিশেষে যেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পরিচালনায় অক্ষম সেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নয় এমন সংস্থা যেমন এনজিও, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলোও এই দায়িত্ব পালন করতে পারে।

শিক্ষা ক্লাস্টার: শিক্ষা ক্লাষ্টার হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ স্থান বিচ্যুতির সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে মানবিকতার সাড়াদানের একটি আদেশপত্র। আইএএসসি (ভিন্ন পাতায় দেখুন) এর মাধ্যমে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ক্লাষ্টার বৈশ্বিক পর্যায়ে ইউনিসেফ এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন কর্তৃক চালিত হয়। দেশীয় পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থাও এটি চালিত করতে পারে এবং জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ইউএনএইচসিআর শরণার্থী বিষয়ক নেতৃত্বদানকারী সংস্থা। শিক্ষা ক্লাষ্টার মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সক্ষমতা শক্তিশালী করণে দায়বদ্ধ। মানবিকতার সাড়াদানের সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নেতৃত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও শিক্ষা ক্লাষ্টারের দায়িত্ব।

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা: জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা বলতে বোঝায় সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রাক-শৈশব বিকাশ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উপানুষ্ঠানিক, প্রায়োগিক, কারিগরি, উচ্চ অথবা বয়স্ক শিক্ষাসহ সব বয়সীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ। জরুরি পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা দৈহিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সুরক্ষা প্রদান করে যা জীবন রক্ষায় সহায়ক হয়।

শিক্ষা সাড়াদান: জরুরি পরিস্থিতি থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত শিক্ষা সুযোগ মানুষের শিক্ষার চাহিদা এবং অধিকার পূরণ করার বিধান করে।

জরুরি অবস্থা: একটি কমিউনিটির বিপর্যস্ত পরিস্থিতি এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত অবস্থা।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫-৭ বছর থেকে শুরু করে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত শিশু ও নবীনদের জন্য পূর্ণকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এটা সাধারণত জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত হয় কিন্তু জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররাও সহায়তা করতে পারে।

জেন্ডার: নারী এবং পুরুষের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং পরিচিতি ও সমাজে তাদের মূল্যায়ন। এ বিষয়গুলো বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। জেন্ডার পরিচিতি নির্ধারণ করে দেয় যে সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে কি ধরনের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড প্রত্যাশা করে। এই আচরণ পরিবার, স্কুল, ধর্মীয় শিক্ষা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে শেখানো হয়। জেন্ডার ভূমিকা, দায়িত্ব এবং পরিচিতি পরিবর্তিত হতে পারে কারণ এগুলো সমাজ থেকে আসে।

জেন্ডার ভারসাম্য: সাধারণত সম সংখ্যক নারী পুরুষ বা ছেলে ও মেয়েকে বোঝায়। এটা হতে পারে সম সংখ্যক নারী পুরুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, কাজ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেখানে নারী পুরুষ উভয়ের স্বার্থ, উভয়ই আগ্রহী এবং তারা সমানভাবে বিবেচিত এবং সুরক্ষিত। এটা হতে পারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত নারী ও পুরুষ কর্মীদের সমতা। বিশেষ করে শিক্ষকদের চাকরীর ক্ষেত্রে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সর্বক্ষেত্রে নারী

পুরুষের সমতা নারী-পুরুষ বা ছেলে-মেয়ে সম্পর্কিত যে কোনো কার্যক্রম বা নীতি সম্পর্কিত আলোচনা এবং নীতির প্রভাব চিহ্নিতকরণে অধিকতর সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।

জেন্ডার সহিংসতা: জেন্ডার সংক্রান্ত পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট সংঘাত অনেক ক্ষেত্রে সমাজে মর্যাদাগত নিম্ন অবস্থানের কারণে নারীরা সহিংসতার শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি বিপদাপন্ন থাকে। পুরুষ এবং ছেলেরাও আক্রান্ত হতে পারে, বিশেষকরে যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারে। জেন্ডার সহিংসতার ধরন ও বিস্তার সংস্কৃতি, দেশ ও এলাকাভেদে ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,

- *যৌন সহিংসতা* যেমন যৌন নির্যাতন এবং অপব্যবহার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি এবং জোরপূর্বক বাল্য বিবাহ।
- *গৃহ এবং পারিবারিক সহিংসতা* যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক, মানসিক এবং আবেগগত অপব্যবহার।
- *ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক অথবা ঐতিহ্যবাহী চর্চা* যেমন নারীর যৌনাঙ্গহানী, সম্মান রক্ষায় নারী হত্যা এবং বিধবা নারীর সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত স্বামীর পরিবারের অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ।

আপদ: একটি সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক ঘটনা, বিষয় অথবা মানুষের কার্যক্রম, যা মানুষের হতাহতের কারণ হতে পারে, সম্পদের ক্ষতি করতে পারে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে অথবা পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম। আপদ প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অথবা দুয়ের সমন্বয়েও সৃষ্টি হতে পারে। কোনো আপদের ঝুঁকি কতখানি তা নির্ভর করে এটির ধরন, কোথায়, কখন সংঘটিত এবং কত সময় ব্যাপী স্থায়ী তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ কোনো মরুভূমি অঞ্চলে একটি ছোট ভূমিকম্প এক শত বছরে একবার আঘাত করে তা মানুষের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু শহরাঞ্চলে যদি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বন্যা হয়ে ৩ মিটার পানি জমে যায় এবং তা যদি ৫- ১০ বছরে একবার হয় তাহলে তার সম্ভাব্যতা বেশি এবং তার জন্য প্রশমন কার্যক্রমের প্রয়োজন হবে।

এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা এবং সহযোগিতা: নতুনভাবে এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমানো এবং আক্রান্তদের ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপর এইচআইভি এবং এইডস এর প্রভাব নির্ণয় করতে আচরণগত, ন্যায়সংগত, কাঠামোগত এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত পদক্ষেপের সমন্বয় প্রয়োজন । আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কাদের সবচেয়ে বেশি এবং কি ধরনের আচরণ নতুন আক্রান্তদের হার বৃদ্ধি করতে পারে-এরূপ মহামারী সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত ধারণার ভিত্তিতে এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা এবং সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলো হলো পুরুষ হয়ে পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক; ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ, ড্রাগ নেয়া, অর্থ বা অন্য কোনো বস্তুর বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে; সমকামিতা; অসম বয়সী সম্পর্ক ইত্যাদি। সামাজিক অর্থনৈতিক চালকসমূহ এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা সেবা এবং সহযোগিতায় প্রভাব ফেলে।

মানবাধিকার: মানবাধিকার হচ্ছে মর্যাদার সাথে জীবনধারণের নিশ্চয়তা। মানবাধিকার সর্বজনীন এবং অবিচ্ছেদ্য; যা কাউকে দেয়া যায় না বা কারও থেকে নিয়েও নেয়া যায় না। জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের মূল অধিকার যেমন বৈষম্য না করা, সুরক্ষা ও জীবনের অধিকার এবং অগ্রাধিকার ইত্যাদির ওপর জোর দেয়া হয় তখন মানুষের অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নির্ভর করে সম্পদের সহজলভ্যতার ওপর। সুরক্ষা, বৈষম্যহীনতা এবং বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা একটি অন্যতম উপকরণ বলে একে মূল মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনী চুক্তিসহ এবং মাননির্ধারক মানসমূহ যেগুলো জরুরি পরিস্থিতিসহ সকল সময়ে রাষ্ট্রে মানুষের অধিকারের সম্মান রক্ষা, সুরক্ষা প্রদান এবং অধিকার পুরণে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করে। সংঘর্ষের সময় আন্তর্জাতিক মানবিক এবং অপরাধ আইনও প্রয়োগ করা হয়। এই চুক্তি ও মানসমূহ শত্রুতা অবসান, জনসাধারণের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের পক্ষে চ্যালেঞ্জের সাথে কাজ করে এমন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন করে। নিপীড়ন ও সশস্ত্র সংঘাতের শঙ্কা বিবেচনায় শরণার্থী আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সীমানার বাইরে স্থানচ্যুত মানুষদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা: একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের উপস্থিতি, অংশগ্রহণ ও অর্জনের নিশ্চয়তা। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য শিক্ষানীতি, অনুশীলন, সুযোগ সুবিধার প্রতি সাড়াপ্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সামর্থ্যের অভাব অথবা ভাষার ব্যবহার,পাঠ্যসূচি অথবা শিখন পদ্ধতি যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সুবিধাজনক নয়, এগুলোর কারণে শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। শারীরিক, অনুভূতি, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষেরা সবচেয়ে বেশি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিচ্যুতির ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার প্রভাব রয়েছে। যারা আগে থেকেই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে এসেছে তারাও বিভিন্ন পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক অথবা কাঠামোগত কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। একীভূত শিক্ষার অর্থ এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে অংশগ্রহণ ও শিখনের ক্ষেত্রে যে উল্লেখিত বাধাগুলো রয়েছে তা দূর হবে এবং এই শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাসূচি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য যথার্থ ও সুযোগ সৃষ্টিকারী হবে যাতে করে সকল মানুষ উন্নতি করার জন্য উৎসাহিত এবং সমর্থিত হয় এবং তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলোকে চিহ্নিত করা হয় ।

তথ্য ব্যবস্থাপনা: প্রয়োজন, সক্ষমতা এবং কার্যপরিচিতির নিরূপণ অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সংযুক্তি, উপাত্ত সংরক্ষণ, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা। কোনো ঘটনার বর্ণনা বা তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, প্রক্রিয়া কি হবে এবং তথ্যের আদান প্রদান কার সাথে, কখন, কোন উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে হবে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করে।

শিক্ষা দান ও শিখন প্রক্রিয়া: শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। পাঠ পরিকল্পনা করা হয় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ও নিরূপণের মাধ্যমে চাহিদা চিহ্নিত করে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা সম্ভবপর করে তোলা হয়। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক,

অংশগ্রহণমূলক ও একীভূত শিক্ষা দান ও শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষা সরবরাহ ও সহায়তায় বৃহত্তর কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে।

আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি (আইএএসসি): আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি (আইএএসসি) হচ্ছে মানবিক সহায়তায় সমন্বয়, নীতিমালা প্রনয়ণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তৈরি একটি আন্তঃসংস্থা ফোরাম। মানবিক সহায়তাকে শক্তিশালী করার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে আইএএসসি প্রতিষ্ঠিত হয়। আইএএসসি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতিসংঘের মূল এবং জাতিসংঘের আওতাভুক্ত নয় এমন মানবিক সহযোগী সংস্থাগুলো।

অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (আইডিপি): এমন কোনো মানুষ যে তার নিজস্ব এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় এবং দেশের মধ্যেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে যেসব কারণে শরণার্থী তৈরি হয় সেসব কারণেও আইডিপিএস ঘটতে পারে যেমন সশস্ত্র সংঘাত, দুর্যোগ, সাধারণ সংঘর্ষ অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘন। যদিও আইনগতভাবে তারা তাদের নিজেদের সরকারের সুরক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে মনে করা হয় কিন্তু এমনও হতে পারে যে তাদের বাস্তুচ্যুতির পেছনে সরকারি কার্যক্রমই দায়ী। নাগরিক হিসেবে তাদের সুরক্ষাসহ অন্যান্য অধিকার মানবাধিকার আইন এবং আর্ন্তজাতিক আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

শিক্ষার্থী: শিশু, নবীন এবং বয়স্ক সকল জনগণ যারা শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তারাই শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী, প্রযুক্তিগত ও কারিগরী শিক্ষার শিক্ষানবিশ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ যেমন সাক্ষরতা ও গণনা শিক্ষা, কমিউনিটিতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং সহশিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সবাই এর আওতাভূক্ত।

শিখনের ফলাফল: জ্ঞান, আচরণ, দক্ষতা এবং ক্ষমতা যা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করে। শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের 'কি জানা উচিত এবং তারা কি করার ক্ষমতা রাখে' এটিই শিখন ফলাফল।

শিক্ষার স্থান: শিক্ষার স্থান হচ্ছে শেখার জায়গা।

শিক্ষার জায়গা: এমন স্থান যেখানে শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাদান পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যক্তিগত বাড়ি, শিশু যত্ন কেন্দ্র, প্রাক বিদ্যালয়, অস্থায়ী অবকাঠামো এবং বিদ্যালয়সমূহ।

জীবন দক্ষতা: ইতিবাচক আচরণগত দক্ষতা ও সামর্থ্য যা প্রতিটি ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সহায়তা করে। এগুলো মানুষ হিসেবে ও সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষকে চিন্তা, অনুভব, কাজ এবং পারস্পরিক যোগাযোগে সহায়তা করে। জীবন দক্ষতা তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বিভাগ নিয়ে তৈরি : বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যক্তিগত বা আবেগীয়, এবং আন্তঃব্যক্তিগত অথবা সমাজ সম্পর্কিত। জীবন দক্ষতা হতে পারে সাধারণ: উদাহরণস্বরূপ তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার, অন্যান্যদের সাথে সফল যোগাযোগ

এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। জীবন দক্ষতা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র কেন্দ্রিকও হতে পারে, যেমন- ঝুঁকিহ্রাস, পরিবেশ সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এইচআইভি প্রতিরোধ, সহিংসতা প্রতিরোধ অথবা শান্তি স্থাপন। সংকটপূর্ণ অবস্থায় জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে, যে ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক জীবন দক্ষতা তৈরির প্রতি জোর দেয়া আবশ্যক।

জীবন জীবিকা: জীবন জীবিকা হচ্ছে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য, সম্পদ, সুযোগ এবং কার্যক্রম। আর্থিক, প্রাকৃতিক, ভৌত, সামাজিক এবং মানবসম্পদ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ দোকান, জমি, এবং বাজার অথবা পরিবহন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ। একটি জীবন জীবিকা তখনই টেকসই হবে যখন এটি চাপ এবং অভিঘাতের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে এবং সংকট কাটিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারবে, সামর্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য টেকসই জীবন জীবিকার সুযোগ করে দিতে পারবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত নয় (আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সংজ্ঞা দেখুন)। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিদ্যালয়-কাঠামো পদ্ধতির বাইরে ও ভিতরে উভয় জায়গায় পরিচালিত হয় এবং সব বয়সীদেরই এতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এটি সবসময় শিক্ষার প্রত্যয়ন পাওয়ার জন্য হয়না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি শিশু ও বয়স্কদের নতুন শিক্ষা চাহিদায় দ্রুত সাড়া দেয়ার ভিন্নতা, নমনীয়তা এবং সামর্থ্য দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই শিক্ষা মূলত বিশেষ দলের জন্য প্রণয়ন করা হয় যাদের বয়স আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের বয়স থেকে বেশি, যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি অথবা বয়স্ক ব্যক্তি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি অথবা নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে এই পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়। যেমন দ্রুত 'ক্যাচ আপ' (বিরতি পূরণ) শিক্ষা, ক্লাস পরবর্তী শিক্ষা, সাক্ষরতা এবং গণনা শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে বিলম্বিত করে। একে 'শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ'ও বলা হয়ে থাকে।

অংশগ্রহণ: অংশগ্রহণ হচ্ছে প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে এমন কিছুতে সম্পৃক্ত হওয়া। কমিউনিটি ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সবার জন্য একটি অধিকার এবং কাজ করার মূল ভিত্তি। বিদ্যমান সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। বয়স্ক, শিশু, নবীন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিপদাপন্ন দলের সদস্যসহ প্রত্যেক দল প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। যাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন বা যাদের সাথে কাজ করা কঠিন সেরকম দলগুলোকেও অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অংশগ্রহণের বিষয়টি ঐচ্ছিক। জনসাধারণকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে ও উৎসাহিত করতে হবে, কিন্তু তাদের উপর জোর খাটানো বা তাদের মতামতকে প্রভাবিত করা যাবেনা। অংশগ্রহণ কাজের ব্যাপকতা ও প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সেবার ব্যবহার, বস্তুগত সম্পদের অবদান, অন্যদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ এবং ন্যূনতম পরামর্শ ইত্যাদি পরোক্ষ ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কার্যকর অংশগ্রহণের মধ্যে রয়েছে সময় দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ণে সরাসরি অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা: শিক্ষা প্রদান এবং শিখনের এমন একটি ধারণা যা শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এটি হাতে কলমে শিক্ষা, ছোট দলগত শিখন, বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সতীর্থ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার্থীরা গাণিতিক ধারণা বুঝতে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে অথবা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একসাথে কাজ করে। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা শিক্ষকদের কেন্দ্র করে গঠিত পদ্ধতির সাথে বৈপরীত্য প্রকাশ করে, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা বেঞ্চে বসবে, নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিবে এবং বোর্ড থেকে শিক্ষকের লেখা খাতায় তুলবে। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা চাহিদা পর্যালোচনা, সমাধান চিহ্নিতকরণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের সহায়তা করতে ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে এটা কমিউনিটির অংশগ্রহণ, সমন্বয় ও পর্যালোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

প্রস্তুতি: সম্ভাব্য বা আসন্ন ও বর্তমান আপদসমূহের বিষয়ে পূর্বাণুমান এবং কার্যকর সাড়াদান ও পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার লক্ষ্যে সরকার, সাড়া প্রদানকারী সংস্থাসমূহ এবং সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া।

প্রতিরোধ: আপদ এবং দুর্যোগের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম। (অন্য পাতায় দেখুন)

সুরক্ষা: সব ধরনের অবমাননা, শোষণ, সহিংসতা এবং অবজ্ঞা থেকে মুক্ত থাকা।

মনো-সামাজিক সহায়তা: সামাজিক জীবনে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম হচ্ছে মনো-সামাজিক সহায়তা। পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থনও এর আওতাভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ জরুরি পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের তাদের পরিবারের সাথে একত্রিত করা এবং শিক্ষা পরিচালনার জন্য পরিবার ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে সহায়তা।

মানসম্মত শিক্ষা: মানসম্মত শিক্ষা সাশ্রয়ী, সহজলভ্য, জেন্ডার সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর মধ্যে রয়েছে, ১) একটি নিরাপদ এবং একীভূত শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ; ২) যোগ্য এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক যারা পাঠদান পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে; ৩) একটি কার্যকর পাঠ্যসূচি যা সহজবোধ্য এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং সামাজিক দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ৪) শিক্ষণ ও শিখনের জন্য পর্যাপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক উপকরণ; ৫) শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রণয়ন, যাতে শিক্ষার্থীর মর্যাদা বজায় থাকে; ৬) শ্রেণি কক্ষের আকার এবং ছাত্র শিক্ষকদের যথাযথ অনুপাত; এবং ৭) শিক্ষা, গণনা এবং জীবনদক্ষতার সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিনোদন, খেলাধূলা এবং সৃষ্টিশীল কার্যক্রম ।

পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা: দুর্যোগের অন্তর্নিহিত ঝুঁকির কারণগুলো কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাসহ ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সুযোগ সুবিধা, জীবন জীবিকা, জীবনমান অথবা মনো-সামাজিক কল্যাণের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন।

শরনার্থী: ১৯৫১ সালের শরণার্থী সনদ অনুযায়ী একজন শরণার্থী হচ্ছে সে, যে জাতিগত, ধর্মীয়, জাতীয়তা, বা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কারণে অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নিপীড়নের ভয়ে ভীত থাকে, দেশ ও জাতীয়তা থেকে বিতাড়িত হতে পারে এবং এই ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণে সে তার দেশের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের জন্য যথার্থ শিখন সুযোগই হলো প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। স্থানীয় ঐতিহ্য এবং প্রতিষ্ঠান, ইতিবাচক সাংস্কৃতিক চর্চা, বিশ্বাস এবং কমিউনিটির প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমাজে ইতিবাচক ভবিষ্যতের জন্য শিশুদের তৈরি করে। প্রাসঙ্গিক শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষার একটি উপাদান যা কী শেখা হয়েছে, কীভাবে শেখা হয়েছে এবং তা কতো কার্যকরী হয়েছে এসকল বিষয়ের ওপর জোর দেয়।

সহনশীলতা: কোনো ব্যবস্থা, জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তির দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতার। এই খাপ খাওয়ানোর অর্থ হচ্ছে কাজ এবং কাঠামোর একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য প্রতিরোধ করা বা পরিবর্তিত হওয়া। এই সহনশীলতা নির্ভর করে টিকে থাকার কৌশল এবং জীবন দক্ষতার উপর যেমন, সমস্যা সমাধান, সহায়তা খোঁজার সামর্থ্য, উদ্বুদ্ধকরণ, আশাবাদ, বিশ্বাস, মনোযোগ এবং সম্পদশালী হওয়া। যখন মানবকল্যাণে সুরক্ষার বিষয়গুলো সম্ভাব্য ঝুঁকির সম্ভাবনা থেকে জোরদার হয়, তখনই সহনশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব এবং সুরক্ষার বিষয়গুলো ঝুঁকির সম্ভাবনাকে সমর্থন না করে কল্যাণকেই শক্তিশালী সমর্থন যোগায়।

ঝুঁকি: বাহ্যিক কোনো হুমকি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইচআইভি প্রাদুর্ভাব, জেন্ডার সহিংসতা, সশস্ত্র আক্রমণ ও অপহরণ, এবং পাশাপাশি বিভিন্ন বিপদাপন্নতার সংযুক্তি যেমন দারিদ্র, দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধীতা অথবা কোনো বিপদাপন্ন দলের গোত্রভুক্ত হওয়া ইত্যাদি।

ঝুঁকি নিরূপণ: সম্ভাব্য আপদ বিশ্লেষণ এবং বিপদাপন্নতা মূল্যায়নের মাধ্যমে ঝুঁকির ধরন এবং ব্যাপকতা নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি যা জনসাধারণ, সম্পদ, জীবন জীবিকা এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা সম্ভাব্য হুমকি।

নিরাপত্তা: দৈহিক এবং মনো-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা।

সুরক্ষা: হুমকি, বিপদ, আঘাত বা ক্ষতি থেকে রক্ষা।

স্টেকহোল্ডার: প্রকল্প অথবা কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম এমন ব্যক্তি বা দল অথবা প্রতিষ্ঠান।

বিপদাপন্নতা: ব্যক্তি বা দলের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা যা তাদেরকে দুর্যোগ বা যে কোনো ক্ষয়ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। বিপদাপন্নতার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে দলে সঙ্গীহীন শিশু রয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পরিবারে একক দায়িত্ব এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুক্ত শিশু।

কল্যাণ: সামগ্রিকভাবে ভালো অবস্থা এবং এই অবস্থা অর্জনের প্রক্রিয়া। দৈহিক, আবেগীয়, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্য এর আওতাভুক্ত। একজন মানুষের জন্য কোনটা ভালো তা কল্যাণের আওতাভুক্ত: অর্থপূর্ণ সামাজিক ভূমিকায় অংশগ্রহণ; খুশি থাকা এবং আশাবাদী হওয়া; স্থানীয় পর্যায়ে সংজ্ঞায়িত ভালো মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনধারণ; ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক থাকা এবং সহযোগিতামূলক পরিবেশ; ইতিবাচক জীবন দক্ষতা কাজে লাগিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা, নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং গুণগত সেবা পাওয়ার সুযোগ (বুদ্ধিবৃত্তিক দেখুন)।

নবীন এবং কিশোর: নবীন হচ্ছে ১৫ থেকে ২৪ বছর এবং কিশোর হচ্ছে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী মানুষ। এই ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীরাই সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। কৈশরের শেষ এবং বয়ঃপ্রাপ্তির শুরু ভিন্ন ভিন্ন হয়। দেশ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের মানুষ নির্দিষ্ট বয়স অনুযায়ী যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজের নির্ধারিত কাজগুলো করে। জরুরি পরিস্থিতিতে কিশোরদের ছোট শিশু এবং বয়স্কদের থেকে আলাদা চাহিদা থাকে। স্বাধীনভাবে দায়িত্বপালনের মাধ্যমে নবীনদের অগ্রগতি সাধিত হয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

INEE Toolkit: **www.ineesite.org/toolkit** এ আরো বিস্তারিত তালিকা রয়েছে।

পরিশিষ্ট ২ : আদ্যক্ষর

AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
HIV	Human Immunodeficiency Virus
IASC	Inter-Agency Standing Committee
IDP	Internally displaced person
ILO	International Labour Organization
INEE	Inter-Agency Network for Education in Emergencies
MFA	Ministry of Foreign Affairs
NGO	Non-government organisation
NORAD	Norwegian Agency for Development
SEEP	Small Enterprise Education and Promotion
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNHCR	United Nations High Commission for Refugees
UNICEF	United Nations Children's Fund

পরিশিষ্ট ৩: কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান প্রকাশনাটি অনুবাদ, অনুবাদ পর্যালোচনা, প্রতিশব্দ চয়ন ও সংযোজন এবং সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন

প্রধান সম্পাদক
গওহার নঈম ওয়ারা

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম পর্যায়ে যারা ছিলেন
শিক্ষার ন্যূনতম মানের পরিচিতি, প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা - শেওফতা শারমিন (হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল)

অধ্যায় ১: ভিত্তিমানের পরিসর - দিপু মাহমুদ (কেয়ার বাংলাদেশ)

অধ্যায় ২: অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ -বিলু কবির (লেখক ও উন্নয়নকর্মী)

অধ্যায় ৩: শিক্ষণ ও শিখন- সঞ্জয় মুখার্জী (ওয়াটার এইড বাংলাদেশ)

অধ্যায় ৪: শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী-এস,এম, আবদুল কাদের (প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ)

অধ্যায় ৫: শিক্ষানীতি- আজিজুল রাসেল (প্রথম আলো)

শব্দকোষ মোঃ রেজাউল করিম (কনসালটেন্ট-ডিআরআর এণ্ড সিসিএ) ও গোলাম মোতাসিম বিল্লাহ্ (ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ)

দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পাদনা পরিষদে Eng দলের যে সব সদস্য যুক্ত ছিলেন
শিক্ষার ন্যূনতম মানের পরিচিতি, প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা - গওহার নঈম ওয়ারা

অধ্যায় ১: ভিত্তিমানের পরিসর- মাহফুজা মুন খান (সেভ দ্যা চিলড্রেন)

অধ্যায় ২: অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ - নুরুল আলম রাজু (অক্সফ্যাম)

অধ্যায় ৩: শিক্ষণ ও শিখন- মোশাররফ হোসেন (গণসাক্ষরতা অভিযান)

অধ্যায় ৪: শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী - মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া (ইউনিসেফ)

অধ্যায় ৫: শিক্ষানীতি এবং

শব্দকোষ - মোহাম্মদ সায়মন রহমান (ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ)

প্রাথমিকঅনুবাদ
নুরুন্নাহার পলি
মেহেরুন নেছা
রাহাত আরা সিরাজুম মনির
সুমাইয়া নূর

পরিশিষ্ট: ৪ মতামত প্রদানের ফরম

যোগাযোগের তথ্য	
তারিখ:	নাম:
সংস্থা ও পদের নাম:	
ঠিকানা:	
ফোন:	
ইমেইল:	

১. আপনি এবং আপনার সংস্থা ন্যূনতম মানের কোন দিকগুলো ব্যবহার করেন অনুগ্রহ করে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। যতোটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট হোন এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ও আপনার প্রকল্প /সংস্থা/ সমন্বয় কাঠামো ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে যে দিকগুলো (যদি থেকে থাকে) আপনি হ্যান্ডবুকটির করণীয় এর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন তা অন্তর্ভুক্ত করুন।

২. হ্যান্ডবুকটি ব্যবহার করার সময় কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং কিভাবে তা থেকে বেরিয়ে এসেছেন অথবা তার ভিতর দিয়ে কাজ চালিয়ে গেছেন?

৩. এই হ্যান্ডবুকটি ব্যবহার করে আপনার অভিজ্ঞতার কোনো ভালো উদাহরণ ও/ অথবা আপনি কি কি শিখেছেন তা শেয়ার করতে পারেন? আপনার কাজের ক্ষেত্রে মানগুলোর ব্যবহার কি প্রভাব রেখেছে?

৪. আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে, আরো কি কি তথ্য ও /অথবা টুলস এই হ্যান্ডবুকটিকে আরো কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে?

৫. এই হ্যান্ডবুকটির ওপর আপনার আর কোনো মন্তব্য অথবা মতামত থাকলে অনুগ্রহ করে তা লিখুন?

শিক্ষার ন্যূনতম মান: প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা বইটি ব্যবহার করে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এই মতামত ন্যূনতম মানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল এবং হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করে থাকবে। অনুগ্রহ করে এই প্রশ্নপত্রটি পূরণ করুন এবং minimumstandards@ineesite.org তে ই-মেইল করুন অথবা চিঠি লিখুন, বরাবর INEE Coordinator for Minimum Standards and Network Tools, c/o UNICEF – Education Section, 7th floor, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA. আপনি চাইলে অনলাইনেও মতামত প্রদানের ফরমটি পূরণ করে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়: www.ineesite.org/feedback.

INEE
An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

শিক্ষার ন্যূনতম মান

প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা

ভিত্তিমানের পরিসর

কমিউনিটির অংশগ্রহণ মান: অংশগ্রহণ ও সম্পদসমূহ - সমন্বয় মান: সমন্বয়- পর্যালোচনা মান: নিরূপণ, সাড়াদান কৌশল, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

অভিগম্যতা ও শিখনের পরিবেশ

মান ১: সমান অভিগম্যতা - সকলেরই মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

মান ২: সুরক্ষা এবং কল্যাণ - শিখন পরিবেশ সুরক্ষিত ও নিরাপদ এবং তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর সুরক্ষা ও মনো-সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মান ৩: সুযোগ-সুবিধা এবং সেবাসমূহ- শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং তা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মনো-সামাজিক এবং সুরক্ষা সেবাসমূহের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করে।

শিক্ষণ ও শিখন

মান ১: শিক্ষাক্রম - আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষার সাথে প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম ব্যবহার করা হবে, যা সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী যথার্থ হবে।

মান ২: প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও সহায়তা - শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা চাহিদা ও অবস্থা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক, প্রাসঙ্গিক ও কাঠামোগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

মান ৩: শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া - শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও একীভূত শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়া প্রবর্তন।

মান ৪: শিখন ফলাফল নিরূপণ - শিখন ফলাফল মূল্যায়ন ও যাচাইয়ে যথাযথ পদ্ধতির ব্যবহার।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী

মান ১: নিয়োগ এবং নির্বাচন - বৈচিত্র্য এবং ন্যায্যতাকে প্রতিফলিত করে এমন একটি নির্বাচনী মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা।

মান ২: কাজের শর্তাবলী - শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীরা কাজের শর্তাবলী পরিষ্কারভাবে বুঝবে এবং তাদের যথোপযুক্ত ভাতাদির ব্যবস্থা থাকবে।

মান ৩: সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান - জরুরি শিক্ষার সাথে কার্যকরীভাবে যুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর জন্য সহায়তা এবং তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা।

শিক্ষা নীতি

মান ১: আইন ও নীতি প্রণয়ন - শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিনা মূল্যে, সকলের জন্য সমান সুযোগসহ গুণগত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষাকে প্রাধান্য দেবে।

মান ২: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন - শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা নীতিমালা, আইনকানুন, মান ও পরিকল্পনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষণ চাহিদাকে বিবেচনায় রাখবে।

প্রধান বিষয়ভিত্তিক বিষয়সমূহ: সংঘাত প্রশমন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন, এইচআইভি ও এইডস, মানবাধিকার, একীভূত শিক্ষা, আন্তঃখাতে সংযোগ, সুরক্ষা, মনো-সামাজিক সহায়তা ও নবীন

INEE

An international network for education in emergencies
Un réseau international pour l'éducation en situations d'urgence
Una red internacional para la educación en situaciones de emergencia
Uma rede internacional para a educação em situações de emergência
الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

"শিক্ষার ন্যূনতম মান : প্রস্তুতি, সাড়াদান, পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা" বলতে শিশু, নবীন, প্রাপ্ত বয়স্কসহ সকলের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিকেই বোঝায়। এই মানগুলো মূলত, শিক্ষার ন্যূনতম মান ও পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার অভিগম্যতার নিশ্চয়তাকে নির্দিষ্ট করে। এটি সক্ষমতা তৈরি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে মানবাধিকার সংস্থা, সরকার এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে, যাতে তারা তাদের শিক্ষা সহায়তার মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে। এগুলো মানবিক সাড়াদানে নিয়োজিতদের জবাবদিহিতা ও দূরদর্শীতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার ন্যূনতম মান তৈরির ক্ষেত্রে ২০০৩-২০০৪ এবং এটিকে হালনাগাদ করার জন্য ২০০৯-২০১০ এ "INEE" ব্যাপক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। শিশু অধিকার সনদ, দ্যা ডাকার ২০০০: "সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য" এবং স্ফিয়ার প্রজেক্টে বর্ণিত মানবিকতার ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার ন্যূনতম মানগুলি গৃহীত হয়েছে।

The Sphere Project

The Sphere Project recognizes the *Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery* as Companion Standards to the *Sphere Project Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*.